Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

যাকাতের গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মরিয়ম আক্তার সুরভী

রোলঃ 23100120466

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

যাকাতের গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মরিয়ম আক্তার সুরভী

রোলঃ 23100120466

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " যাকাতের গুরুত্ব ও ফজিলত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মরিয়ম আক্তার সুরভী, আইডিঃ 23100120466 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " যাকাতের গুরুত্ব ও ফজিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

মরিয়ম আক্তার সুরভী

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

মরিয়ম আক্তার সুরভী

আইডিঃ 23100120466

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

যাকাতের পরিচয়.....10

যাকাতের সংজ্ঞা.....11

যাকাত নামকরণ.....12

যাকাতের শরয়ী হুকুম ও দলিল.....13

যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা.....15

পূর্ববর্তী শরী'আতে যাকাত.....17

যাকাত কখন ফরজ করা হয়?.....18

যাকাতের তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য.....20

যাকাতের গুরুত্ব.....21

যাকাতের ফজিলত.....22

যাকাত আদায় না করার পরকালীন শাস্তি.....25

যাকাত আদায় না করার পার্থিব শাস্তি.....28

যাকাত আদায়ের শর্ত.....31

যাকাতযোগ্য সম্পদ ও নিসাব.....34

স্বর্ণ-রূপার যাকাত.....37

অলংকারের যাকাত.....40

নগদ অর্থের যাকাত.....46

ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাত.....49

গবাদি পশুর যাকাত.....51

ফল ও ফসলের যাকাত.....61

উশরি জমির পরিচয়.....67

বাংলাদেশি জমি উশরি নাকি খারাজি !.....68

প্রোথিত ও খনিজ সম্পদের যাকাত.....70

ঋণের যাকাত.....75
হারাম সম্পদের যাকাত.....77
যাকাতের খাতসমূহ 78
যেসব খাতে যাকাত দেওয়া যাবে না.....87
রাষ্ট্রীয়ভাবে উসুলকৃত যাকাতের বিধান.....90
যাকাত সংক্রান্ত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল.....91
যাকাত বনাম সুদ 102
যাকাত বনাম ট্যাক্স.....103
সদকাতুল ফিতর 104
তথ্যসূত্র:-.....110

যাকাতের পরিচয়

যাকাত আরবী শব্দ। এটি (زكوة) বাবে نصر ينصر এর মাছদার এবং 'তাযকিয়া' ধাতু থেকে নির্গত। যাকাত (زكوة) শব্দটি একবচন; এর বহুবচন (زكوات)

ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের মধ্যে তৃতীয় স্তম্ভ হলো যাকাত। ইসলামি শরী'আহ অনুযায়ী এটি একটি অবশ্যকরণীয় আর্থিক ইবাদাত। ইমানের পরপরই নামাজ ও যাকাতের হুকুম প্রযোজ্য হয়। যাকাতের বিধান ইসলামি শরী'আতের মূল চারটি উৎস তথা কুরআন, হাদীস, ইজমা এবং কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত। আল-কুরআনের অসংখ্য আয়াতে যাকাত সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

কুরআনুল কারীমের মোট ৩২ টি জায়গায় যাকাতের কথা বলা হয়েছে। তন্মধ্যে নামাজের সাথে এসেছে ২৫ বার এবং স্বতন্ত্রভাবে এসেছে ৭ বার। যেমনঃ কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ

"এবং তোমরা সালাত কায়েম করো, যাকাত আদায় করো ও রুকূ'কারীদের সাথে রুকূ' করো।" *(সূরা বাকারাঃ ৪৩)*

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَاَقِيۡمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيۡعُوا الرَّسُوۡلَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُوۡنَ

"তোমরা সালাত কায়েম করো, যাকাত দাও এবং রাসুলের আনুগত্য করো, যাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পারো।" *(সূরা নূরঃ ৫৬)*

কুরআনুল কারীমে এরকম আরও বহু সংখ্যক আয়াতে নামাজ ও যাকাতকে একই সাথে উল্লেখ করা হয়েছে।

যাকাতের প্রয়োজনীয়তা, তাৎপর্য ও হুকুম আহকাম সম্বলিত হাদীসের সংখ্যাও রয়েছে অনেক। যেমনঃ আবু আইয়ুব আনসারী রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত,

أَنَّ رَجُلاً، قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ. قَالَ مَا لَهُ مَا لَهُ وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَرَبٌ مَالَهُ، تَعْبُدُ اللَّهَ، وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ ". وَقَالَ بَهْزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ، وَأَبُوهُ، عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمَا سَمِعَا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، بِهَذَا. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَخْشَى أَنْ يَكُونَ، مُحَمَّدٌ غَيْرَ مَحْفُوظٍ إِنَّمَا هُوَ عَمْرٌو.

"জনৈক সাহাবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বললেন, আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম বললেনঃ তার কী হয়েছে! তার কী হয়েছে! এবং বললেনঃ তার দরকার রয়েছে। তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সঙ্গে অন্য কোন কিছুকে শরীক করবে না। সালাত আদায় করবে, যাকাত আদায় করবে, আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখবে।" *(সহীহ বুখারীঃ ১৩৯৫; সহীহ মুসলিমঃ ৩১; তিরমিজীঃ ৬২৫; ইবনে মাজাহঃ ১৭৮৩; আবু দাউদঃ ১৫৮৪)*

আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত,

أَنَّ أَعْرَابِيًّا، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ. قَالَ: " تَعْبُدُ اللَّهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ ". قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا. فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا ". حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو زُرْعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا.

"এক বেদুইন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে বললো, আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন যদি আমি তা সম্পাদন করি তবে জান্নাতে প্রবেশ করবো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহর ইবাদত করবে আর তাঁর সাথে অন্য কিছু শরীক করবে না। ফরজ সালাত আদায় করবে, ফরজ যাকাত প্রদান করবে, রমাদান মাসে সিয়াম পালন করবে।" সে বললো, যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ করে বলছি, আমি এর চেয়ে বেশি করবো না। যখন সে ফিরে গেলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ যে ব্যক্তি কোন জান্নাতী ব্যক্তিকে দেখতে পছন্দ করে সে যেন এই ব্যক্তিকে দেখে নেয়।" *(সহীহ বুখারীঃ ১৩৯৭; সহীহ মুসলিমঃ ১৫; ইবনে মাজাহঃ ৪১০২)*

যাকাতের সংজ্ঞা

আভিধানিক দৃষ্টিকোন থেকে যাকাত (زكوة) শব্দটির একাধিক অর্থ পাওয়া যায়। যেমন: পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, বিশুদ্ধতা, প্রাচুর্যতা, বৃদ্ধি, বরকত, বর্ধিত হওয়া, অতিরিক্ত, প্রশংসা, আরোহণ প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। আল-কুরআনে যাকাত (زكوة) শব্দটি পবিত্রতা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى

"যে ব্যক্তি পবিত্রতা অবলম্বন করেছে সে-ই সফলকাম হয়েছে।" *(সূরা আ'লাঃ ১৪)*

যাকাতকে الصدقة المفروضة তথা ফরজ সাদাকা বলা হয় কেননা কুরআনের বিভিন্ন স্থানে যাকাত শব্দটিকে 'সাদাকাহ' (صدقة) হিসেবেও অভিহিত করা হয়েছে। যেমনঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন-

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا

"তাদের সম্পদ হতে সাদাকা গ্রহণ করো, যা দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে।" *(সূরা তাওবাহঃ ১০৩)*

পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহের পরিভাষায়, ধনবান ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে খুশি করার নিমিত্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ ধন-সম্পদের একাংশ হাশেমী ও তাদের দাস-দাসী ব্যতীত নির্দিষ্ট শ্রেণির হকদারকে নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে দান করাকে যাকাত বলা হয়।

আব্দুর রহমান ইব্ন মুহাম্মদ আল-জুজায়রী রহ. বলেন,

تَمْلِيْكُ مَالٍ مَخْصُوْصٍ لِمُسْتَحَقِّهِ بِشَرَائِطَ مَخْصُوْصَةٍ

"নির্দিষ্ট পরিমাণ ধন-সম্পদ নির্দিষ্ট শ্রেণির হকদারকে নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে মালিক বানিয়ে দেয়ার নামই হচ্ছে যাকাত।"

ইমাম রাগেব ইসফাহানী রহ. এর মতে, "যাকাত এমন প্রবৃদ্ধিকে বলে, যা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বরকত স্বরূপ হয় এবং এমন পবিত্রতাকে বলে যা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে কারো জন্য অর্জিত হয়।"

ইসলামি আইনশাস্ত্র (ফিক্বহ) এর গ্রন্থসমূহ অনুযায়ী "যাকাত সম্পদের ওই অংশকে বলে যা আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় ব্যয় করা মানুষের জন্য ফরজ করা হয়েছে।"

যাকাত নামকরণ

যাকাত মানুষকে কৃপণতা, গুনাহ ও আযাব থেকে পবিত্র ও মুক্ত করে এবং সম্পদের উন্নতি ও অন্তরের স্বচ্ছতা ও পবিত্রতার কারণ হয়। তাই এই কাজটির নামকরণ হয়েছে যাকাত।

যাকাতের অন্যতম একটি অর্থ পবিত্র করা। কারণ যাকাত নাফসকে কৃপণতার মত বদ অভ্যাস থেকে পবিত্র করে। নাফস এর পরিশুদ্ধতা ও পবিত্রতার দ্বারাই মানুষ দুনিয়াতে উত্তম গুনাবলির অধিকারী হতে পারে আর নেকির পরিমানও বেড়ে যায়।

যেমনঃ আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে বলেছেন-

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا

“তাদের সম্পদ হতে সাদাকা গ্রহণ করো, যা দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে।” *(সূরা তাওবাহঃ ১০৩)*

যাকাতের কারণে সম্পদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাই একে যাকাত বলা হয়। তাই আপাত দৃষ্টিতে সম্পদ হ্রাস পায় বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা বেড়ে যায়। যেমনঃ আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে বলেন-

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“আর তোমরা যে যাকাত দিয়ে থাকো আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে (তাই বৃদ্ধি পায়) এবং তারাই বহুগুণ সম্পদপ্রাপ্ত” *(সূরা আর-রূমঃ ৩৯)*

যাকাতের শরয়ী হুকুম ও দলিল

যাকাত ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের মধ্যে তৃতীয় স্তম্ভ হিসাবে গণ্য। যাকাত আদায় করা ফরজ এবং যাকাত ফরজ হওয়ার আকীদা পোষণ করাও ফরজ। যাকাত ফরজ হওয়া কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমানিত এবং এ ব্যাপারে ইজমা সংঘটিত হয়েছে।

যাকাত সংক্রান্ত কিছু কিছু মাস'আলায় ইমামদের মধ্যে মতভিন্নতা থাকলেও যাকাত ফরজ হওয়া সম্পর্কে কোন মতভেদ নেই। যাকাতের ফরজিয়ত যে অস্বীকার করবে সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে তথা কাফের হয়ে যাবে। লোভের মোহে বা উদাসীনতার দরূন কেউ যদি যাকাত না দেয়, তাহলে তার কাছ থেকে কর্তৃপক্ষ যাকাত আদায় করে নেবে।

যাকাত ফরজ হওয়ার ব্যাপারে কতিপয় দলিল নিম্নরূপঃ-

১. কুরআনুল কারীমঃ

আল্লাহ তা’আলা যাকাত প্রসঙ্গে একটি আয়াতে বলেন-

وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ ۚ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا

“এবং যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও পরকালে ইমান রাখে, আমি তাদেরকে মহাপুরস্কার দিব।” *(সূরা নিসাঃ ১৬২)*

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

“তাদেরকে এ নির্দেশই দেওয়া হয়েছে যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, সালাত প্রতিষ্ঠা করবে এবং যাকাত দিবে। এটাই সঠিক দ্বীন।” *(সূরা বাইয়্যিনাহঃ ৫)*

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা’আলা বলেন-

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো এবং যাকাত দাও। তোমরা নিজের জন্য পূর্বে যে সৎকর্ম প্রেরণ করবে, তা আল্লাহর কাছে পাবে। তোমরা যা কিছু করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা প্রত্যক্ষ করেন।” *(সূরা বাকারাহঃ ১১০)*

আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তা’আলা বলেন-

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ

“আর তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো এবং যাকাত প্রদান করো এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও।” *(সূরা মুযযাম্মিলঃ ২০)*

কুরআনের এসব আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যাকাত আদায় করা নিঃসন্দেহে একটি ফরজ ইবাদাত।

২. হাদীস

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাহ দ্বারাও যাকাত প্রদান ফরজ হওয়া সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। কতিপয় হাদীস থেকে কয়েকটি দলীল নিম্নরূপ। যেমনঃ-

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَان

“ইসলামের স্তম্ভ হচ্ছে পাঁচটি। ১. আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা’আলার রাসুল- এ কথার সাক্ষ্য দেয়া; ২. সালাত প্রতিষ্ঠা করা; ৩. যাকাত আদায় করা; ৪. হজ্ব সম্পাদন করা এবং ৫. রমাদানের সিয়াম পালন করা।” *(সহীহ বুখারীঃ ০৮; সহীহ মুসলিমঃ ২১; তিরমিজীঃ ২৬০৯)*

মু'আয ইবনে জাবাল রাদিআল্লাহু আনহু কে ইয়েমেনে পাঠানোর সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

"তাদেরকে এ সাক্ষ্যের প্রতি আহবান করো যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন প্রকৃত ইলাহ নেই এবং আমি (মুহাম্মাদ) আল্লাহর রাসুল। যদি এক্ষেত্রে তারা তোমাকে মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে অবগত করো যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর প্রত্যেক দিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেছেন। যদি এক্ষেত্রে তারা তোমাকে মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে অবগত করো যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পদে সাদাকা (যাকাত) ফরজ করেছেন, যা তাদের ধনীদের কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের দরিদ্রদের মাঝে বন্টন করা হবে।" *(সহীহ বুখারীঃ ১৩৯৫; সহীহ মুসলিমঃ ৩১; তিরমিজীঃ ৬২৫; ইবনে মাজাহঃ ১৭৮৩; আবু দাউদঃ ১৫৮৪)*

হাদীসে জিবরীলখ্যাত বিখ্যাত হাদীসের বর্ণনায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে প্রশ্ন করা হয়েছিলো ইসলাম, ইমান ও ইহসান সম্পর্কে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বলেন-

"ইসলাম হচ্ছে এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলার রাসুল, সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত দেওয়া, রমাদানে সিয়াম পালন করা, সামর্থ্য থাকলে আল্লাহর ঘরে হজ্ব করা।" *(সহীহ বুখারীঃ ৪৭, সহীহ মুসলিমঃ ১)*

এছাড়াও মুসলিম উম্মাহর সকল আলিম একমত যে, যাকাত একটি ফরজ ইবাদাত।

যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার যৌক্তিকতা বহু সংখ্যক হাদীস ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। যেমনঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

"আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য নির্দেশিত হয়েছি, যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত

প্রকৃত কোন উপাস্য নেই ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসুল। আর সালাত প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত আদায় করে। তারা যদি এগুলো করে তবে আমার পক্ষ হতে তাদের জান ও মালের ব্যাপারে নিরাপত্তা লাভ করলো। অবশ্য ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি কোন কারণ থাকে, তাহলে স্বতন্ত্র কথা। আর তাদের হিসাবের ভার আল্লাহর উপর অর্পিত।" *(সহীহ বুখারীঃ ২৫; সহীহ মুসলিমঃ ২২)*

এ হাদীস অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে এবং তা চালিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ না তারা তা দিয়ে দেয়। ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিআল্লাহু আনহু এর খেলাফতকালে আরবের কিছু গোত্র যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলো। যদিও তারা নামাজ পড়তো কিন্তু তারা যাকাত না দেয়ায় আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু তাদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে একটি প্রসিদ্ধ হাদীস রয়েছে। আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত,

لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، قَالَ عُمَرُ لِأَبِي بَكْرٍ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ، إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ، فَقَالَ عُمَرُ: «فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ

"যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তিকাল করলেন, আর তাঁর পর আবু বকরকে খলীফা করা হলো এবং আরবের যারা কাফির হবার তারা কাফির হয়ে গিয়েছিল, তখন উমার আবু বকরকে বললেন, আপনি কী করে লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন, অথচ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমি মানুষের সাথে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার পূর্ব পর্যন্ত যুদ্ধ করার জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত। অতএব যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলল, সে তার জান ও মালকে আমার থেকে নিরাপদ করে নিলো। তবে ইসলামি বিধানের আওতায় পড়লে আলাদা। তাদের প্রকৃত হিসাব আল্লাহর কাছে হবে।" আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু বললেন, "যারা সালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করে আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো। কেননা যাকাত হলো মালের হক। আল্লাহর কসম! যদি তারা একটি উটের রশি দিতেও অস্বীকার করে যা তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট প্রদান করতো, তবে তা না

দেওয়ার কারণে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো।" উমার রাদিআল্লাহু আনহু বললেন, "আল্লাহর কসম! আমি দেখলাম আল্লাহ তা'আলা আবু বকরের বুক যুদ্ধের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, তখন আমি বুঝতে পারলাম যে এ সিদ্ধান্ত সঠিক।" *(সহীহ বুখারীঃ ৭২৮৪; সহীহ মুসলিমঃ ৩২; আবু দাউদঃ ১৫৫৬; তিরমিজীঃ ২৬০৭; নাসা'ঈঃ ২৪৪৩)* এ থেকে স্পষ্ট বুঝা গেলো যে, হযরত আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নীতিকে বাস্তবায়িত করেছেন মাত্র।

পূর্ববর্তী শরী'আতে যাকাত

যাকাত ব্যবস্থা শুধু উম্মতে মুহাম্মদির উপরই নয় বরং এর গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও উপকারীতার কারণে মহান আল্লাহ তা'আলা অতীতের সকল নবীর উম্মতের উপর এ বিধান অপরিহার্য করেছিলেন। তবে সম্পদের পরিমাণ ও ব্যয়ের খাত বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম ছিলো। পবিত্র কুরআনে এ ব্যাপারে অনেক আয়াত উল্লেখ রয়েছে।
যেমনঃ ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এবং তাঁর বংশের নবীদের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন-

وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ ۖ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

"আমি তাদেরকে ওহীর মাধ্যমে নির্দেশ দিয়েছিলাম ভালো কাজ করতে, নামাজে নিয়মিত হতে আর যাকাত প্রদান করতে।" *(সূরা আম্বিয়াঃ ৭৩)*
সূরা মারইয়ামে ঈসা আলাইহিস সালাম এর সময়কার বর্ণনা উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا

"আমি যেখানেই থাকি না কেন, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন নামাজ ও যাকাত আদায় করতে, যতদিন আমি জীবিত থাকি।" *(সূরা মারইয়ামঃ ৩১)*
হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا

"এবং তিনি নিজ পরিবারের লোকজনকে নামাজ আর যাকাত দেয়ার নির্দেশ প্রদান করতেন।" *(সূরা মারইয়ামঃ ৫৫)*

হযরত মুসা আলাইহিস সালাম এর জাতির লোকেরা ধন সম্পদ লাভের জন্য প্রাণ দিতেও কুণ্ঠাবোধ করতো না। মুসা আলাইহিস সালাম বনী ইসরাঈলদের বার বার সতর্ক করেছেন ও তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে এরশাদ করেছেন-

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

"যখন আমি বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারও উপাসনা করবে না, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতীম ও দীন-দরিদ্রদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে, মানুষকে সৎ কথাবার্তা বলবে, নামাজ প্রতিষ্ঠা করবে এবং যাকাত দেবে।" *(সূরা বাকারাঃ ৮৩)*

কুরআনুল কারীমের এসব আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নামাজ ও যাকাত প্রাচীন যুগ থেকেই ফরজ হিসেবে পালনীয় ছিলো। সময়ের ব্যবধানে হুকুম আহকামে হ্রাস বৃদ্ধি ও পরিবর্তন ঘটেছে মাত্র।

যাকাত কখন ফরজ করা হয়?

যাকাত প্রবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এটি পর্যায়ক্রমে পূর্ণতা পেয়েছে। যাকাত মক্কায় ফরজ করা হয়েছিলো নাকি মদিনায় এ ব্যাপারে নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

১. মাক্কী জীবনে যাকাত

পবিত্র কুরআনের মাক্কী সূরাসমূহেও যাকাতের বিধানের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে মক্কায় যাকাত ছিল মূলত নিঃশর্ত এবং এর কোনো নির্দিষ্ট নিসাব (পরিমাণ) নির্ধারিত ছিল না। তখন মুমিনরা তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সবটুকু সম্পদই দ্বীনের কাজে ব্যয় করতেন।

যেমনঃ মাক্কী সূরা ফুসসিলাত এ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

... وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ۝ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ

"....আর দুর্ভোগ মুশরিকদের জন্য, যারা যাকাত দেয় না এবং পরকালকেও অস্বীকার করে।" *(সূরা ফুসসিলাতঃ ৬,৭)*

আবার সূরা আল-মুযযাম্মিল এ আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

"আর তোমরা সালাত কায়েম করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করো।" *(সূরা মুযযাম্মিলঃ ২০)*

২. মাদানী জীবনে যাকাত

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সঠিক মত হলো, মক্কায় যাকাতের সাধারণ নির্দেশ থাকলেও যাকাতের নিসাব ও পরিমাণ এবং ক্ষেত্রসমূহ নির্ধারণ এবং তা উসূল করার সরকারী ব্যবস্থাপনা মদীনা মুনাওয়ারাতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হিজরতের পর ধীরে ধীরে অবতীর্ণ হয়। মদিনায় যাকাত আদায়ের ব্যাপারে অত্যন্ত স্পষ্ট ও কঠোর নির্দেশ নাজিল হয়। যেমনঃ আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে বলেছেন-

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا

"আপনি তাদের সম্পদ থেকে সদকা (যাকাত) গ্রহণ করুন, যা দিয়ে আপনি তাদেরকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবেন।" *(সূরা তাওবাহঃ ১০৩)*

কুরআনুল কারীমের অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ

"এবং তোমরা সালাত কায়েম করো, যাকাত আদায় করো ও রুকূ'কারীদের সাথে রুকূ' করো।" *(সূরা বাকারাঃ ৪৩)*

ইসলামি ইতিহাসবিদদের মতে, দ্বিতীয় হিজরীতে রমাদানের রোজা ফরজ হওয়ার পর এবং সাদকাতুল ফিতর ওয়াজিব ঘোষিত হওয়ার পর যাকাতের পূর্ণাঙ্গ বিধান অবতীর্ণ হয়। মূলত হিজরতের পর মদিনাতেই যাকাত আইনগতভাবে ফরজ করা হয়েছে এবং মক্কা বিজয়ের পর থেকে রাষ্ট্রীয়ভাবে কর্মচারী নিয়োগের মাধ্যমে যাকাত আদায়ের পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থাপনা চালু হয়।

মাক্কী জীবনে সংক্ষিপ্তভাবে যাকাতের নির্দেশ আসে আর বিস্তারিতভাবে এর বিধিবিধান আসে মদিনায়। রোজা দ্বিতীয় হিজরীতে মদিনায় ফরজ হয় আর যাকাত রোজার পরে ফরজ করা হয়েছে। তাই যাকাত হিজরতের পরে তথা মদিনাতেই ফরজ করা হয়েছে।

যাকাতের তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য

সম্পদশালীদের ওপর যাকাত ফরজ হওয়া এবং তা দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টনের বিধানের মূলে অত্যন্ত গভীর কিছু তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে:

১. আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের প্রমাণ

ধন সম্পদ মানুষের নিকট অত্যন্ত প্রিয়তম জিনিস। মানুষের অন্তর যখন এই ধন-মালের প্রেমে মশগুল হয়ে যায়, তখন আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের প্রচেষ্টা ও ইবাদত-বন্দেগীর প্রতিও অমনোযোগী ও অনাগ্রহী হয়ে পড়ে। যাকাত প্রদানের মাধ্যমে মানুষ যখন তার সম্পদের একটি অংশ আল্লাহর রাস্তায় ছেড়ে দেয়, তখন তার মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে, সম্পদই শেষ কথা নয়, বরং এর প্রকৃত মালিক আল্লাহ। এই উপলব্ধি তাকে পুনরায় আল্লাহর অভিমুখী করে তোলে।

২. অন্তরের কাঠিন্য ও দুনিয়ার মোহ দূর করা

ধন সম্পদের আধিক্য মানুষের অন্তরকে কঠিন ও দুনিয়াপ্রেমী বানিয়ে দেয়। এই কারণে আল্লাহ তা'আলা যাকাত ফরজ করেছেন যেন সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ ব্যয়ের মাধ্যমে মানুষের অন্তরের এই মোহ কিছুটা হ্রাস পায় এবং হৃদয়ে কোমলতা তৈরী হয়।

৩. ইমানের পরীক্ষা

নিজের কষ্টার্জিত সম্পদ অন্যের হাতে তুলে দেওয়া মানুষের প্রবৃত্তির নিকট কিছুটা কষ্টদায়ক। মুমিন বান্দারা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এই ত্যাগ স্বীকার করে। এটি প্রমাণ করে যে বান্দা তার নিজ মর্জি ও সন্তুষ্টি কে উপেক্ষা করে আল্লাহর আদেশ ও সন্তুষ্টিকে বেশি গুরুত্ব দেয়। যা তার ইমানের পরিচায়ক।

৪. দরিদ্রদের অধিকার ও অভাব মোচন

ধনীদের সম্পদের প্রতি অভাবীদের অভাব ও প্রয়োজন পূরণের তাগিদে একটি স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা থাকে। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের অভাব মোচন ও প্রয়োজন পূরণের জন্য ধনীদের সম্পদে দরিদ্রদের হক বা অধিকার নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

৫. সম্পদের সচলতা

যাকাত দেওয়া হয় প্রয়োজনের উদ্ধৃত সম্পদ থেকে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ যদি কেবল সঞ্চিত হয়ে বেকার পড়ে থাকে, এতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কোন ফায়দা হয়না। যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা ধন সম্পদ সৃষ্টি করেছেন তা পূরণ হয়না।

যাকাতের বিধানের মাধ্যমে এই অতিরিক্ত সম্পদকে অভাবী মানুষদের প্রয়োজনে ব্যবহার উপযোগী করে এবং অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনে।

৬. সম্পদের আমানতদারিতা

মানুষ তার মেধা, শ্রম বা উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পদ অর্জন করলেও মেধা, শক্তি ও সুযোগের প্রকৃত দাতা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। মানুষের নিকট সম্পদ থাকলেও সে ওই সম্পদের প্রকৃত মালিক নয় বরং সে সম্পদের একজন আমানতদার। তাই প্রকৃত মালিকের আদেশ অনুযায়ী নির্দিষ্ট অংশ ব্যয় করা আমানতদারের নৈতিক দায়িত্ব।

৭. অর্থের আবর্তন নিশ্চিত করা

সম্পদ যেন কেবল ধনীদের হাতে কুক্ষিগত না থাকে, তা নিশ্চিত করা যাকাতের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য। এর ফলে সম্পদ শুধু ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত হয় না; বরং সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে অর্থপ্রবাহ নিশ্চিত হয় এবং সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ফলে সার্বিক অর্থব্যবস্থায় গতি সঞ্চারিত হয়।

যাকাতের গুরুত্ব

যাকাত কেবল একটি ধর্মীয় বিধান নয়; বরং এটি একটি শক্তিশালী অর্থব্যবস্থা গঠনের মূল চাবিকাঠি। যাকাত সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। ইসলামের এই সুমহান বিধানের বহুমুখী গুরুত্ব নিচে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলোঃ-

- যাকাত গরীব ও নিঃস্ব মানুষদের প্রয়োজন পূরণ করে। এর মাধ্যমে তাদের আর্থিক দুরবস্থা দূর হয় এবং সার্বিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হয়।
- যাকাত আদায়ের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে দানশীলতামূলক কাজের অভ্যাস গড়ে তোলে, আতিথেয়তা বৃদ্ধি করে।
- যাকাত ধনী গরীবের মধ্যে ভালোবাসার সেতু বন্ধনকে সুদৃঢ় ও মজবুত করে।
- যাকাত দেয়ার মাধ্যমে দাতার মনে ত্যাগ, উদারতা ও পরোপকারের মতো মানবিক গুণাবলী জাগ্রত হয় এবং তাকে সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত রাখে।
- যাকাত ধনী মানুষের ব্যক্তিত্বের সমৃদ্ধি ও তার অন্তর্নিহিত সত্ত্বার বিকাশ ঘটায়।
- যাকাত একজন মুসলিমকে ত্যাগ স্বীকার, দান ও পরোপকারে অভ্যস্ত করে তোলে।

- যাকাত দেওয়ার দ্বারা যাকাতদাতার মধ্যে আল্লাহর নেয়ামতের শোকরো করার মনোভাব জাগ্রত হয় এবং দুনিয়ার মোহ হ্রাস করে পরকাল সম্পর্কে সতর্ক করে তোলে।
- যাকাত অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে। ফলে সমাজের অভাব ও দারিদ্র্য দূরীভূত হয়।
- যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত নিকটাত্মীয় ও প্রতিবেশীদেরকে যাকাত দিলে তাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক মজবুত হয়।
- যাকাত আদায়ের মাধ্যমে ব্যক্তির অন্তর কলুষমুক্ত হয়। প্রতিবছর যাকাত আদায় করলে মানুষের মন লোভ লালসা ও কৃপণতার ব্যাধি হতে মুক্তি লাভ করে।
- যাকাত আদায়ের ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ফলে বেকারত্ব হ্রাস পায় এবং অপরাধ প্রবণতা হ্রাস পেয়ে সমাজে শান্তি বজায় থাকে।

যাকাতের ফজিলত

কুরআন ও সুন্নাহ-এ যাকাতের অনেক ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। অর্থসংশ্লিষ্ট এই ইবাদতটি ধনবান ব্যক্তিদের আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের একটি সুবর্ণ সুযোগ। পাশাপাশি এই ইবাদতের মধ্যে নিহিত রয়েছে অনেক ফজিলত ও উপকারিতা। তন্মধ্যে কতিপয় ফজিলত নিম্নে বর্ণনা করা হলোঃ-

১. ফরজ আমলগুলোর মধ্যে সালাতের পরই যাকাতের স্থান। পবিত্র কুরআনে সালাতের পর সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয়েছে যাকাতের কথা। কুরআনের অন্তত ২৫ টি স্থানে সালাতের সাথে যাকাতের উল্লেখ করা হয়েছে। যেমনঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

"আর তোমরা সালাত কায়েম করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করো।" *(সূরা মুযযাম্মিলঃ ২০)*

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ

"এবং তোমরা সালাত কায়েম করো, যাকাত আদায় করো ও রুকূ'কারীদের সাথে রুকূ' করো।" *(সূরা বাকারাঃ ৪৩)*

এরকম বহু আয়াতে সালাত ও যাকাত পাশাপাশি উল্লেখের ফলে যাকাতের ফজিলত, গুরুত্ব ও মর্যাদা সহজেই উপলব্ধি হয়।

হাদীসেও সালাতের পর যাকাতকে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমনঃ আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَان

"ইসলামের স্তম্ভ হচ্ছে পাঁচটি। ১. আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলার রাসুল- এ কথার সাক্ষ্য দেয়া; ২. সালাত প্রতিষ্ঠা করা; ৩. যাকাত আদায় করা; ৪. হজ্ব সম্পাদন করা এবং ৫. রমাদানের সিয়াম পালন করা।" *(সহীহ বুখারীঃ ৮, সহীহ মুসলিমঃ ২১, তিরমিজীঃ ২৬০৯)*

২. যাকাত হলো তাকওয়ার অন্যতম আলামত আর জান্নাতে প্রবেশ করার একটি উপায়। যাকাত প্রদান করা মুত্তাকী তথা সৎকর্মশীলদের বৈশিষ্ট্য। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন-

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّ عُيُوْنٍ ۝ اٰخِذِيْنَ مَآ اٰتٰىهُمْ رَبُّهُمْ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ ۝ كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ۝ وَ بِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ۝ وَ فِيْۤ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَ الْمَحْرُوْمِ ۝

"নিশ্চয়ই মুত্তাকীরা থাকবে জান্নাতসমূহে ও ঝর্ণাধারায়। তাদের পালনকর্তা যা দেবেন, তারা তা সানন্দে গ্রহণ করবে; কারণ ইতিপূর্বে তারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ। তারা রাতের সামান্য অংশেই নিদ্রা যেতো এবং শেষ রাতে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতো। আর তাদের ধন-সম্পদে সাহায্যপ্রার্থী ও বঞ্চিতদের অধিকার ছিল।" *(সূরা আয-যারিয়াতঃ ১৫-১৯)*

اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ هُمْ رٰكِعُوْنَ ۝ وَ مَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ ۝

"তোমাদের প্রকৃত বন্ধু তো আল্লাহ, তাঁর রাসুল আর ইমানদার লোকেরা- যারা নামাজ কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহর সামনে মাথা নত করে। আর যারা আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও ইমানদারদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে, তারা আল্লাহর দল বলে বিবেচিত হবে এবং আল্লাহর দলই নিশ্চিতভাবে বিজয়ী হবে।" *(সূরা মায়েদাঃ ৫৫-৫৬)*

৯. যাকাত আদায়কারী আল্লাহ তা'আলার নিকট সিদ্দীক ও শহীদ হিসেবে গৃহীত হবে। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, আমর ইবন মুররাহ আল-জুহানী রাদিআল্লাহু আনহু বলেন,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، وَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَأَدَّيْتُ الزَّكَاةَ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ وَقُمْتُهُ، فَمِمَّنْ أَنَا؟ قَالَ: مِنَ الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

"এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল, যদি আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো (সত্যিকার) ইলাহ নেই এবং আপনি আল্লাহর রাসুল, আর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পড়ি, যাকাত প্রদান করি এবং রমাদানের সিয়াম ও কিয়াম পালন করি, তাহলে আমি কোন ব্যক্তি বলে আপনি মনে করেন? তিনি বললেন, "তুমি সিদ্দীক ও শহীদদের অন্তর্ভুক্ত।" *(সহীহ ইবনে হিব্বানঃ ৩৪৩৮)*

১০. যাকাত হলো ইমানের স্বাদ গ্রহণের অন্যতম উপায়। কেননা যাকাত প্রদানের মাধ্যমে অস্বচ্ছল ব্যক্তি স্বচ্ছল হয় এবং ক্ষুধার্ত ব্যক্তি খাদ্য পায়। আবদুল্লাহ ইবন মু'আওয়িয়াহ আল-গাদিরী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الْإِيمَانِ: مَنْ عَبَدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ، رَافِدَةً عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ، وَلَا يُعْطِي الْهَرِمَةَ، وَلَا الدَّرِنَةَ، وَلَا الْمَرِيضَةَ، وَلَا الشَّرَطَ اللَّئِيمَةَ، وَلَكِنْ مِنْ وَسَطِ أَمْوَالِكُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَسْأَلْكُمْ خَيْرَهُ، وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ بِشَرِّهِ.

"যে ব্যক্তি তিনটি কাজ করেছে, সে ইমানের স্বাদ পেয়েছে। যথাঃ ১. যে এক আল্লাহর ইবাদত করে। ২. এ বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো (সত্যিকার) ইলাহ নেই। ৩. যে স্বতঃস্ফূর্ত মনে নিঃসঙ্কোচে প্রতি বছর তার মালের যাকাত দেয়। বৃদ্ধ বয়সের রোগগ্রস্ত, ত্রুটিপূর্ণ ও নিকৃষ্ট মাল যাকাত দেয় না; বরং মধ্যম মানের যাকাত দিয়ে থাকে। কেননা আল্লাহ তোমাদের উৎকৃষ্ট সম্পদ চান না এবং তোমাদের নিকৃষ্ট দেওয়ারও নির্দেশ করেন না।" *(আবু দাউদঃ ১৫৮২)*

১১. যাকাত মানুষকে কবরে রক্ষা করবে। একটি দীর্ঘ হাদীসে বলা হয়েছে যে, "একজন মুমিনকে যখন কবরে রাখা হয় তখন তার আমলগুলো চতুর্দিকে অবস্থান নেয়; তার মাথার কাছে সালাত, ডান পাশে সিয়াম, বাম পাশে যাকাত ও পায়ের দিকে অবস্থান নেয় নফল আমলগুলো। অতঃপর এগুলো বর্ম হিসেবে ভূমিকা পালন করে তাকে কবরের আযাব হতে রক্ষা করে।"

আল্লাহ তা'আলা যাকাত আদায়কারীদের ভুলত্রুটি ও পাপমোচন করবেন এবং তাদেরকে জান্নাত দান করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا ۖ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ۖ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

“আল্লাহ তা'আলা বনি ইসরাঈলের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন এবং আমি তাদের মধ্য থেকে বারোজন নকীব নিয়োগ করেছিলাম। আল্লাহ তাদের বলেছিলেন, আমি তোমাদের সাথে আছি। যদি তোমরা সালাত কায়েম করো, যাকাত প্রদান করো, আমার রাসুলদের প্রতি ইমান রাখো, তাঁদের সাহায্য করো এবং আল্লাহকে উত্তম পন্থায় ঋণ দিতে থাকো; তাহলে অবশ্যই তোমাদের পাপসমূহ মুছে দেবো এবং অবশ্যই অবশ্যই তোমাদের দাখিল করোব জান্নাতসমূহে, যেগুলোর নিচ দিয়ে বহমান থাকবে নহর।” *(সূরা মায়িদাঃ ১২)*

এছাড়াও, বিশুদ্ধ ইমানের অধিকারী ব্যক্তিগণ যাকাত প্রদানের ফলে অন্তরে প্রফুল্লতা অনুভব করে। কেননা এর দ্বারা সে তার রবকে সন্তুষ্ট করে থাকে, অসহায়দের পাশে দাঁড়ানোর মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখে।

যাকাত আদায় না করার পরকালীন শাস্তি

যাকাত না দেওয়ার শাস্তি অনেক ভয়ঙ্করো। সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও যে যাকাত আদায় করেনা, সে আল্লাহর কাছে মহাপাপী। এ ধরণের লোক দুনিয়াতে নানান দুঃখ দুর্দশায় নিপতিত হবে। জাকাত অনাদায়কারীর জন্য পরকালে রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি এবং চরম লজ্জা। যেমনঃ আল্লাহ তা’আলা কুরআনুল কারীমে বলেছেন-

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُم ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“কৃপণরা যেন এ কথা না ভাবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন, এটা তাদের জন্য মঙ্গলজনক; বরং তা তাদের জন্য অকল্যাণকরো। তারা কৃপণতা করে যা দান করবে না, কেয়ামতের দিন তা তাদের গলায় বেড়ি বানিয়ে পরানো হবে। আসমান ও জমিনের স্বত্বাধিকার একমাত্র আল্লাহরই। তোমরা যা করো আল্লাহ তা বিশেষভাবে অবগত।” *(সূরা আলে ইমরানঃ ১৮০)*

যাকাত আদায় না করে যারা সম্পদ পুঞ্জীভূত করে রাখবে, কিয়ামতের দিন ঐ সম্পদ জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে। অতঃপর তা দ্বারা মালিকের শরীরে সেঁক দেয়া হবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ۝

আর যারা স্বর্ণ-রূপা কুক্ষিগত করে রাখে এবং তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, তাদের আপনি কঠিন শাস্তির সুসংবাদ দিন। যেদিন (যাকাত অনাদায়ী) স্বর্ণ-রূপা জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে অতঃপর তা দ্বারা তাদের কপালে, তাদের পাঁজরে ও তাদের পিঠে সেঁক দেওয়া হবে। (আর বলা হবে) 'এটা সেই সম্পদ, যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করে রেখেছিলে। সুতরাং যা জমা করেছিলে, তার স্বাদ উপভোগ করো।" *(সূরা তাওবাঃ ৩৪-৩৫)*

যাকাত আদায় না করা মুশরিকদের একটি বৈশিষ্ট্য। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে যে,

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ۝ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۝

"আর মুশরিকদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ, যারা যাকাত দেয় না এবং পরকালকে অস্বীকার করে।" *(সূরা ফুসসিলাতঃ ৬-৭)*

একজন মুসলিমের বৈশিষ্ট্য কখনোই মুশরিকদের মতো হওয়া উচিত নয়। কিন্তু যাকাত আদায় না করলে এক্ষেত্রে মুসলিমের বৈশিষ্ট্য মুশরিকদের মতোই হয়ে যায়।

যাকাত না দেওয়ার শাস্তির বিষয়ে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। যেমনঃ এক হাদিসে এসেছে, হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

يَكُوْنُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يَطْلُبُهُ حَتَّى يُلْقِمَهُ أَصَابِعَهُ

"কেয়ামতের দিন তোমাদের ধনসম্পদ বিষধর সাপের রূপ ধারণ করবে। মালিক তার থেকে পালিয়ে থাকবে, আর সে মালিককে খুঁজতে থাকবে। পরিশেষে সে মালিককে পেয়ে যাবে (অতঃপর মালিক নিজের জান বাঁচানোর জন্য) নিজের আঙ্গুলগুলো সাপের মুখে পুরে দেবে।" *(সহীহ বুখারীঃ ৬৯৫৮; মুসনাদে আহমাদঃ ১০৮৫৫)*

হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ - يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ - يَقُولُ : أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ . ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

"যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা ধনসম্পদ দান করেছেন, অথচ সে ওই ধনসম্পদের যাকাত আদায় করেনি, সে ধনসম্পদকে কেয়ামতের দিন টেকোমাথা সাপে পরিণত করা হবে। এ সাপের দু' চোখের উপর দু'টি কালো দাগ থাকবে (অর্থাৎ বিষাক্ত সাপ)। এরপর ওই সাপ গলার মালা হয়ে ব্যক্তির দু'চোয়াল আঁকড়ে ধরে বলবে, আমিই তোমার সম্পদ, আমি তোমার সংরক্ষিত ধনসম্পদ।" *(সহীহ বুখারীঃ ১৪০৩; মুসনাদে আহমাদঃ ৮৬৬১; সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকিঃ ১৩১১৩)*

যাকাত আদায় না করার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে আবু হুরায়রাহ রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَتُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَالْإِبِلُ؟ قَالَ: وَلَا صَاحِبُ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، أَوْفَرَ مَا كَانَتْ، لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا وَاحِدًا، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا, فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ

"সোনা-রুপার অধিকারী যেসব লোক এ হক (যাকাত) আদায় করে না, কিয়ামতের দিন তার ঐ সোনা-রুপা দিয়ে তার জন্য আগুনের অনেক পাত তৈরি করা হবে, অতঃপর তা জাহান্নামের আগুনে গরম করা হবে। অতঃপর তা দিয়ে কপাল, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেওয়া হবে। যখনই ঠান্ডা হয়ে আসবে পুনরায় তা উত্তপ্ত করা হবে। এরূপ করা হবে এমন একদিন যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। আর তার এরূপ শাস্তি লোকদের বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে। অতঃপর তাদের কেউ পথ ধরবে জান্নাতের দিকে আর কেউ জাহান্নামের দিকে।" জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসুল, উটের (মালিকের) কী অবস্থা হবে? তিনি বললেন, "যে উটের মালিক তার উটের হক (যাকাত) আদায় করবে না, তার উটের হকগুলোর মধ্যে পানি পানের তারিখে তার দুধ দোহন করে অন্যদেরকে দান করাও একটি হক, যখন কিয়ামতের দিন আসবে, তাকে এক সমতল ময়দানে উপুড় করে ফেলা হবে। অতঃপর তার উটগুলো মোটাতাজা হয়ে আসবে। এর বাচ্চাগুলোও এদের অনুসরণ করবে।

এগুলো আপন আপন খুর দ্বারা তাকে পায়ে মাড়াতে থাকবে এবং মুখ দ্বারা কামড়াতে থাকবে। এভাবে যখন একটি পশু তাকে অতিক্রম করবে অপরটি অগ্রসর হবে। সারাদিন তাকে এরূপ শাস্তি দেওয়া হবে। এ দিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। অতঃপর বান্দাদের বিচার শেষ হবে। তাদের কেউ জান্নাতের দিকে আর কেউ জাহান্নামের দিকে পথ ধরবে।" *(সহীহ মুসলিমঃ ২১৮০)*

পশুর যাকাত আদায় না করার শাস্তির কথা উল্লেখ করে হযরত আবু যর রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا أُتِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا يَكُونُ وَأَسْمَنَهُ تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا كُلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ

"যে ব্যক্তির উট, গরু ও ছাগল থাকবে, আর সে এসবের হক (যাকাত) আদায় করবে না কেয়ামতের দিন এসব জন্তু খুব তরতাজা মোটাসোটা করে আনা হবে এবং তারা তাদের পা দিয়ে তাকে পিষবে। তাদের শিং দিয়ে গুতোবে। শেষদলটি পিষে চলে যাওয়ার পর আবার প্রথম দলটি আসবে। (শাস্তির এ ধারা) হিসাবনিকাশ শেষ হওয়া পর্যন্ত (চলতে থাকবে)।" *(সহীহ বুখারীঃ ১৪৬০; সহীহ মুসলিমঃ ৯৯০; তিরমিজীঃ ৬১৭; নাসা'ঈঃ ২৪৪০; মুসনাদে আহমাদঃ ২১৪৯১)*

দুনিয়ার সামান্য ধনসম্পদের মোহে পড়ে পরকালীন শাস্তির এসব ভয়াবহ শাস্তি ভোগ করা বড়ই নির্বুদ্ধিতা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সব মুসলমানকে যাকাত আদায় না করার ভয়াবহ শাস্তি থেকে হেফাজত করুন এবং সঠিক খাতে যাকাত আদায় করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

যাকাত আদায় না করার পার্থিব শাস্তি

যাকাত আদায় না করলে পরকালীন ভয়াবহ শাস্তি তো অনিবার্য। তবে দুনিয়াতেও বৈষয়িক অনেক বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। পারিবারিক, সামাজিক এবং প্রাকৃতিক সাজাও যাকাত অনাদায়কারীর জন্য নির্ধারিত। নিচে কিছু তুলে ধরা হলোঃ-

১. পারিবারিক ক্ষতি

যে যাকাত আদায় করে না, তার সংসারে সবসময় অভাব-অনটন, ঝগড়াঝাটি, বিপদাপদ লেগেই থাকে। নানা ধরনের বালা-মসিবতে নিপতিত হয়, সংসারের বরকত

চলে যায়। যাকাত আদায় না করা কৃপণতার লক্ষণ এবং এ সম্পদে গরিবের হক থাকায় সে সম্পদ অপবিত্র থাকে, গরিবের হক খাওয়া মানে জুলুম করা, গরিবের হক আদায় না করার কারণে কঠিন সাজা ভোগ করতে হবে পরকালে। যাকাত আদায় না করার কারণে সম্পদের মালিক কোনো কোনো সময় মারাত্মক দুর্ঘটনার সম্মুখীন হন কিংবা ব্যবসায় বড়সড় ধস নেমে বহু টাকা খোয়াতে হয়।

২. সামাজিক ক্ষতি

যাকাত প্রদান না করলে সমাজে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য প্রকট হয়, যা অভাবী মানুষের মনে ক্ষোভ সৃষ্টি করে এবং সামাজিক শান্তি ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে শিথিল করে দেয়। যাকাত আদায় না করা একজন ব্যক্তিকে সামাজিকভাবে কৃপণ ও স্বার্থপর হিসেবে চিহ্নিত করে, যা তার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে। এর ফলে সমাজের মানুষের নিকট তার গ্রহণযোগ্যতা হ্রাস পায় এবং পারস্পরিক হৃদ্যতা ও আত্মীয়তার সম্পর্কে ফাটল ধরে।

৩. দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্রের প্রকোপ

দুর্ভিক্ষ এবং দারিদ্র্যতার কারণগুলোর মধ্যে একটি হলো, যাকাত আদায় না করা। যারা যাকাত আদায় করে না এবং বিভিন্ন নাফরমানি ও পাপাচারে লিপ্ত, তাদের মাঝে দুর্ভিক্ষসহ এমন বালা-মসিবত নেমে আসে, তা থেকে মুক্তির কোনো উপায় নেই।

আবদুল্লাহ ইবন বুরাইদাহ রাদিআল্লাহু আনহু তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إِلَّا ابْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِالسِّنِينَ

“যেসব লোকেরা যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, আল্লাহ অবশ্যই তাদের দুর্ভিক্ষ দ্বারা আক্রান্ত করেছেন।” *(আল-মু'জামুল আওসাতঃ ৪৫৭৭)*

৪. অব্যাহত বালা-মসিবত ও দুর্যোগ

যাকাত আদায় না করাকে হাদীসে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও আসমানী দুর্যোগের মূল কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তসবির সুতা ছিঁড়ে গেলে দানাগুলো যেমন একের পর এক পড়তে থাকে, যাকাত অনাদায়কারীর ওপরও তেমনি ধারাবাহিকভাবে বালা-মসিবত আসতে থাকে। যখন কোনো সমাজে যাকাত দেওয়াকে ‘জরিমানা’ বা ‘ট্যাক্স’ মনে করা হয়, তখন সেখানে ঝড়-তুফান, ভূমিকম্প, ভূমিধস, মহামারি এবং অকাল মৃত্যুর মতো কঠিন বিপর্যয় দেখা দেয় এবং শত্রু জাতির আধিপত্য বেড়ে যায়, যা সামগ্রিক জনজীবনকে নিরাপত্তাহীন ও অস্থির করে তোলে।

৫. অনাবৃষ্টি ও খরা

বৃষ্টি মহান আল্লাহর এক বিশেষ অনুগ্রহ, যা যাকাত অনাদায়ের কারণে বন্ধ হয়ে যায়। যাকাত আদায় না করলে খরা, অনাবৃষ্টি দেখা দেয়। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, কোনো জাতি যখন যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায়, আল্লাহ তাদের ওপর অনাবৃষ্টি ও খরা চাপিয়ে দেন।

مَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ، إِلَّا حَبَسَ اللَّهُ عَنْهُمُ الْقَطْرَ

"কোনো জাতি যখনই যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে, তখনই আল্লাহ তাদের থেকে বৃষ্টি বন্ধ করে দিয়েছেন।" *(আল-মুসতাদরাক লিল হাকিমঃ ২৫৭৭)*

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও সতর্ক করেছেন যে, "যদি পৃথিবীতে চতুষ্পদ জন্তু বা অবলা প্রাণী না থাকতো, তবে যাকাত অনাদায়ীদের ওপর আল্লাহ কখনোই বৃষ্টি বর্ষণ করতেন না।" *(সুনানে বায়হাকী)*

৬. সম্পদ বিনষ্ট হওয়া

যাকাত আদায় না করলে পার্থিব সম্পদ তার নিরাপত্তা ও বরকত হারিয়ে ফেলে, যার ফলে তা বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা আকস্মিক দুর্ঘটনায় নদীগর্ভে বিলীন বা ধ্বংস হয়ে যায়। জলে-স্থলে যাকাত পরিশোধ না করার কারণেই সম্পদ নানাবিধ ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

হযরত উমার রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

مَا تَلَفَ مَالٌ فِي بَرٍّ وَلَا بَحْرٍ إِلَّا بِحَبْسِ الزَّكَاةِ

"স্থলভাগে বা সমুদ্রে ধন-সম্পদ যেখানেই বিনষ্ট হোক না কেন, তা যাকাত আটকিয়ে রাখার কারণেই বিনষ্ট হয়ে থাকে।" *(সুনানে বায়হাকীঃ ৭৪২৭; আল মু'জামুল আওসাতঃ ৬৪১২)*

৭. সম্পদে বরকতহীনতা

যাকাত আদায় না করার অন্যতম বড় প্রভাব হলো উপার্জিত সম্পদ থেকে বরকত চলে যাওয়া। বিপুল অর্থবিত্ত থাকা সত্ত্বেও যাকাত অনাদায়কারী তার সম্পদের সুফল ভোগ করতে পারেনা। যখন কোনো ব্যক্তি তার সম্পদের সঠিক যাকাত প্রদান করে না, তখন সেই অর্থ বিভিন্ন অনাকাঙ্ক্ষিত খাতে ব্যয় হতে শুরু করে। বরকতহীনতার প্রধান আলামত হলো, অর্থ উপার্জিত হলেও তা মানুষের শান্তি বা কল্যাণে না এসে বরং নতুন কোনো বিপদ বা সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

ما خالطت الزكاة مالا قط إلا أهلكته

"যাকাত (এর হক) যখনই কোনো সম্পদের সাথে মিশেছে, তখনই তা সেই সম্পদকে ধ্বংস করে দিয়েছে।" *(সুনানে বায়হাকীঃ ৭৩৪৭; মিশকাতুল মাসাবীহঃ ১৮৮৩)*

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে, যাকাত ফাঁকি দিলে সম্পদ বাড়ার বদলে অভাব-অনটন, অশান্তি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের পথ প্রশস্ত হয়। তাই সম্পদের প্রকৃত কল্যাণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী যাকাত আদায় করা অপরিহার্য।

যাকাত আদায়ের শর্ত

যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য কিছু শর্ত আছে। এগুলোর মধ্যে কিছু শর্ত আছে ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত, আর কিছু শর্ত আছে সম্পদের সাথে সম্পর্কিত। নিচে শর্তসমূহ উল্লেখ করা হলোঃ-

১. মুসলিম হওয়া : যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য প্রথম শর্ত হলো, মুসলিম হওয়া। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবী মু'আয ইবনে জাবাল রাদিআল্লাহু আনহু-কে ইয়েমেনে প্রেরণের সময় দাওয়াতি কার্যক্রমে ধারাবাহিকতা রক্ষার যে নির্দেশনা দিয়েছিলেন, তাতে অমুসলিমদের প্রথমে ইমানের দাওয়াত পেশ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ইমান আনার পর তাদেরকে ধারাবাহিকভাবে সালাত ও যাকাতসহ অন্যান্য ইবাদত পালনের আহ্বান জানানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাছাড়া যাকাত একটি ইবাদত; সুতরাং তা অমুসলিমের জন্য ফরজ হওয়ার বিষয়টি প্রাসঙ্গিক নয়।

২. প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া : হানাফি মাযহাব মতে, সালাত, সাওম যেমন কোন অপ্রাপ্তবয়স্কের উপর ফরজ নয়, তেমনি যাকাতও তাদের উপর আবশ্যক নয়। যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য বালিগ বা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া শর্ত। তবে শিশুর মালিকানাধীন জমিতে উৎপন্ন ফসলে উশর ফরজ হবে।

শাফে'ঈ, মালেকী ও হাম্বলী মাযহাব মতে, সম্পদশালী শিশুর ওপরও যাকাত ফরজ হবে। অপ্রাপ্তবয়স্কের উপর সালাত, সাওম ফরজ নয় কারণ এগুলো শারীরিক ইবাদত। সে এগুলোর জন্য এখনো প্রস্তুত হয়ে উঠেনি। কিন্তু যাকাত একটি অর্থনৈতিক দায়িত্ব; তাই এটি তার পক্ষ থেকে আদায় করতে হবে। কেননা অপ্রাপ্তবয়স্ক কেউ যদি অন্য

কারো সম্পদ হানি করে, তাহলে সম্পদ থেকে অবশ্যই ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। তাই নাবালেগের সম্পদ হতে তার ওয়ালী বা দায়িত্বপ্রাপ্ত অভিভাবক যাকাত আদায় করবেন। দলিল হিসেবে তারা উল্লেখ করেন যে, আমর ইবনে শু'আইব রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: «أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ، وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ

"কেউ যদি এতিমের সম্পদ তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পায়, সে যেন তা ফেলে না রেখে ব্যবসায় নিয়োজিত করে। যাতে যাকাত দিতে দিতে ঐ সম্পদ নিঃশেষ হয়ে না যায়। *(তিরমিজীঃ ৬৪১)*

৩. বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া : হানাফি মাযহাব মতে, যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়ার শর্ত রয়েছে। তাই পাগলের ওপর যাকাত ফরজ নয়। এর পক্ষে তারা দলিল পেশ করেন যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তিন প্রকারের মানুষের ওপর হতে তাকলিফের কলম তুলে নেওয়া হয়েছে; পাগল, যতক্ষণ না তার জ্ঞান ফিরে আসে; ঘুমন্ত ব্যক্তি, যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয় এবং শিশু, যতক্ষণ না সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়।" *(আবু দাউদঃ ৪৩৯৮; তিরমিজীঃ ১৪২৩; ইবনে মাজাহঃ ২০৪১; নাসা'ঈঃ ৩৪৩২)*

শাফে'ঈ, মালেকী ও হাম্বলী মাযহাব অনুযায়ী, পাগলের ওপর যাকাত ফরজ হবে, তার পক্ষ হতে দায়িত্বপ্রাপ্ত অভিভাবক যাকাত আদায় করবেন। তাদের দলীল হলো- মু'আয ইবনে জাবাল রাদিআল্লাহু আনহুকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়েমেন প্রেরণ করে বলেছিলেন,

أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ

"তাদেরকে জানিয়ে দিবে আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পদে যাকাত ফরজ করেছেন; যা তাদের মধ্যকার ধনীদের কাছ থেকে উসুল করা হবে এবং তাদেরই দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হবে।" *(সহীহ বুখারীঃ ১৩৯৫)*

এখানে, 'ধনী' ও 'দরিদ্র' উভয় শব্দের মধ্যেই নাবালেগ, ইয়াতিম ও পাগল সব শ্রেনীর মানুষ অন্তর্ভুক্ত।

৪. স্বাধীন ব্যক্তি হওয়া : যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য সম্পদের মালিককে অবশ্যই একজন স্বাধীন ব্যক্তি হতে হবে। ক্রীতদাসের ওপর যাকাত ফরজ নয়, কারণ তার নিজস্ব কোনো সম্পদের মালিকানা থাকে না; তার সমস্ত সম্পদের মালিক মূলত তার মনিব।

৫. নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকা : শরী'আহ নির্ধারিত ন্যূনতম যে পরিমাণ সম্পদ থাকলে যাকাত ফরজ হয় , তাকে নিসাব বলা হয়। কোন ব্যক্তির মালিকানাধীন সম্পদের পরিমাণের ভিত্তিতেই তার উপর যাকাত ফরজ হয়। ব্যক্তি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক না হলে তার জন্য যাকাত আদায় করা ফরজ নয়।

৬. সম্পদের ওপর পূর্ণ মালিকানা : যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য সম্পদের ওপর পূর্ণ মালিকানা ও পূর্ণাঙ্গ দখল থাকতে হবে এবং সম্পদ ব্যবহারের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হতে হবে। যদি সম্পদের ওপর পূর্ণ মালিকানা না থাকে, তবে সেই সম্পদের ওপর যাকাত ফরজ হবে না।

৭. সম্পদ বর্ধনশীল হওয়া : যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য সম্পদটি অবশ্যই বর্ধনশীল বা বাড়ার যোগ্য হতে হবে। যেমন: ব্যবসায়িক পণ্য, গবাদি পশু বা সোনা-রূপা ইত্যাদি। এই শর্তের মূল উদ্দেশ্য হলো দরিদ্রকে সহায়তা করা, কিন্তু ধনী ব্যক্তিকে নিঃস্ব করা নয়। কারণ সম্পদ যদি বর্ধনশীল না হয় এবং সেখান থেকে প্রতি বছর যাকাত দেওয়া হতে থাকে, তবে একসময় মূল পুঁজি শেষ হয়ে মালিক নিজেই দরিদ্র হয়ে পড়বে। এই কারণেই মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় ও ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিসপত্র যেমন- পরিধেয় পোশাক, ঘরের আসবাবপত্র, বসবাসের বাড়ি, বইপত্র বা ব্যক্তিগত ব্যবহারের গাড়ির ওপর যাকাত ফরজ হয় না।

৮. সম্পদ এক বছর অধিকারে থাকা : যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য একটি অন্যতম মৌলিক শর্ত হলো, নিসাব পরিমাণ সম্পদ পূর্ণ এক চান্দ্রবর্ষ মালিকানায় থাকা। কোনো সম্পদ মালিকের হাতে এক বছর পূর্ণ না হলে তার ওপর যাকাত ফরজ হয় না। এই শর্তটি মূলত নগদ অর্থ, স্বর্ণ-রূপা, ব্যবসায়িক পণ্য এবং চতুষ্পদ জন্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। হযরত আলি ইবনে আবি তালিব রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

"কোনো সম্পদে যাকাত নেই, যতক্ষণ না তার ওপর এক বছর অতিক্রান্ত হয়।" *(আবু দাউদঃ১৫৭৩; ইবনে মাজাহঃ ১৭৮৯)*

জমিতে উৎপন্ন ফসলের ক্ষেত্রে এক বছর পূর্ণ হওয়ার শর্ত নেই। ফসল ঘরে তোলার সময়ই যাকাত আদায় করতে হয়। কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

"এবং ফসল কাটার দিনেই তার হক (যাকাত) আদায় করো।" *(সূরা আন'আমঃ ১৪১)*

৯. সম্পদ মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়া :

যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য হানাফি মাযহাবের অন্যতম শর্ত হলো, সম্পদটি অবশ্যই মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত হতে হবে। মৌলিক প্রয়োজন দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন জিনিস, যা জীবনযাপনের জন্য অত্যাবশকীয় এবং বছরের বেশিরভাগ সময় ব্যবহারে আসে। আর যেগুলো কখনো ব্যবহারের সুযোগই আসেনা বা এলেও বছরে দু'একবার, তা নিত্যপ্রয়োজনের অতিরিক্ত।

তবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত যাকাতযোগ্য নয় এমন বস্তু নিসাব পরিমাণ থাকলে তার উপর যাকাত আসবে না, কিন্তু শরী'আহ অনুযায়ী তিনি ধনী ব্যক্তি বলে বিবেচিত হবেন এবং তার উপর কুরবানি ও ফিতরা ওয়াজিব হবে। অতিরিক্ত এসব আসবাবের কারণে তাকে যাকাত সদকা দেওয়া যাবে না। *(ফাতওয়া শামি ৩/২৯৬)*

যাকাতযোগ্য সম্পদ ও নিসাব

যেসকল সম্পদ দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করা হয়, যে সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং যে সম্পদ লাভজনক কাজে বিনিয়োগ করা যায় সেসব সম্পদের উপর আল্লাহ তা'আলা যাকাত ধার্য করেছেন। কিছু সম্পদ স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পায়। যেমন: গবাদি পশু, ফল-ফসল ইত্যাদি। আবার কিছু সম্পদ বৃদ্ধি পায় বিনিয়োগের মাধ্যমে। যেমন- সোনা-রূপা, বাণিজ্য পণ্য ইত্যাদি।

এরকম মোট ছয় প্রকারের সম্পদের উপর যাকাত ফরজ হয়। যেমনঃ

১. স্বর্ণ-রূপা : স্বর্ণ ও রূপার যাকাত সম্পর্কে আহলে ইলমগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন। কেউ ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন দেখতে হবে, স্বর্ণ-রূপা সাজ-সজ্জা ও সৌন্দর্য গ্রহণ করার জন্য, না সঞ্চয় করে রাখার জন্য, না ব্যবসা বা অন্য কোনো কাজের জন্য। অধিক বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, নিসাব পরিমাণ স্বর্ণ-রূপার ওপর হিজরী এক বছর পূর্ণ হলে যাকাত ওয়াজিব হবে, যে উদ্দেশ্যেই তা সংগ্রহ করা হোক না কেন। কারণ যাকাত ওয়াজিব হওয়ার দলীল সর্বপ্রকার স্বর্ণ-রূপাকে শামিল করে, চাই তা যে উদ্দেশ্যেই সংগ্রহ করা হোক না কেন।

স্বর্ণের নিসাব বিশ দিনার স্বর্ণ, যা ওজন করলে ৮৫ গ্রাম বা ৭.২৯ ভরি স্বর্ণ হয়। এবং রূপার নিসাব দুইশত দিরহাম, যা ওজন করলে ৫৯৫ গ্রাম বা ৫১.০৩ ভরি রূপা হয়। স্বর্ণ বা রূপার যাকাতের পরিমাণ মোট স্বর্ণ বা রূপার ২.৫%।

সোনা-রুপা ব্যতীত অন্যান্য ধাতব বস্তু যেমন হীরা, মুক্তা, ইয়াকুত, মোতি, মুক্তাদানা, গোমেদ-পীতবর্ণ মণিবিশেষ ইত্যাদির গয়নার ওপর যাকাত ওয়াজিব হয় না; যদিও তা অনেক মূল্যবানও হয়। তবে ব্যবসার জন্য হলে ব্যবসার পণ্য হিসেবে যাকাত আদায় করা আবশ্যক।

২. নগদ অর্থ : ব্যাংক নোট তথা ডলার, পাউন্ড, ইউরো, রিয়াল, টাকা ইত্যাদি মুদ্রা, যা নগদ অর্থ হিসেবে পরিচিত তার ওপর যাকাত প্রযোজ্য হবে। কেননা এই মুদ্রাগুলো স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার মূল্যের প্রতিনিধিত্ব করোছে। একইভাবে অর্থের অন্যান্য দলিল যেমন: চেক, বিল, বিনিয়োগ সার্টিফিকেট ও অন্যান্য কাগজপত্র যার বৈষয়িক মূল্য রয়েছে, তার ওপরও যাকাত ফরজ হবে। অতএব, নগদ অর্থ বা অর্থের অন্যান্য দলীল যদি নিসাব পরিমাণ হয়, তার ওপর হিজরী এক বছর পূর্ণ হয় তবে মোট অর্থের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ তথা ২.৫% যাকাত আদায় করতে হবে।

৩. ব্যবসায়িক পণ্য : যেসব সম্পদ বিদেশ থেকে আমদানি বা বিদেশে রপ্তানি বা স্থানীয় বাজারে ব্যবসার (লাভের) উদ্দেশ্যে ক্রয়-বিক্রয় করা হয় তাকে ব্যবসায়িক পণ্য বলে। ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত সব ধরণের সম্পদই ব্যবসায়িক সম্পদ হতে পারে। যেমন জায়গা-জমি, ঘর-বাড়ি, খাদ্যদ্রব্য, কৃষিপণ্য, চতুষ্পদ প্রাণী, যন্ত্রপাতি, গাড়ি ইত্যাদি। এসব সম্পদ একক মালিকানাধীন হতে পারে বা একাধিক মালিকানাভুক্তও হতে পারে।

৪. গৃহপালিত পশু : উট, গরু-মহিষ ও ছাগল-ভেড়া-দুম্বার ওপর যাকাত ফরজ। তবে এর জন্য পশুগুলো সায়েমা হতে হবে তথা সারাবছর মাঠে প্রাকৃতিকভাবে ঘাস খেয়ে বেঁচে থাকতে হবে , বংশবৃদ্ধি বা দুধ-মাংসের জন্য লালিত হতে হবে।

গৃহপালিত পাখি, মুরগি, ঘোড়া, গাধা, খরগোশ ও অন্যান্য প্রাণীতে যাকাত নেই, তার সংখ্যা যত বেশি হোক। ঘোড়া, খচ্চর ও গাধার প্রসঙ্গে মতভেদ আছে। তবে এসবের মধ্যে কোনো প্রাণী ব্যবসার জন্য নির্ধারিত হলে ব্যবসার পণ্য হিসেবে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে। উটের নিসাব ৫টি, গরু-মহিষের নিসাব ৩০টি, ছাগল-ভেড়া-দুম্বার নিসাব ৪০টি। পশুর যাকাত পশু দ্বারাই আদায় করা উত্তম। তবে মূল্য দিয়েও যাকাত দেওয়া বৈধ।

৫. ফল ও ফসল : হাদীসে গম, যব, খেজুর ও কিশমিশের নাম উল্লেখ করে যাকাত নির্ধারণ করা হয়েছে। এ চার প্রকার ব্যতীত যেসব ফল ও ফসল খাদ্যদ্রব্য সঞ্চয় করার উপযুক্ত এবং ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করা যায়; যেমনঃ ভুট্টা, ধান-চাল ও অন্যান্য খাদ্যশস্য, তাতেও যাকাত ওয়াজিব হবে। তবে শাকসবজি ও পচনশীল শস্যের ওপর যাকাত নেই। ফল ও ফসলের যাকাতকে উশর বলা হয়। ফসল সংগ্রহের দিন প্রাকৃতিক রিসোর্স ব্যবহার করা হলে এক-দশমাংশ এবং সেচ বা কৃত্রিম পদ্ধতি ব্যবহার করা হলে তার অর্ধেক যাকাত আদায় করতে হয়। ফল ও ফসলের নিসাব ৫ ওয়াসাক বা ২৫ মণ (মতান্তরে ১৭ মণ)।

৬. প্রোথিত ও খনিজ সম্পদ: ভূমিতে প্রোথিত সকল সম্পদকেই রিকায বলে, চাই তা প্রাকৃতিক বা লুকায়িত হোক না কেন। পূর্বের যুগের লোকেরা মাটির নিচে মূল্যবান সম্পদ পুঁতে রাখতো। কালের আবর্তে কোন প্রয়োজনে কেউ মাটি খুঁড়ার সময় বা চাষ করার সময় সেগুলো বেরিয়ে আসতো। ফকীহগণের ঐকমত্যে ভূমিতে প্রোথিত সম্পদের এক পঞ্চমাংশ যাকাত আদায় করা ওয়াজিব এবং এতে নিসাব ও বছর অতিক্রান্ত হওয়ার কোন শর্ত নেই, বরং প্রাপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই এর উপর যাকাত আবশ্যক হবে।

আবার, আল্লাহ তা'আলা ভূগর্ভে যে সকল প্রাকৃতিক সম্পদ লুকায়িত রেখেছেন সেগুলোকে মা'দিন বা খনিজ সম্পদ বলে। যেমনঃ স্বর্ণ, রৌপ্য, লোহা, সীসা, তামা প্রভৃতি। ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মতে, সকল প্রকার খনিজ সম্পদের উপর যাকাত আদায় করা আবশ্যক। ইমাম শাফে'ঈ রহ. ও ইমাম মালিক রহ. এর মতে, খনিজ সম্পদের মধ্যে শুধু স্বর্ণ ও রৌপ্যের উপর যাকাত ওয়াজিব।

ইমাম আবু হানীফা রহ. ও তাঁর অনুসারীগণের মতে, খনিজ সম্পদে নির্ধারিত পরিমাণ কোন নিসাব নেই এবং প্রাপ্ত সম্পদের এক পঞ্চমাংশ যাকাত প্রদান করা আবশ্যক। কিন্তু ইমাম শাফে'ঈ রহ., ইমাম মালিক রহ., ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. ও তাঁদের অনুসারীগণের মতে, খনিজ সম্পদে নিসাব নির্ধারিত রয়েছে আর প্রাপ্ত জিনিসের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত আদায় করা ওয়াজিব হবে। তবে এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার শর্ত থাকবে না।

আধুনিক যুগে সাধারণত খনিজ সম্পদের মালিকানা একক কোনো ব্যক্তির থাকে না, বরং রাষ্ট্র এর মালিক হয়। রাষ্ট্র যদি এর মালিক হয়, তবে সাধারণ জনগণের ওপর এর কোনো ব্যক্তিগত যাকাত আসে না।

স্বর্ণ-রূপার যাকাত

প্রাকৃতিক সম্পদগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি সম্পদ হলো স্বর্ণ ও রূপা। যাকাতের নিসাব আলোচনায় ফিক্বহের গ্রন্থগুলোতে স্বর্ণ ও রূপার নিসাবের উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে কেননা এগুলো প্রধানতম সম্পদের অন্তর্ভুক্ত ও অর্থনীতির মেরুদণ্ড হিসেবে বিবেচিত। স্বর্ণ-রূপা যেকোন উদ্দেশ্যেই ক্রয় করা হোক অথবা নিজ আকৃতিতে বিদ্যমান থাকুক, ব্যাংক লকারে রক্ষিত কিংবা নিজ ব্যবহারে থাকুক, সর্বাবস্থায় নিজ মালিকানাধীন স্বর্ণ-রূপার যাকাত আদায় করা জরুরী। ফুকাহায়ে কেরাম লিখেছেন :

ولو تبرا او حليا مطلقا مباح الاستعمال أولا ولو للتجمل والنفقة، لأنّهما أثمانا فيزكيهما كيف كان

"স্বর্ণের টুকরা ও অলঙ্কারের সর্বাবস্থায় যাকাত ফরজ। সেটা ব্যবহার করুক অথবা না করুক। এমনকি সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য ব্যবহার করলে অথবা নিজের প্রয়োজনে খরচ করার জন্য রাখা হলেও তাতে যাকাত ফরজ। কারণ স্বর্ণ-রূপাকে সৃষ্টিগতভাবে মূল্যবান বা বিনিময়ের মাধ্যম বানানো হয়েছে। তাই সর্বাবস্থায় এগুলোর যাকাত দিতে হবে।" *(আদ্দুররুল মুখতার ৩/২২৭)*

স্বর্ণের নিসাব

স্বর্ণের নিসাবের ব্যাপারে হাদিসে স্পষ্ট দলিল রয়েছে। যেমন, আলী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ

"স্বর্ণের ক্ষেত্রে বিশ দিনারের কমে যাকাত নেই। বিশ দিনারের পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হলে অর্ধ দিনার (যাকাত) দিতে হবে। এরপর যা বাড়বে তাতে উপরোক্ত হিসাব অনুসারে যাকাত দিতে হবে।" *(আবু দাউদঃ ১৫৭৩)*

স্বর্ণের এই নিসাবের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম থেকেও দলিল রয়েছে। যেমন, আলি ইবনে আবি তালিব রাদিআল্লাহু আনহু বলেছেন,

لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ دِينَارًا شَيْءٌ، وَفِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ، وَفِي أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ فَمَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ

"বিশ দিনারের কমে কোনো যাকাত নেই। বিশ দিনারের যাকাত হলো অর্ধ দিনার। আর চল্লিশ দিনারের এক দিনার। এর অতিরিক্ত যা হবে, তা এ হিসাবে দিতে হবে।" *(মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবাহঃ ৯৮৭৩)*

অতএব, স্বর্ণের নিসাব বিশ মিশকাল তথা বিশ দিনার। ১ মিশকাল= ৪.২৫ গ্রাম। তাহলে ২০ মিশকাল= (৪.২৫ ×২০) গ্রাম = ৮৫ গ্রাম। ভরিতে হিসাব করলে দাঁড়ায়, (৮৫ গ্রাম ÷ ১১.৬৬ গ্রাম) = ৭.২৯ ভরি (যেহেতু, ১ ভরি= ১১.৬৬ গ্রাম)

সুতরাং, কারও মালিকানাধীন যদি ৮৫ গ্রাম (৭.২৯ ভরি) বা ততোধিক পরিমাণ যে কোন ক্যারেটের স্বর্ণ হিজরী এক বছর যাবৎ থাকে, তার উপর বর্তমান বাজার মূল্যের হিসাবে মোট স্বর্ণের ২.৫% যাকাত দেওয়া ওয়াজিব। এটি হলো খাঁটি স্বর্ণ বা ২৪ ক্যারেট স্বর্ণের হিসাব।

স্বর্ণের যাকাত নির্ণয় করার নিয়ম

ব্যক্তির মালিকানায় যে ক্যারেটের সোনা রয়েছে, সে ক্যারেটের প্রতি গ্রাম সোনার বাজারদর জানতে হবে। যদি একাধিক ক্যারেটের সোনা থাকে, তবে অধিক পরিমাণ সোনা থাকলে প্রত্যেক ক্যারেটের মূল্য আলাদা করে জানতে হবে; আর পরিমাণ কম হলে যে ক্যারেটের বেশি আছে তার বাজারদর জানতে হবে; অতঃপর এক গ্রাম স্বর্ণের মূল্যকে তার নিকট যে কয় গ্রাম সোনা আছে, তার সংখ্যা দিয়ে গুণ দিতে হবে। এভাবে সোনার গ্রামকে মুদ্রায় পরিণত করে মূল্যের ২.৫% যাকাত হিসেবে বের করতে হবে। এটিই সোনার যাকাত।

যেমন : কেউ ২১ ক্যারেট ১০০ গ্রাম সোনার মালিক, সে তার যাকাত বের করার জন্য প্রথমে ২১ ক্যারেট সোনার বাজার দর জানবে। যদি এক গ্রামের দাম হয় ১০,০০০ টাকা, তবে যাকাতের হিসাব নিম্নরূপ হবে : ১০০ (গ্রাম স্বর্ণ)× ১০,০০০ (টাকা, যা এক গ্রাম স্বর্ণের মূল্য)× ২.৫% (যাকাত) = ২৫,০০০ টাকা। অর্থাৎ এক গ্রাম সোনার মূল্য যদি হয় ১০,০০০ টাকা, ১০০ গ্রাম সোনার যাকাত আসবে ২৫,০০০ টাকা।

রূপার নিসাব

আবু সাঈদ আল-খুদরী রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ

"পাঁচ উকিয়ার কম পরিমাণ রৌপ্যের যাকাত নেই।" (*সহীহ বুখারী : ১৪৫৯)*

হযরত আলি ইবনে আবি তালিব রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ: مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ

“তোমরা প্রতি ৪০ দিরহামে ১ দিরহাম যাকাত আদায় করবে। ২০০ দিরহাম পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের ওপর কিছুই ফরজ নয়। ২০০ দিরহাম পূর্ণ হলে এর যাকাত হবে ৫ দিরহাম এবং এর অতিরিক্ত হলে তার যাকাত উল্লিখিত হিসাব অনুযায়ী প্রদান করতে হবে।” *(সুনানে আবু দাউদঃ ১৫৭২)*

অতএব, রূপার যাকাতের নিসাব হলো, ৫ উকিয়া। ১ উকিয়া= ৪০ দিরহাম। আর ৫ উকিয়া হলো (৪০ × ৫) দিরহাম = ২০০ দিরহাম। ১ দিরহাম= ২.৯৭৫ গ্রাম। তাহলে ২০০ দিরহাম= (২০০× ২.৯৭৫) গ্রাম= ৫৯৫ গ্রাম। ভরিতে হিসাব করলে দাঁড়ায়, (৫৯৫ গ্রাম ÷ ১১.৬৬ গ্রাম) = ৫১.০৩ ভরি (যেহেতু ১ ভরি= ১১.৬৬ গ্রাম)

এটি হলো খাঁটি রূপার হিসাব। সুতরাং ৫৯৫ গ্রাম (৫১.০৩ ভরি) বা ততোধিক খাঁটি রূপা যদি কারো মালিকানাধীন এক চান্দ্রবছর থাকে, তাহলে তার উপর বর্তমান বাজার মূল্যের হিসাবে মোট রূপার ২.৫% যাকাত দেওয়া ওয়াজিব।

রুপার যাকাত নির্ণয় করার নিয়ম

যে ক্যারেট রুপা তার কাছে রয়েছে, প্রথম তার বাজারদর জানতে হবে। আর যদি একাধিক ক্যারেটের রুপা থাকে, তবে যে ক্যারেট বেশি রয়েছে তার বাজারদর জানতে হবে। অতঃপর যত গ্রাম রুপা তার মালিকানায় রয়েছে, তার সংখ্যা দিয়ে এক গ্রাম রুপার বাজারদরকে গুণ দিতে হবে। আর তার ২.৫% হবে সে রুপার যাকাত।

যেমন : কেউ ৬০০ গ্রাম ৮০ ক্যারেট রুপার মালিক। সে যখন তার যাকাত বের করার ইচ্ছা করবে, তখন প্রথমে এক গ্রাম ৮০ ক্যারেট রুপার বাজারদর জানবে। ধরা যাক, এক গ্রাম রুপার মূল্য ১০০ টাকা। তাহলে নিম্নের নিয়মে যাকাত বের করতে হবে : ৬০০ (গ্রাম রুপা) × ১০০ (টাকা, যা এক গ্রাম রুপার মূল্য) × ২.৫% = ১৫০০ টাকা। অর্থাৎ এক গ্রাম রুপার মূল্য যদি হয় ১০০ টাকা, ৬০০ গ্রাম রুপার যাকাত আসবে ১৫০০ টাকা।

অলংকারের যাকাত

স্বর্ণ-রূপাকে নারীদের পরিধানের উপযোগী করে কারুকার্য করে বানানো হলে তা হয় অলংকার। আংটি, নেকলেস, বালা, দুল, নাকফুল, নূপুরসহ যে আকৃতিতেই তা রূপান্তরিত হোক; স্বর্ণ-রূপা দিয়ে বানানো হলে তার বিধান স্বর্ণ-রূপার যাকাতের বিধানের মতোই। স্বর্ণ-রূপা অলংকারে রূপান্তরিত হলে তা যাকাতের অযোগ্য জরুরী আসবাবের অন্তর্ভুক্ত হয় না; বরং তাতেও যাকাত ফরজ হয়। এ বিধানটি সরাসরি হাদিস দ্বারাও প্রমাণিত। নিম্নে কতিপয় দলীল উল্লেখ করা হলোঃ আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ ইবনে হাদ রহ. বলেন-

دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَرَأَى فِي يَدَيَّ فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ، فَقَالَ : مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟ فَقُلْتُ : صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ : أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ؟ قُلْتُ : لَا أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ، قَالَ : هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ

“আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হযরত আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহার ঘরে গেলাম। তখন তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার ঘরে এসে আমার হাতে রূপার কয়েকটি আংটি দেখতে পান। দেখে বলেন, আয়েশা, এটা কী? আমি বললাম, ‘আপনার জন্য সাজগোজ করার জন্য আমি এটা বানিয়েছি ইয়া রাসুলাল্লাহ!’ তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তুমি কি এগুলোর যাকাত আদায় করো?’ আমি বললাম, না বা এ-জাতীয় কোনো উত্তর দিয়েছি। প্রত্যুত্তরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এটা তোমার জাহান্নামের জন্য যথেষ্ট।” *(আবু দাউদঃ ১৫৬০)*

এ প্রেক্ষিতে অন্য একটি হাদীস রয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন,

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبِنْتٌ لَهَا، فِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسْكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ : أَتُؤَدِّينَ زَكَاةَ هَذَا؟ قَالَتْ : لَا، قَالَ : أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟ قَالَ : فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ : هُمَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم

“ইয়েমেনের এক মহিলা তার মেয়েকে নিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আসে। মেয়ের হাতে স্বর্ণের দু’টি মোটা চুড়ি ছিল। রাসুল তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি এই চুড়ির যাকাত দাও? সে বলল, না। নবীজি বলেন, তুমি কি এটা পছন্দ করবে যে, আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন তোমার হাতে জাহান্নামের

দু'টি চুড়ি পরিয়ে দেবেন? অতঃপর সে চুড়িগুলো খুলে আল্লাহর রাসুলের সামনে রেখে দিয়ে বলল, এটা আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের জন্য।" *(নাসা'ঈঃ ২৪৭৯,২৪৮০; তিরমিজীঃ ৬৩৭; আবু দাউদঃ ১৫৫৮)*

এ প্রসঙ্গে আরও একটি হাদীস রয়েছে। উম্মে সালামাহ রাদিআল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَكَنْزٌ هُوَ؟ فَقَالَ: «مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ

"আমি স্বর্ণের কিছু অলংকার পরিধান করতাম। আমি জিজ্ঞেস করলোাম, হে আল্লাহর রাসুল! এগুলো কি 'কানয' (বা দণ্ডণীয় জমাকৃত সম্পদ)? তিনি বললেন, "যে সম্পদ যাকাত দেওয়ার পরিমাণে পৌঁছায় এবং তার যাকাত আদায় করা হয়, তা 'কানয' বা জমাকৃত সম্পদ নয়।" *(আবু দাউদঃ ১৫৬৮; সুনানুল কুবরা লিল-বাইহাকিঃ ৭৩২৫)*

উপরের হাদীসগুলো দ্বারা সুস্পষ্ট যে, কোনো মহিলার নিকট নিসাব পরিমাণ স্বর্ণ-রূপার অলংকার থাকলে তার উপর যাকাত ফরজ। তবে অলংকারের যাকাত আদায়ের সময় খাদ ও পাথরের মূল্য বাদ দিতে হবে এবং শুধুমাত্র খাটি স্বর্নের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে।

এক্ষেত্রে নিসাব নির্ধারণ করবে ওই অলংকারের যাকাত আদায়ের দিনের বিক্রয়মূল্য দিয়ে, স্বর্ণ-রূপার স্বাভাবিক বাজারমূল্য বা ক্রয়মূল্য দিয়ে নয়। কারণ সাধারণ মানুষের কাছে তাদের ব্যবহৃত পুরাতন যে স্বর্ণ থাকে, স্বর্ণের ক্যাটাগরি অনুযায়ী জুয়েলারি সমিতি বা ব্যবসায়ীদের পূর্ব থেকেই বাজারের অবস্থা অনুযায়ী তার মূল্য নির্ধারিত থাকে। পুরাতন স্বর্ণ বিক্রি করতে গেলে বাজারদর থেকে ২০% কম মূল্য দেওয়া হয়। তাই পুরাতন স্বর্ণালংকার বিক্রি করতে গেলে তার মূল্য কম হলেও সেটা বাজারমূল্যই। কারণ ব্যবসায়ীরাই এই মূল্য নির্ধারণ করে থাকেন।

এ সম্পর্কে মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ লুধিয়ানভী রহ. বলেন, *"যে মূল্যে অলংকার বিক্রি হতে পারে সেই মূল্যের উপরই যাকাত ওয়াজিব হবে।"*

অতএব, অলংকারের যাকাত বিক্রয়মূল্য হিসেবেই দিবে একথার মধ্যে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

স্বর্ণ-রূপার যাকাত সংক্রান্ত কতিপয় মাসায়েল

১. নিসাব পূরণের জন্য স্বর্ণ ও রূপার হিসাব একত্রিত করার বিধান

যদি কারো নিকট স্বর্ণ ও রূপা উভয়টিই থাকে, কিন্তু আলাদা আলাদা ধরলে কোনটারই নিসাব পূরণ হয়না তাহলে দুটো মিলিয়ে যেকোন একটির নিসাবে রূপান্তরিত করার ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে মতভিন্নতা রয়েছে।

প্রথম অভিমত : হানাফি, মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের অধিকাংশ ফকীহ মত প্রকাশ করেছেন যে, যেহেতু দুটোই মুদ্রা এবং প্রত্যেকেরই একটি মূল্যমান রয়েছে, তাই একটিকে আরেকটির সাথে মিলিয়ে নিসাব পূর্ণ করা হবে। তাদের দলীল হলো, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন,

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ۝

“আর যারা স্বর্ণ-রূপা কুক্ষিগত করে রাখে এবং তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, তাদের আপনি কঠিন শাস্তির সুসংবাদ দিন। যেদিন (যাকাত অনাদায়ী) স্বর্ণ-রূপা জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে অতঃপর তা দ্বারা তাদের কপালে, তাদের পাঁজরে ও তাদের পিঠে সেঁক দেওয়া হবে। (আর বলা হবে) ‘এটা সেই সম্পদ, যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করে রেখেছিলে। সুতরাং যা জমা করেছিলে, তার স্বাদ উপভোগ করো।” (*সূরা তাওবাঃ ৩৪-৩৫)*

তাদের মতে, উপরোক্ত আয়াতে وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ দ্বারা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন একইসাথে الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ তথা স্বর্ণ ও রূপা উভয়কে উদ্দেশ্য করেছেন। যদি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্বর্ণ ও রূপা আলাদা হিসাবে চিহ্নিত করতেন অথবা আলাদা ধাতব হিসাবে একসাথে গণ্য না করে আলাদা গণ্য করতেন, তাহলে এখানে وَلَا يُنفِقُونَهُمَا বলতেন অর্থাৎ দ্বিবচনের শব্দ ব্যবহার করতেন। কিন্তু وَلَا يُنفِقُونَهَا উল্লেখ করে অর্থাৎ একবচনের শব্দ ব্যবহার করার মাধ্যমে তিনি স্বর্ণ ও রূপা উভয়কে মুদ্রার দৃষ্টিকোণ থেকে একই জিনিস হিসাবে উল্লেখ করেছেন এবং একই লিঙ্গভুক্ত তথা একই জাতীয় হিসাবে গণ্য করেছেন। অতএব এ দুটোর উভয়ের হুকুম যাকাতের ক্ষেত্রে একই হবে। তাদের আরেকটি যুক্তি হলো, যাকাতের নিসাব স্বর্ণ ও রূপার ক্ষেত্রে মূল্যের দৃষ্টিকোণ থেকে নিসাব নির্ধারণ করা হয়েছে। যেহেতু উভয়েরই একটি মূল্য রয়েছে, তাই দুই মূল্য মিলে একটি নিসাব হতে পারে।

দ্বিতীয় অভিমত : শাফে'ঈ মাযহাব ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এর মতে, স্বর্ণ ও রূপা একটি আরেকটির সাথে নিসাব পূরণের জন্য মেলানো যাবে না; বরং আলাদা

থাকবে। তাদের দলীল হলো, আবু সাঈদ আল-খুদরী রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ

"পাঁচ উকিয়ার কম পরিমাণ রৌপ্যের যাকাত নেই।" *(সহীহ বুখারী : ১৪৫৯)*

অন্য এক হাদীসে, হযরত আলি ইবনে আবি তালিব রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ: مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ

“তোমরা প্রতি ৪০ দিরহামে ১ দিরহাম যাকাত আদায় করবে। ২০০ দিরহাম পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের ওপর কিছুই ফরজ নয়। ২০০ দিরহাম পূর্ণ হলে এর যাকাত হবে ৫ দিরহাম এবং এর অতিরিক্ত হলে তার যাকাত উল্লিখিত হিসাব অনুযায়ী প্রদান করতে হবে।” *(আবু দাউদঃ ১৫৭২)*

উপরের হাদীসদ্বয় অনুযায়ী তাদের যুক্তি এই যে, স্বর্ণ ও রূপার হিসাব আলাদা। কেননা হাদীসে স্বর্ণ ও রূপা দুটোর ক্ষেত্রে দু’রকম হিসাব বর্ণিত হয়েছে। হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী পাঁচ উকিয়ার নিচে রূপার যাকাত হবে না এবং ২০ দিনারের নিচে স্বর্ণের যাকাত হবে না। এই মতটি অধিক শক্তিশালী। কেননা নিসাব পূরণের জন্য স্বর্ণ ও রূপা মিলানোর কোন দলীল পাওয়া যায় না।

২. স্বর্ণ,রূপা ও নগদ অর্থ একত্রে থাকলে যাকাতের বিধান

ইসলামি ফিক্বহের মূলনীতি হলো, যাকাত ও ওয়াকফের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি গরীবদের জন্য অধিক উপকারী সেটিকেই গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সুতরাং কোনো ব্যক্তির কাছে যদি স্বর্ণ, রূপা এবং নগদ অর্থ থাকে, কিন্তু কোনটিই আলাদাভাবে নিসাব পরিমাণ না হয়, তাহলে সহজ কথায়, স্বর্ণ ও রূপার মাঝে যেটির মূল্য দিয়ে যাকাত আবশ্যক হয়, গরীবদের উপকারার্থে সেটির দ্বারাই যাকাত আবশ্যক ধরা হবে। যদিও আলাদাভাবে কোনোটির দ্বারাই যাকাত আবশ্যক হয় না।

এই ধরনের মিশ্র সম্পদের ক্ষেত্রে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি মূলত দুটি অবস্থার ওপর নির্ভর করে। যেমন-

প্রথমত, নগদ অর্থ, রূপার বিক্রয়মূল্য ও স্বর্ণের বিক্রয়মূল্য মিলে যদি ৮৫ গ্রাম স্বর্ণের মূল্য পরিমাণ হয়ে যায় তাহলে উক্ত ব্যক্তির উপর স্বর্ণের মূল্য হিসেবে যাকাত আবশ্যক হয়ে যাবে। এর থেকে ৪০ ভাগের এক ভাগ যাকাত আদায় করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, যদি স্বর্ণের মূল্য অধিক চড়া হওয়ার কারণে স্বর্ণের নিসাব পূর্ণ নাও হয়, কিন্তু রূপার নিসাব পরিমাণ টাকা, নগদ অর্থ, স্বর্ণের বিক্রয়মূল্য এবং রূপার বিক্রিমূল্য দিয়ে হয়ে যায়, তাহলে তার উপর রূপার মূল্য হিসেবে যাকাত আবশ্যক হয়ে যাবে।

মূলত, গরীবদের হকের দিকে তাকিয়ে স্বর্ণ ও রূপার মাঝে যেটি দিয়েই যাকাতের নিসাব পূর্ণ হয়ে যায়, সেটি হিসেবেই যাকাত আবশ্যক হয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে।

৩. স্বর্ণ-রুপার যাকাত কি দিয়ে আদায় করবে?

স্বর্ণ-রূপার যাকাত স্বর্ণ-রূপা দিয়েও দেওয়া যায় অথবা নগদ টাকা দিয়েও দেওয়া যায়। স্বর্ণ দিয়ে দিলে সাড়ে সাত ভরির জন্য আধা মিসকাল আর রূপা দিয়ে দিলে ৫ দিরহাম দেবে। আর নগদ টাকা দিয়ে যাকাত দিলে নিসাব পূর্ণ হওয়ার পর স্বর্ণ অথবা রূপার বাজারমূল্যের চল্লিশ ভাগের ১ ভাগ তথা শতকরা ২.৫% হারে যাকাত আদায় করবে। স্বর্ণ-রূপার যাকাত শুধু স্বর্ণ-রূপা দিয়েই দেওয়া জরুরি নয়; টাকা দিয়েও দেওয়া যায়। (মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাঃ ৯৯৭৯, ৯৯৮০)

৪. স্বর্ণ-রুপার কোন দিনের মূল্য ধরে যাকাত আদায় করবে?

টাকা দিয়ে স্বর্ণ-রূপার যাকাত দিলে বাজারমূল্যের হিসাবে যাকাত দিবে। যেদিন যাকাত দিবে সেদিন তার এলাকার বাজারে স্বর্ণ রূপার দাম জেনে সেই অনুযায়ী টাকা দ্বারা যাকাত দিবে। এক্ষেত্রে কত টাকা দিয়ে কিনেছে তা ধর্তব্য হবেনা; বরং বর্তমান বাজারমূল্যই ধর্তব্য হবে।" *(আল-বাহরুর রায়েক ২/২২১); আদ্দুররুল মুখতার ৩/২১১; ফাতাওয়া আলমগিরি ১/১৭৮; কিতাবুন নাওয়াযেল ৬/৫৫৪)*

৫. স্বর্ণ-রূপা ব্যতীত অন্য মূল্যবান ধাতুর ক্ষেত্রে যাকাতের বিধান

স্বর্ণ-রূপা ছাড়া অন্য কোনো মূল্যবান ধাতু এবং মূল্যবান পাথর যেমন- প্লাটিনাম, তামা, পিতল, লোহা, হীরা, মণি-মুক্তা ইত্যাদি ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য হলে তার ওপর যাকাত ফরজ হয় না। চাই তা যত মূল্যবানই হোক না কেন। তবে যদি এসব ধাতু বা পাথর ভবিষ্যতের অর্থ সঞ্চয়ের নিয়তে বা দাম বৃদ্ধি পেলে বিক্রি করার নিয়তে কিংবা ব্যবসার উদ্দেশ্যে মজুদ রাখা হয়, তবে ব্যবসার পণ্য হিসেবে সেগুলোর বাজার মূল্যের ওপর ২.৫% হারে যাকাত প্রদান করতে হবে।

৬. অলংকারের যাকাত কার জিম্মায় আবশ্যক হবে?

যে ব্যক্তি নিসাবের অধিকারী, তার উপরই যাকাত প্রদান করা আবশ্যক। যেভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ নামাজের জিম্মাদার তেমনি সে তার যাকাত আদায়েরও জিম্মাদার। স্ত্রী বা মেয়ের নামাজ আদায় করে দেওয়া যেমন স্বামী ও পিতার জিম্মাদারি

নয়, তেমনি স্ত্রী বা মেয়ের যাকাত আদায় করে দেওয়াও তাদের জিম্মাদারি নয়। তারা যদি নিসাবের মালিক হয় তাহলে যাকাত আদায় করা তাদেরই দায়িত্ব। তবে স্বামী বা পিতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্ত্রী বা মেয়ের পক্ষ থেকে যাকাত আদায় করে দিলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। অবশ্য এ বিধান স্ত্রী বা মেয়ের স্বীয় মালিকানাধীন অলংকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু অলংকার যদি স্বামী বা পিতার মালিকানাধীন হয় তবে তাদেরই এর যাকাত আদায় করতে হবে, যদিও স্ত্রী বা মেয়েই তা পরিধান করে। *(ফাতওয়া কাযিখান : ১/২৬২; হিদায়া ১/১৮৫)*

নগদ অর্থের যাকাত

প্রাথমিক যুগে পণ্যের বিনিময়ে পণ্য লেনদেন করোত। অতঃপর ধীরে ধীরে নগদ অর্থের ব্যবহার শুরু হওয়ার সাথে সাথে সোনা ও রূপা মূল্যবান বস্তু হিসেবে গৃহীত হতে থাকে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময় আরব সমাজ স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যকার ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন করোত। সোনা দিয়ে তৈরি হতো দিনার, আর রূপা দিয়ে তৈরি হতো দিরহাম। কিন্তু তা ছোট ও বড় হওয়ায় ওজনের তারতম্য হতো। এ কারণে জাহেলি যুগে মক্কার লোকেরা তা গণনার ভিত্তিতে ব্যবহার না করে ওজনের ভিত্তিতে ব্যবহার করোত। মূলত এ কারণেই স্বর্ণ ও রূপার নিসাব যথাক্রমে ২০ দিনার ও ২০০ দিরহামকে ওজনের ভিত্তিতে ৮৫ গ্রাম স্বর্ণ ও ৫৯৫ গ্রাম রূপা ধার্য করা হয়েছে।

বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন দেশের মুদ্রা যেমন- টাকা, ডলার, রিয়াল, পাউন্ড, ইউরো ইত্যাদি স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার মূল্যের প্রতিনিধিত্ব করোছে যা নগদ অর্থ নামে পরিচিত। এসব মুদ্রার উপর যাকাত প্রযোজ্য হবে। একইভাবে অর্থের অন্যান্য দলিল যেমন: চেক, বিল, বিনিয়োগ সার্টিফিকেট ও অন্যান্য কাগজপত্র যার বৈষয়িক মূল্য রয়েছে, তার ওপরও যাকাত ফরজ হবে। উল্লেখ্য ব্যাংক নোট ও চেক মূলত তার মূল্যের দলিল। যেহেতু বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মুদ্রা স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার প্রতিনিধিত্ব করোছে, সেহেতু স্বর্ণ ও রূপার যাকাতের দলীলগুলো এসব মুদ্রার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

নগদ অর্থের নিসাব

বর্তমান বিশ্বে সোনা ও রুপার মানের বড় ধরনের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। একারণে নগদ অর্থের নিসাব স্বর্ণের মূল্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে নাকি রূপার মূল্যের ভিত্তিতে- এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের দুটি মত রয়েছে।

প্রথম মত, সোনার মূল্যের ভিত্তিতে যাকাতের নিসাব হিসাব করতে হবে। তারা দলিল হিসেবে পেশ করেন যে, তখন সোনা ও রুপা দুটোই মূল্যের মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহৃত হলেও এখন রুপা তার মূল্যমান হারিয়ে ফেলেছে। সোনার সাথে অন্যান্য জিনিস ও আন্তর্জাতিক মুদ্রার মান খুবই প্রাসঙ্গিক। মুদ্রার ট্রানজেকশন রেট ও সোনার দাম একইভাবে বাড়ে ও কমে। তারা দুটি নিসাব তথা সোনার নিসাব ও রুপার নিসাব থেকে কোনো একটি বেছে নেওয়াকে উৎসাহিত করেন না। কারণ দামের পার্থক্য অনেক বেশি। অঙ্কটা কাছাকাছি হলে এটা বলা যুক্তিযুক্ত ছিল।

দ্বিতীয় মত, রুপার মূল্যের ভিত্তিতে যাকাতের নিসাব হিসাব করতে হবে। তারা নিজেদের মতের পক্ষে আকলি দলিল হিসেবে পেশ করেন যে, যাকাত যেহেতু গরিবের অধিকার; আর রুপার হিসেবে গরিব বেশি লাভবান হয় এবং ইসলামের ফরজ বিধানের ক্ষেত্রে অবহেলা না করে সতর্কতা অবলম্বন জরুরি। তাই রুপার নিসাবই ধর্তব্য হবে। অন্যথায় গরিব বঞ্চিত হতে পারে কিংবা যাকাত অনাদায়ী থেকে যাবার সম্ভাবনা রয়ে যায়।

রূপাকে নিসাবের মানদণ্ড ধরা উত্তম

কয়েকটি কারণে রূপাকে নিসাবের মানদণ্ড ধরা উত্তম। যেমনঃ

১. নিসাব পরিমাণ রুপার মূল্য নিসাব পরিমাণ স্বর্ণ অপেক্ষা অনেক কম। এমতাবস্থায় সতর্কতা ও দায়মুক্তির বিবেচনায় রুপার মূল্যের ভিত্তিতে যাকাত প্রদান করা যুক্তিসংগত।

২. নিসাব পরিমাণ রুপার মূল্যকে টাকার যাকাতের মানদণ্ড নির্ধারণ করা হলে গরিবরা উপকৃত হয়। রুপার নিসাবে যে পরিমাণ লোকের ওপর যাকাত ওয়াজিব হয়, স্বর্ণের নিসাবে সে পরিমাণ লোকের ওপর যাকাত ওয়াজিব হয় না। অতএব, রুপার নিসাবে যাকাত প্রদানকারীর সংখ্যা বাড়বে আর গরিবরা উপকৃত হবে।

৩. আল্লাহর বিধান পালনে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। কেননা হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট রূপার নিসাবে যাকাত গ্রহণযোগ্য করা হয়েছে; সেক্ষেত্রে সোনার নিসাবে যাকাত দিলে যাকাত অনাদায় থাকার আশংকা থাকে।

নগদ অর্থের যাকাত আদায় পদ্ধতি

স্বর্ণ ও রূপার ন্যায় মুদ্রার ক্ষেত্রেও চল্লিশ ভাগের এক ভাগ তথা ২.৫% হারে যাকাত দিতে হবে।

নিসাবের মালিকানাধীন ব্যক্তি যদি রুপার নিসাবের ভিত্তিতে যাকাত দেয়, তাহলে প্রথমে রুপার বাজারদর জেনে নিবে। এক্ষেত্রে ৮০ ক্যারেটকে প্রাধান্য দেবে। কারণ, এটাই সবচেয়ে বেশি প্রচলিত। অতঃপর এক গ্রাম রুপার মূল্যকে ৫৯৫ দিয়ে গুণ করলে যে অঙ্ক আসবে, সেটিই রুপার হিসাবে নিসাব। উদাহরণস্বরূপ- যদি খাঁটি রুপার গড় দাম ২০০ টাকা ধরা হয়, তবে ৫৯৫ × ২০০ = ১,১৯,০০০ টাকা। অর্থাৎ, ১ লাখ ১৯ হাজার টাকা হবে রূপার নিসাব। এর চল্লিশ ভাগের ১ ভাগ যাকাত আদায় করতে হবে।

আর যদি সোনাকে নিসাবের মানদণ্ড মানা হয়, তবে ২১ ক্যারেট সোনার বাজারদর জানবে। কারণ, এ ক্যারেট সোনা সবার নিকট পরিচিত ও সচরাচর আদান-প্রদান করা

হয়। আর প্রতিগ্রাম সোনার ৮৫ গুণকে নিসাব হিসেবে গণ্য করবে। উদাহরণস্বরূপ- যদি ২১ ক্যারেট ১ গ্রাম স্বর্ণের দাম ১০,০০০ টাকা হয়, তাহলে ৮৫ × ১০,০০০= ৮,৫০,০০০ টাকা। অর্থাৎ, ৮ লাখ ৫০ হাজার টাকা হবে স্বর্ণের নিসাব। এর চল্লিশ ভাগের ১ ভাগ যাকাত আদায় করতে হবে।

নগদ অর্থ থাকলে স্বর্ণ বা রূপা নিসাব পূর্ণ না করলে যাকাতের বিধান

অনেকেই মনে করেন, কারো কাছে শুধু নগদ অর্থ থাকলে অথবা শুধু ৮৫ গ্রাম সোনা বা ৫৯৫ গ্রাম রূপা থাকলেই কেবল যাকাত ফরজ হয়। আলাদাভাবে এর কম থাকলে যাকাত দিতে হয় না। কিন্তু কারো কাছে যদি ৮৫ গ্রামের কম সোনা থাকে এবং তার সাথে কিছু নগদ টাকাও থাকে, তবে এই দুটিকে একত্রে যোগ করে যাকাতের হিসাব করতে হবে।

শরী'আতের মূলনীতি হলো, স্বর্ণ ৮৫ গ্রাম আর রূপা ৫৯৫ গ্রাম হলে যাকাত ফরজ। আর নগদ অর্থের যাকাত আদায় করতে হয় রূপার নিসাবে। কিন্তু স্বর্ণ যদি ৮৫ গ্রাম না হয় অথচ তার কাছে কিছু নগদ অর্থ রয়েছে, তাহলে স্বর্ণের যাকাত রূপার নিসাবে দিতে হবে।

কারো অল্প সোনা এবং জমাকৃত নগদ টাকা মিলিয়ে মোট মূল্য যদি বর্তমান বাজারে ৫৯৫ গ্রাম রুপার মূল্যের সমান বা তার বেশি হয়ে যায়, তবেই তার ওপর যাকাত ফরজ হবে। এক্ষেত্রে ওই সম্পদ পূর্ণ ১ চান্দ্রবছর তার মালিকানায় থাকলে মোট মূল্যের ২.৫% হারে তার যাকাত আদায় করতে হবে।

আমাদের দেশের নারীরা অজ্ঞতার কারণে অলংকারের যাকাত দেয়ার ক্ষেত্রে মারাত্মক অবহেলা করে। তারা ভাবে, আমার কাছেতো সাড়ে সাত ভরি অলংকার নেই, আমার উপর যাকাত ফরজ হয়নি। অথচ নগদ অর্থ থাকার কারণে দেড়-দুই ভরি স্বর্ণ থাকলেও যাকাত ফরজ হয়ে গেছে, এ ব্যাপারে তারা অজানা থেকে যান। ফলে তারা গুনাহগার হন। আল্লাহ তা'আলা সকলকে হেফাজত করুন।

ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাত

ব্যবসা-বাণিজ্য জীবন জীবিকার অন্যতম মাধ্যম। ইসলাম অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে ব্যবসাকে বৈধ বলে ঘোষণা করেছে এবং এতে উৎসাহিত করেছে। যেমন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"আর আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।" *(সূরা বাকারাঃ ২৭৫)*

ইসলামি ফিকহশাস্ত্রে ব্যবসায়িক পণ্যকে বলা হয় عُرُوْضُ التِّجَارَة । عُرُوْضُ التِّجَارَة শব্দের অর্থ হচ্ছে কেনাবেচার মাধ্যমে সম্পদকে ঘূর্ণায়মান রাখা কিংবা সম্পদ লেনদেন করা। একে বাংলায় ব্যবসা বা বাণিজ্য বলা হয়। অতএব এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সেসব পণ্য, যা কেনাবেচার মাধ্যমে লেনদেন হয়।

ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত সব ধরনের সম্পদই ব্যবসায়িক সম্পদ হতে পারে। যেমন : জায়গাজমি, দালানকোঠা, বাড়ি, খাদ্যদ্রব্য, কৃষিপণ্য, চতুষ্পদ প্রাণী, যন্ত্রপাতি, গাড়ি ইত্যাদি। এমনকি ব্যবসা বা পরবর্তী সময়ে বিক্রি করে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত জমি, দালান অথবা যেকোনো বস্তু বা মালামালের মূল্যের ওপরও বাজারদর হিসেবে যাকাত প্রদান করতে হবে। অতএব, যেসব পণ্য ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে হালাল উপায়ে উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয় ও হস্তান্তর করা হয়, সেগুলোর ওপর যাকাত ফরজ হয়।

ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাতের দলীল ও বিধান

যেসব জিনিস মানুষ ব্যক্তিগত কাজের জন্য অর্জন করেছে ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়নি কিংবা সংগ্রহ করা হয়নি, সেসব পণ্যে যাকাত নেই। কেননা আবু হুরায়রাহ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ

"মুসলিম ব্যক্তির ক্রীতদাস ও ঘোড়ার ওপর কোনো যাকাত নেই।" *(সহীহ মুসলিমঃ ২১৬৩; ইবনে মাজাহঃ ১৮১২ ; আবু দাউদঃ ১৫৯৫ ; নাসা'ঈঃ ২৪৬৭)*

যেসব জিনিস ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে কিংবা সংগ্রহ করা হয়েছে, হোক সেটা কাঁচামাল অথবা প্রস্তুতকৃত, সেসব পণ্যে শর্তসাপেক্ষে যাকাত ফরজ হবে।

ব্যবসায়িক পণ্যে যাকাত ফরজ হওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে বিভিন্ন দলীল রয়েছে। যেমনঃ আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে এরশাদ করেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

"হে মুমিনগণ, তোমরা স্বীয় উপার্জন থেকে এবং যা আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করো এবং তার মধ্য থেকে নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার সংকল্প করো না; কেননা তোমরা নিজেরাও তা গ্রহণ করতে আগ্রহী নও, যদি না তোমরা চোখ বুজে তা মেনে নাও। আর জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ অভাবমুক্ত ও প্রশংসিত।" *(সূরা বাকারাঃ ২৬৭)*

এই আয়াতে বর্ণিত, مَا كَسَبْتُم (যা তোমরা উপার্জন করো) বাক্যাংশ দ্বারা ব্যবসায়িক সম্পদকে বুঝানো হয়েছে।

ব্যবসায়িক পণ্যের ওপর যাকাত ফরজ হওয়ার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরাম থেকেও প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন আবদুল্লাহ ইবন উমার রাদিআল্লাহু আনহুমা বলেন,

لَيْسَ فِي الْعُرُوضِ زَكَاةٌ إِلَّا مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ

"যেসব পণ্য ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে, তা ব্যতীত অন্যান্য পণ্যে যাকাত নেই।" *(সুনানে আল-কুবরা লিল বায়হাকীঃ ৭৬০৫; মুসান্নাফ ইবনে শাইবাহঃ ১০৪৫৯)*

আবু যর গিফারী রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত,

فِي الإِبِلِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْبَزِّ صَدَقَتُهُ

"উটের ওপর যাকাত ফরজ, ছাগলের ওপর যাকাত ফরজ, গরুর ওপর যাকাত ফরজ এবং বাণিজ্যিক পণ্যের (কাপড়ের) ওপরও যাকাত ফরজ।" *(সুনানে দারা কুতনীঃ ১৯২৫)*

সামুরা ইবনে জুনদুব রাদিআল্লাহু আনহু বলেছেন-

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ

"রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নির্দেশ দিতেন, আমরা যেন সেসব সম্পদ থেকে যাকাত আদায় করি যা আমরা বিক্রয়ের (ব্যবসার) উদ্দেশ্যে প্রস্তুত রাখি।" *(সুনানে আবু দাউদঃ ১৫৬২)*

অতএব একথা সুস্পষ্ট যে, ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাত দিতে হবে। বছর শেষে দেখতে হবে ব্যবসায় জমাকৃত অর্থ, ক্যাশ ও পণ্য কতটুকু রয়েছে। পণ্যের ক্ষেত্রে বিক্রয়মূল্য ধরতে হবে। যাকাতের পরিমাণ হলো মোট পণ্যের ২.৫% তথা ৪০ ভাগের ১ ভাগ।

গবাদি পশুর যাকাত

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন স্বীয় অনুগ্রহ দ্বারা পৃথিবীর বুকে মানুষের জন্য অসংখ্য জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন। পরোক্ষ অথবা প্রত্যক্ষভাবে মানুষ এসব প্রাণী দ্বারা উপকৃত হয়। যে প্রাণীগুলো দ্বারা মানুষ সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয় তার মধ্যে উট, গরু, মহিষ, বকরি, দুম্বা, ভেড়া গুরুত্বপূর্ণ। এগুলোকে 'আনআম' বা গবাদিপশু বলে। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন গবাদিপশুর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বান্দার উপর নিজের অনুগ্রহের কথা স্মরণ করে দিয়েছেন। পাশাপাশি যারা অধিক পশুর মালিক তাদের উপর যাকাতের বিধানও আরোপ করেছেন।

ব্যক্তি মালিকানাধীন গবাদিপশু দুই ধরনের। যথাঃ-

১. গৃহপালিত পশু, এদের উপর যাকাত ফরজ নয়।

২. সায়েমা বা চারণভূমিতে বিচরণকারী; এদের উপর যাকাত ফরজ।

সায়েমা পশুর সংজ্ঞা

দুধপ্রাপ্তি, বংশবৃদ্ধি কিংবা মোটাতাজা করে অধিক মূল্যে বিক্রির উদ্দেশ্যে চারণভূমিতে যেসব পশু মুক্তভাবে ছেড়ে দেওয়া হয় সেগুলোকে সায়েমা পশু বলে। সায়েমা পশু নর-মাদি যেটাই হোক, পৃথক থাকুক বা মিলেমিশে থাকুক সবটার উপর যাকাত ওয়াজিব। এমনিভাবে ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত পশু চারণভূমিতে ছেড়ে রাখলেও তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে। তবে সেক্ষেত্রে ব্যবসাপণ্য হিসেবে যাকাত ওয়াজিব হবে, সায়েমা হিসেবে নয়।

পক্ষান্তরে বংশবৃদ্ধি কিংবা দুধপ্রাপ্তি ইত্যাদির উদ্দেশ্যে না হয়ে আরোহণের উদ্দেশ্যে কিংবা বোঝা বহনের লক্ষ্যে চারণভূমিতে মুক্ত চরালেও তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে না। এমনিভাবে গোশত খাওয়ার উদ্দেশ্যে পশু মুক্ত করে চারণভূমিতে লালন পালন করলেও যাকাত ওয়াজিব হবে না।

গবাদি পশুর উপর যাকাত ফরজ হওয়ার দলীল

গবাদি পশুগুলোর মধ্যে উট, গাভী, মহিষ, বলদ, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা এগুলোর উপর যাকাত ফরজ। আবু যর গিফারী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ، وَلَا بَقَرٍ، وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ، وَأَسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا، كُلَّمَا نَفِدَتْ أُخْرَاهَا، عَادَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ

"যেসব উট, গরু ও ছাগলের মালিক এর যাকাত আদায় করবে না, কিয়ামতের দিন উট, গরু ও ছাগল মোটা-তাজা অবস্থায় মালিকের নিকট আসবে এবং তাকে (মালিককে) ওদের পা ও খুর দিয়ে দলিত-মথিত করবে এবং শিং দিয়ে আঘাত করবে। এর শেষ পশুটি অতিক্রম করলে প্রথমটি পুনরায় এসে এরূপ করতে আরম্ভ করবে। আর এভাবে চলতে থাকবে যতক্ষণ না বান্দাদের বিচার শেষ হবে।" *(সহীহ বুখারীঃ ১৪৬০; সহীহ মুসলিমঃ ২১৯০; ইবনে মাজাহঃ ১৭৮৫)*

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উট, গরু ও ছাগলের যাকাত দিতে হবে।

মহিষের আরবী শব্দ হলো جَامُوس; বহুবচনে جَوَامِيس. মহিষের বিষয়টি হাদীসে উল্লেখ নেই। তবুও মহিষের ওপর যাকাত প্রযোজ্য হবে। কেননা এটি গরুর একটি প্রকার। একইভাবে ছাগলের ওপর যাকাতের হুকুমটি দুম্বা ও ভেড়ার ওপর প্রযোজ্য হবে। কেননা দুম্বা ও ভেড়া উভয়ই ছাগল জাতীয় গবাদি পশু।

গবাদি পশু নয়; কিন্তু তবুও আমরা প্রতিপালন করি এমন পশুর ওপর যাকাত প্রযোজ্য হবে না। যেমন ঘোড়া, গাধা ইত্যাদি। তবে যদি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে এগুলো প্রতিপালন করা হয়, তাহলে বাণিজ্যিক পণ্য হিসাবে এগুলোর ওপর যাকাত বর্তাবে। কেননা আবু হুরায়রাহ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ

"মুসলিম ব্যক্তির ক্রীতদাস ও ঘোড়ার ওপর কোনো যাকাত নেই।" *(সহীহ মুসলিমঃ ২১৬৩; ইবনে মাজাহঃ ১৮১২ ; আবু দাউদঃ ১৫৯৫ ; নাসা'ঈঃ ২৪৬৭)*

গবাদি পশুর যাকাতের শর্তসমূহ

গবাদি পশুর ওপর যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য পাঁচটি শর্ত রয়েছে। যথা-

১) বংশবৃদ্ধি বহাল থাকা : গবাদি পশুর বংশবৃদ্ধি চলমান থাকলে সেগুলোর ওপর যাকাত ফরজ হবে। অন্যথায় যাকাত ফরজ হবে না।

২) পূর্ণ এক চান্দ্রবছর অতিক্রান্ত হওয়া : গবাদি পশুর ওপর যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য পশুর বয়স কমপক্ষে এক চান্দ্রবছর পূর্ণ হতে হবে। অন্যথায় পশুর সংখ্যা নিসাব পরিমাণে পৌঁছলেও যাকাত ফরজ হবে না। এর সমর্থনে দলীল হলো, আলী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

"কোনো সম্পদে যাকাত নেই, যতক্ষণ না তার ওপর এক বছর অতিক্রান্ত হয়।" *(আবু দাউদঃ ১৫৭৩; ইবনে মাজাহঃ ১৭৮৯)*

৩) সায়েমা তথা মাঠে চরে খায় এমন পশু হওয়া : যেসব গবাদি পশু প্রাকৃতিকভাবে বেড়ে ওঠে তথা চারণভূমিতে চরে খায় অর্থাৎ খাওয়ানোর জন্য মালিককে কোনো পরিশ্রম কিংবা অর্থ ব্যয় করতে হয় না, কেবল সেসব গবাদি পশুর ওপর যাকাত ফরজ হয়। এর দলীল হলো, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَلَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا

"চারণভূমিতে বিচরণশীল উটের চল্লিশটির জন্য একটি বিনতে লাবুন যাকাত দিতে হবে এবং একটি উটকেও বিচ্ছিন্ন করা যাবে না।" *(আবু দাউদঃ ১৫৭৫)*

৪) গৃহস্থালি, চাষাবাদ কিংবা বহন করা ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত না হওয়া : কোনো গবাদি পশু গৃহস্থালি, চাষাবাদ কিংবা বহন করা ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হলে সেগুলোর সংখ্যা নিসাব পরিমাণে পৌঁছলেও সেগুলোর ওপর যাকাত ফরজ হবে না। অধিকাংশ আলিম এই অভিমত প্রকাশ করেছেন। কেননা আলী রাদিআল্লাহু আনহু বলেন,

لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ

"(গৃহস্থালি বা অন্য) কাজে ব্যবহৃত গাভিতে যাকাত নেই।" *(সুনানে আদ-দারাকুতনীঃ ১৯৪১)*

এছাড়াও জাবির রাদিআল্লাহু আনহু বলেন,

لَا صَدَقَةَ فِي الْمُثِيرَة

"মুসীরার (চাষাবাদে ব্যবহৃত গবাদি পশু) মধ্যে কোনো সাদাকা (যাকাত) নেই।" *(মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবাহঃ ৯৯৬১)*

৫) নিসাব পরিমাণে পৌঁছা : গবাদি পশুর ওপর যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য পশুর সংখ্যা নিসাব পরিমাণে পৌঁছতে হবে। পশু ভেদে নিসাবের সংখ্যাও ভিন্ন ভিন্ন। নিসাবের কম সংখ্যক পশু থাকলে যাকাত ফরজ হবে না হোক সেটা উট, গরু অথবা ছাগল। কোনো এক জাতীয় পশুর মধ্যে আবার উপজাত থাকলে সেটির ক্ষেত্রেও একই হুকুম প্রযোজ্য। যেমন, উটের ক্ষেত্রে লাল উট ও সাদা উট, গরুর ক্ষেত্রে মহিষ এবং ছাগলের ক্ষেত্রে দুম্বা ও ভেড়া এগুলোর ক্ষেত্রে একই হুকুম প্রযোজ্য হবে। উটের নিসাব ৫ টি, গরুর নিসাব ৩০ টি এবং ছাগলের নিসাব ৪০ টি।

উটের যাকাত

উটের যাকাতের নিসাব হলো পাঁচটি উট। অতএব উটের সংখ্যা পাঁচের কম হলে যাকাত ফরজ হবে না। উটের সংখ্যা ভেদে যাকাতের পরিমাণ নিম্নরূপ :

উটের সংখ্যা	**যাকাতের পরিমাণ**
৫ থেকে ৯টি	১টি ছাগল বা ভেড়া
১০ থেকে ১৪টি	২টি ছাগল বা ভেড়া
১৫ থেকে ১৯টি	৩টি ছাগল বা ভেড়া
২০ থেকে ২৪টি	৪টি ছাগল বা ভেড়া
২৫ থেকে ৩৫টি	১ বছর বয়সী ১টি স্ত্রী উট (বিনতে মাখায)
৩৬ থেকে ৪৫টি	২ বছর বয়সী ১টি স্ত্রী উট (বিনতে লাবুন)
৪৬ থেকে ৬০টি	৩ বছর বয়সী ১টি স্ত্রী উট (হিক্কাহ)
৬১ থেকে ৭৫টি	৪ বছর বয়সী ১টি স্ত্রী উট (জায'আহ)
৭৬ থেকে ৯০টি	২ বছর বয়সী ২টি স্ত্রী উট
৯১ থেকে ১২০টি	৩ বছর বয়সী ২টি স্ত্রী উট

উটের সংখ্যা যদি ১২০টির বেশি হয়, তখন পরবর্তী প্রত্যেক ৪০টির জন্য একটি বিনতে লাবুন এবং প্রত্যেক ৫০টির জন্য একটি হিক্কাহ যাকাত প্রযোজ্য হবে। ন্যূনতম নিসাব পরবর্তী উটগুলোকে এভাবে ৪০ ও ৫০ সংখ্যায় ভাগ করে যাকাতের হিসাব করা হবে।

উল্লিখিত উটের যাকাতের হিসাবের দলীল হলো, আনাস ইবনে মালিক রাদিআল্লাহু আনহু বলেছেন-

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كَتَبَ لَهُ هَذَا الكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى البَحْرَيْنِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى المُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا، فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِ: فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ، فَمَا دُونَهَا مِنَ الغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ، فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاَثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى، فَإِذَا لَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ، فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَفِيهَا جَذَعَةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ يَعْنِي سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ، فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلاَّ أَرْبَعٌ مِنَ الإِبِلِ، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ، فَفِيهَا شَاةٌ

“আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু তাঁকে বাহরাইনে প্রেরণকালে এই বিধানটি তাঁর জন্য লিখে দেন : পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে। এটাই যাকাতের নিসাব, যা নির্ধারণ করেছেন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিমদের প্রতি এবং যা আল্লাহ তাঁর রাসুলকে নির্দেশ দিয়েছেন। মুসলিমদের মধ্যে যার নিকট হতে নিয়মানুযায়ী চাওয়া হয়, সে যেন তা আদায় করে দেয় আর তার চেয়ে অধিক চাওয়া হলে তা যেন আদায় না করে। চব্বিশ ও তার চেয়ে কম সংখ্যক উটের যাকাত বকরী দ্বারা আদায় করা হবে। প্রতি পাঁচটি উটে একটি বকরী এবং উটের সংখ্যা পঁচিশ হতে পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত হলে একটি মাদি বিনতে মাখায। ছত্রিশ হতে পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত একটি মাদি বিনতে লাবুন। ছেচল্লিশ হতে ষাট পর্যন্ত একটি পালনযোগ্য (অতিরিক্ত) প্রতি চল্লিশটিতে একটি করে বিনতে লাবুন এবং প্রতি পঞ্চাশটিতে একটি করে হিক্কাহ। যার চারটির বেশি উট নেই, সেগুলোর ওপর কোনো যাকাত নেই, তবে মালিক স্বেচ্ছায় কিছু দিতে চাইলে দিতে পারবে। কিন্তু যখন পাঁচ-এ পৌঁছে তখন একটি বকরী ওয়াজিব।" *(সহীহ বুখারীঃ ১৪৫৪)*

গরুর যাকাত

গরুর যাকাতের নিসাব শুরু হয় যখন গরুর সংখ্যা ত্রিশে পৌঁছে। অর্থাৎ গরুর সংখ্যা ত্রিশের কম হলে যাকাত ফরজ হবে না। গরুর সংখ্যাভেদে যাকাতের পরিমাণ নিম্নরূপঃ

গরুর সংখ্যা	**যাকাতের পরিমাণ ও বয়স**
১ থেকে ২৯টি	কোনো যাকাত নেই।
৩০ থেকে ৩৯টি	১টি তাবী' বা তাবী'আহ
৪০ থেকে ৫৯টি	১টি মুসিন্নাহ
৬০ থেকে ৬৯টি	২টি তাবী' বা তাবী'আহ
৭০ থেকে ৭৯টি	১টি তাবী' বা তাবী'আহ ও ১টি মুসিন্নাহ
৮০ থেকে ৮৯টি	২টি মুসিন্নাহ
৯০ থেকে ৯৯টি	৩টি তাবী' বা তাবী'আহ
১০০ থেকে ১০৯টি	২টি তাবী' বা তাবী'আহ ও ১টি মুসিন্নাহ

গরুর সংখ্যা যদি ১০৯টির বেশি হয় তাহলে পরবর্তী প্রত্যেক ৩০ টি গরুর জন্য ১টি তাবী' বা তাবী'আহ এবং প্রত্যেক ৪০ টির জন্য ১টি মুসিন্নাহ যাকাত দিতে হবে। এভাবেই হিসাব এগিয়ে যাবে। মহিষও ষাঁড় গরুর নিসাবের আওতাধীন। যাকাত গণনার সময় মালিক গরু, ষাঁড় ও মহিষ প্রত্যেকটি যোগ করবে এবং নিসাব অনুযায়ী যাকাত দিবে।

তাবী'আহ : যে গরুর এক বছর পূর্ণ হয়েছে; এরকম গরু নর হলে তাবী' এবং মাদি হলে তাবী'আহ বলা হয়।

মুসিন্নাহ : যে গরুর দুই বছর পূর্ণ হয়েছে তাকে মুসিন্নাহ বলে।

উল্লেখিত গরুর যাকাতের নিসাবের দলীল হলো, মু'আয ইবন জাবাল রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদীস।

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا، أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ইয়েমেনে পাঠানোর সময় (যাকাত) গ্রহণের ক্ষেত্রে এ নির্দেশ দেন যে, গরুর ক্ষেত্রে প্রত্যেক ত্রিশটির জন্য একটি তাবী' অথবা তাবী'আহ এবং প্রত্যেক চল্লিশটির জন্য একটি মুসিন্নাহ।" *(আবু দাউদঃ ১৫৭৬)*

ছাগলের যাকাত

ছাগলের যাকাতের নিসাব হলো চল্লিশটি ছাগল। অতএব ছাগলের সংখ্যা চল্লিশের কম হলে যাকাত ফরজ হবে না। ছাগলের সংখ্যাভেদে যাকাতের পরিমাণ নিম্নরূপ :

ছাগলের সংখ্যা	**যাকাতের পরিমাণ**
১ থেকে ৩৯টি	কোনো যাকাত নেই
৪০ থেকে ১২০টি	১টি ছাগল বা ভেড়া
১২১ থেকে ২০০টি	২টি ছাগল বা ভেড়া
২০১ থেকে ৩০০টি	৩টি ছাগল বা ভেড়া

এভাবে প্রত্যেক ১০০ টি ছাগলের জন্য ১ টি ছাগল যাকাত দিতে হবে। এভাবেই হিসাব এগিয়ে যাবে। ছাগলের ওপর যাকাতের হুকুমটি দুম্বা ও ভেড়ার ওপর প্রযোজ্য হবে। কেননা দুম্বা ও ভেড়া উভয়ই ছাগল জাতীয় গবাদি পশু।

উল্লেখিত ছাগলের যাকাতের হিসাবের দলীল আনাস ইবন মালিক রাদিআল্লাহু আনহুর বর্ণিত একটি হাদীস। তিনি বর্ণনা করেছেন যে,

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كَتَبَ لَهُ هَذَا الكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى البَحْرَيْنِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى المُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ، «فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا، فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِ ... وَفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلاَثِ مِائَةٍ، فَفِيهَا

ثَلاَثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِ مِائَةٍ، فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا

"আবু বকর রাদিআল্লাহু আনহু তাঁকে বাহরাইনে প্রেরণকালে অত্র বিধানটি তাঁর জন্য লিখে দেন : পরম পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে। এটাই যাকাতের নিসাব, যা নির্ধারণ করেছেন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিমদের প্রতি এবং যা আল্লাহ তাঁর রাসুলকে নির্দেশ দিয়েছেন। মুসলিমদের মধ্যে যার নিকট হতে নিয়মানুযায়ী চাওয়া হয়, সে যেন তা আদায় করে দেয় আর তার চেয়ে অধিক চাওয়া হলে তা যেন আদায় না করে। আর বকরির যাকাতের ক্ষেত্রে বিচরণশীল বকরি চল্লিশটি হতে একশ বিশ পর্যন্ত হলে একটি বকরি। এর বেশি হলে দু'শটি পর্যন্ত দুটি বকরি। দু'শর অধিক হলে তিনশ পর্যন্ত তিনটি বকরি। তিনশ'র অধিক হলে প্রতি একশতে একটি করে বকরি। কারো বিচরণশীল বকরির সংখ্যা চল্লিশ হতে একটিও কম হলে তার ওপর যাকাত নেই; তবে তার (ছাগলের) মালিক স্বেচ্ছায় দান করলে তা করতে পারে।" *(সহীহ বুখারীঃ ১৪৫৪)*

উল্লেখিত গরু ও ছাগলের যাকাতের হিসাবটি কেবল বিচরণশীল গরু ও ছাগলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অর্থাৎ যেসব গরু ও ছাগল মাঠে চরে খায় এবং তাদের খাদ্যের জন্য মালিককে অর্থ ব্যয় করতে হয় না, কেবল সেসব গরু ও ছাগলের যাকাতের ক্ষেত্রে উল্লেখিত নিসাব অনুসারে যাকাত প্রদান করতে হবে।

নিসাবের মধ্যবর্তী সংখ্যার জন্য অতিরিক্ত আর কোনো যাকাত ফরজ হয় না। এর দলীল হলো- মু'আয ইবন জাবাল রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَيْسَ فِي الْأَوْقَاصِ شَيْءٌ

"দুটি নিসাবের মধ্যবর্তী সংখ্যায় কোনো যাকাত নেই।" *(সহীহ আল-জামি আস-সগীরঃ ৫৪০৯)*

যাকাত হিসেবে প্রদত্ত পশুর গুণাবলী

গৃহপালিত পশুর মালিক যেসব পশুর যাকাত প্রদান করবে অথবা যাকাত আদায়কারী এক্ষেত্রে যা গ্রহণ করবে, তাতে নিম্নোক্ত গুণাবলী থাকা আবশ্যক :

১. ত্রুটিমুক্ত হওয়া : পশুর যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে রোগাক্রান্ত, অন্ধ, খোঁড়া, অঙ্গহীন, জীর্ণশীর্ণ, ক্রয়-বিক্রয়ে অযোগ্য, অত্যন্ত বৃদ্ধ পশু এবং কুরবানি বৈধ নয় এমন পশু দ্বারা যাকাত আদায় করা যাবে না। কারণ, তাতে যাকাতের হকদার বা দরিদ্ররা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

২. শরী'আত কর্তৃক নির্দেশিত বয়সের হওয়া : হাদীসে নির্দেশিত বয়সের পশু দ্বারাই যাকাত আদায় করতে হবে। নির্ধারিত বয়সের তুলনায় কম বয়সের পশু দিয়ে যাকাত দিলে গরিবরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, আর বেশি বয়সের পশু দিয়ে যাকাত দেওয়া হলে পশুর মালিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তবে পশুর মালিকের নিকট হাদীসে নির্দেশিত বয়সের পশু না থাকলে তিনি তার নিকট বিদ্যমান পশু দ্বারাই যাকাত আদায় করবেন এবং ক্ষতিপূরণস্বরূপ অতিরিক্ত প্রদান করবেন।

৩. মধ্যম মানের পশু হওয়া : যাকাত উসুলকারী জন্য সর্বোত্তম ও সবচেয়ে সুন্দর পশু যাকাত হিসেবে উসুল করা যাকাত আদায়কারীর জন্য বৈধ নয়। যে পশু ভালো দুধ দেয় বা প্রজননের জন্য ব্যবহৃত হয় তা যাকাত হিসেবে নেওয়া নিষেধ। ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী, যাকাত আদায়কারী বা দাতা অতি উৎকৃষ্ট (সবচেয়ে দামি) বা নিকৃষ্ট (সবচেয়ে দুর্বল) পশু নির্বাচন করবেন না, বরং মাঝামাঝি মানের পশু প্রদান করতে হবে।

পশুর যাকাত সংক্রান্ত কতিপয় মাসায়েল

১. ডেইরি ফার্মের গরুতে যাকাত ফরজ নয়

ডেইরি ফার্মের গবাদি পশু দুধ, ঘি, মাখন, পনির ইত্যাদি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে পালিত হলে এসব পশু পণ্য উৎপাদক পর্যায়ভুক্ত, এগুলো ব্যবসাপণ্য নয়। তাই এসবের যাকাত দিতে হবে না। তবে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ নিসাব পরিমাণ হলে তার উপর যাকাত আবশ্যক হবে। *(কিতাবুল মাসাইল ২/২২২)*

এছাড়া পশু যদি চারণভূমি ও ফার্ম উভয় জায়গায় ঘাস খেয়ে লালিত-পালিত হয়, সেক্ষেত্রে পশুর যাকাতের নিসাব পূর্ণ হয়ে গেলে ওই হিসাবে যাকাত দিতে হবে। *(ফাতওয়া আলমগিরি ১/২৩৮; দারুল ফিকরো ১/১৭৬)*

২. কোন কোন পশুতে যাকাত ফরজ নয়?

যেসব প্রাণী দ্বারা কুরবানি দেওয়া যায় না সেগুলো যদি ব্যবসার উদ্দেশ্যে না হয় তাহলে তা সংখ্যায় যতো বেশিই হোক, তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে না। ঘোড়ার যাকাতের ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভিন্নতা থাকলেও নির্ভরযোগ্য ফতোয়া হলো তাতেও যাকাত ওয়াজিব নয়। অবশ্য এসকল প্রাণী ব্যবসার উদ্দেশ্যে হলে এবং তার মূল্য ৫৯৫ গ্রাম রূপার সমমূল্যে পৌঁছালে তাতেও যাকাত ওয়াজিব। তখন মূল্যের

শতকরা ২.৫০% হারে যাকাত দিতে হবে। *(আদ্দুররুল মুখতার ২/২৮২; ফাতওয়া আলমগিরি ১/১৭৮)*

৩. বাহন এবং কৃষিকাজে ব্যবহৃত পশুতে যাকাত নেই

বাহন হিসেবে এবং কৃষিকাজে ব্যবহৃত পশুতে যাকাত নেই। মানুষের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্রে যেমন যাকাত ওয়াজিব হয় না, তেমনি কৃষিতে ব্যবহৃত পশু বা বোঝা বহনের জন্য পালিত পশু এবং ঘরের খাবারদাবার দ্বারা লালিত-পালিত পশুতেও যাকাত ওয়াজিব হয় না। তবে ঘরোয়া খাবারে পালিত পশু ব্যবসার উদ্দেশ্যে হলে তাতে ব্যবসার যাকাত আরোপিত হবে। *(ফাতওয়া আলমগিরি ১/২৩৯)*

৪. হাঁস-মুরগি ও পাখির উপর যাকাত নেই

বন্যপাখি অথবা গৃহপালিত পাখি কোনোটির উপরই যাকাত ওয়াজিব হয় না। তাই কেউ যতোই হাঁস, মুরগি, কবুতর, কোয়েল, শালিক, ময়না, ঘুঘুসহ যেকোনো পাখি লালন-পালন করুক না কেন তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে না। তবে যদি কেউ হাঁস-মুরগি অথবা পাখির ব্যবসা করে তাহলে ব্যবসাপণ্য হিসেবে এগুলোতে যাকাত ওয়াজিব হবে। *(রদ্দুল মুখতার ২/১৭; আহসানুল ফাতওয়া ৪/২৭৭)*

৫. পোল্ট্রি ফার্মে যাকাতের বিধান

অন্যান্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মতো পোল্ট্রি ফার্মের ভূমি, স্থাপনা ও কারখানার বস্তুর উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। তবে সেখানে কিছু মুরগি আছে, যা শুধু ডিম উৎপাদনের জন্য লালন করা হয়। মুরগি বিক্রি করা উদ্দেশ্য থাকে না। এমন মুরগির উপর যাকাত ওয়াজিব নয় এবং তা ব্যবসায়িক পণ্যও নয়; বরং এ-জাতীয় মুরগি কারখানার মেশিনারির মতো ব্যবসার সহায়ক মাত্র। তবে মুরগি বিক্রির পর যে টাকা আসবে সে টাকার উপর নিসাব পূর্ণ হলে যাকাত ফরজ হবে। অথবা ব্যবসাপণ্যসহ তার অন্যান্য যাকাতযোগ্য সম্পদের সাথে মিলে নিসাব পূর্ণ হলে যাকাত দিতে হবে।

আবার, বিভিন্ন পোল্ট্রি ফার্মে বিক্রির উদ্দেশ্যে মুরগি লালন-পালন করা হয়, ডিম বিক্রি করা মূল উদ্দেশ্য থাকে না। এ জাতীয় মুরগি ব্যবসাপণ্যের অন্তর্ভুক্ত। যদি তা নিসাব পরিমাণ হয়ে বছর পূর্ণ হয়, তাতে যাকাত ফরজ। যত টাকা যাকাত ফরজ হবে তার সমমূল্যের মুরগি যাকাত হিসেবে আদায় করতে পারবে বা মুরগির মূল্য হিসাব করেও যাকাত আদায় করা যাবে।

ফল ও ফসলের যাকাত

কৃষিজাত পণ্য, ফল-ফসলের যাকাতকে ইসলামি পরিভাষায় 'উশর' বলা হয়। 'উশর' শব্দটি আরবী 'আশারাতুন' (দশ) শব্দ হতে এসেছে। এর শাব্দিক অর্থ এক-দশমাংশ। পারিভাষিক অর্থে, "উৎপাদিত শস্যের দশ ভাগের এক ভাগ এবং কোনো কোনো ফসলের ক্ষেত্রে বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত হিসেবে নির্ধারিত খাতে দান করাকে 'উশর' বলে।" উশর ফসলের আকারেও দেওয়া যায় অথবা তার মূল্য দিয়েও আদায় করা যায়। উৎপাদিত সকল ফল-ফসলের ওপরই উশর ফরজ। কাজেই জমির মালিক পাগল, ক্রীতদাস, নাবালেগ, পরাধীন বা ওয়াকফকৃত যা-ই হোক না কেন উশর আদায় করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে সম্পদের যাকাত প্রদানের নির্দেশনার পাশাপাশি বিশেষভাবে ফসল ও ফলের যাকাত প্রদানের নির্দেশ প্রদান করেছেন। আল কুরআনে বলা হয়েছে—

يٰأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَ مِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ...

"হে মুমিনগণ, তোমরা যা উপার্জন করো এবং আমি যা ভূমি হতে তোমাদের জন্য উৎপাদন করি, তন্মধ্যে যা উৎকৃষ্ট তা (যাকাত হিসেবে) ব্যয় করো।" *(সূরা বাকারাঃ ২৬৭)*

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ بَعْثًا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

"আকাশের পানি, ঝরনা-খাল অথবা জমির আর্দ্রতা দ্বারা চাষ করা জমির উৎপাদিত ফসলের এক দশমাংশ, আর সেচের পানি দ্বারা জমির উৎপাদিত ফসলের এক দশমাংশের অর্ধেক তথা বিশ ভাগের একভাগ যাকাত/উশর দিতে হবে।" *(আবু দাউদঃ ১৫৯৬; ইবনে মাজাহঃ ১৮১৭; নাসা'ঈঃ ২৪৮৮)*

ফল ও ফসলের যাকাতের পরিমাণ

যেকোনো শস্য ও ফলের যাকাত দিতে হবে কিনা সে ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে ইখতিলাফ রয়েছে। অধিকাংশ আলিমের মতে, যেসব শস্য ও ফল পরিমাপ করে বিক্রয় করা হয় এবং খাদ্য হিসাবে স্টক করে রাখা যায়, কেবল সেসব শস্য ও ফলের ক্ষেত্রে যাকাত প্রযোজ্য হবে। আর যেসব ফসল আপনা আপনি উৎপাদিত হয়, সেসব ফসলের যাকাত দিতে হবে না। শস্য ও ফল যদি নিসাবের চেয়ে অতিরিক্ত হয়, তাহলে নিসাবের অতিরিক্ত সেই শস্য ও ফলের যাকাত দিতে হবে।

শস্য ও ফলের উৎপাদন প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে যাকাতের পরিমাণ দুরকম হতে পারে। যথা—

১) উশর : যেসব শস্য ও ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে সেচ কার্য কিংবা বদলার জন্য অতিরিক্ত কোনো খরচ হয়নি, সেসব শস্য ও ফসলের পরিমাণ নিসাব পর্যন্ত পৌঁছলে, উৎপাদিত মোট সম্পদের উশর তথা দশ ভাগের এক ভাগ কিংবা ১০% যাকাত দিতে হবে।

ফসলের যাকাতের পরিমাণের উপরোক্ত হিসাবের দলীল হলো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস। তিনি বলেছেন,

مَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ بَعْثًا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

"আকাশের পানি, ঝরনা-খাল অথবা জমির আর্দ্রতা দ্বারা চাষ করা জমির উৎপাদিত ফসলের এক দশমাংশ, আর সেচের পানি দ্বারা জমির উৎপাদিত ফসলের এক দশমাংশের অর্ধেক তথা বিশ ভাগের একভাগ যাকাত/উশর দিতে হবে।" *(আবু দাউদঃ ১৫৯৬; ইবনে মাজাহঃ ১৮১৭; নাসা'ঈঃ ২৪৮৮)*

২) নিসফু উশর : যেসব শস্য ও ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে সেচ কার্য কিংবা বদলার জন্য অতিরিক্ত অর্থ খরচ হয়েছে, সেসব শস্য ও ফসলের পরিমাণ নিসাব পর্যন্ত পৌঁছলে, উৎপাদিত মোট সম্পদের নিসফু উশর তথা অর্ধ উশর অর্থাৎ বিশ ভাগের এক ভাগ বা ৫% যাকাত দিতে হবে।

ফসলের যাকাতের পরিমাণের উপরোক্ত হিসাবের দলীল হলো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস। তিনি বলেছেন,

مَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ بَعْثًا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

"আকাশের পানি, ঝরনা-খাল অথবা জমির আর্দ্রতা দ্বারা চাষ করা জমির উৎপাদিত ফসলের এক দশমাংশ, আর সেচের পানি দ্বারা জমির উৎপাদিত ফসলের এক দশমাংশের অর্ধেক তথা বিশ ভাগের একভাগ যাকাত/উশর দিতে হবে।" *(আবু দাউদঃ ১৫৯৬; ইবনে মাজাহঃ ১৮১৭; নাসা'ঈঃ ২৪৮৮)*

এ সংক্রান্ত আরো দলীল নিম্নরূপ :

فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ، وَالْغَيْمُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ

"যে জমি নদী-নালা ও বর্ষার পানিতে সিক্ত হয়, তাতে 'উশর (ধার্য হবে)। আর যে জমিতে উটের সাহায্যে পানি সরবরাহ করা হয়, তাতে অর্ধ 'উশর (ধার্য হবে)।" *(সহীহ মুসলিমঃ ২১৬২)*

অপর বর্ণনায় রয়েছে,

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

“বৃষ্টি ও প্রবাহিত পানি দ্বারা সিক্ত জমিতে উৎপাদিত ফসল বা সেচ ব্যতীত উর্বরতার ফলে উৎপন্ন ফসলের ওপর 'উশর (ধার্য হয়)। আর সেচ দ্বারা উৎপাদিত ফসলের ওপর অর্ধ 'উশর (ধার্য হয়)।” *(সহীহ বুখারীঃ ১৪৮৩; ইবনে মাজাহঃ ১৮১৬; তিরমিজীঃ ৬৩৯)*

ফল ও ফসলের যাকাতের নিসাব

শস্য ও ফলের যাকাতের নিসাব হলো পাঁচ ওয়াসাক। অতএব কোনো ব্যক্তির মালিকানাধীন জমিতে পাঁচ ওয়াসাকের কম শস্য কিংবা ফল উৎপাদিত হলে সেক্ষেত্রে যাকাত দিতে হবে না। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস রয়েছে। আবু সা'ঈদ আল-খুদরী রাদিআল্লাহু আনহুর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

“পাঁচ উকিয়ার কম সম্পদের ওপর সাদাকা (যাকাত) নেই, পাঁচটি উটের কম উটের ওপর সাদাকা (যাকাত) নেই এবং পাঁচ ওয়াসাকের কম উৎপন্ন ফসলের ওপর সাদাকা (যাকাত) নেই।” *(সহীহ বুখারীঃ ১৪০৫; সহীহ মুসলিমঃ ২১৫৩; ইবনে মাজাহঃ ১৭৯৪; আবু দাউদঃ ১৫৫৮; তিরমিজীঃ ৬২৬; নাসা'ঈঃ ১৪৪৫)*

অতএব যেসব হাদীসে ব্যাপক অর্থে বলা হয়েছে যে, ফসলের যাকাত দিতে হবে, সেসব হাদীসকে উপরোক্ত হাদীস দ্বারা খাস করা হয়েছে। সুতরাং পাঁচ ওয়াসাক কিংবা তার চেয়ে বেশি পরিমাণ ফসলের যাকাত দিতে হবে; পাঁচ ওয়াসাকের কম হলে যাকাত দিতে হবে না।

ব্যক্তির ভূমিজ উৎপাদিত গম ও যব আলাদাভাবে নিসাব পূর্ণ না হয়ে উভয় প্রকারের ফসল একত্রে পাঁচ ওয়াসাক হলেও তার উশর দিতে হবে। অনুরূপভাবে যদি গম, যব, ধান, খেজুর ও কিশমিশ প্রত্যেক আইটেম এক ওয়াসাক করে উৎপাদিত হয় এবং সব মিলে পাঁচ ওয়াসাক পূর্ণ হয়, তাহলেও যাকাত দিতে হবে। কিন্তু সম্মিলিতভাবে কম হলে তার যাকাত দেওয়া জরুরি নয়।

পাঁচ ওয়াসাকের আধুনিক পরিমাপ

সকল পর্যালোচনায় প্রমাণিত যে, ১ ওয়াসাক = ৬০ সা'। এক্ষেত্রে সকলেই একমত। কিন্তু আরবী 'সা'-এর পরিমাপ নির্ধারণে মতভেদ লক্ষণীয়—

১) হানাফি মাযহাবের ইমামগণ ইরাকি 'সা'-কে স্ট্যান্ডার্ড ধরেন। সে হিসাবে ১ 'সা = ৮ রতল। সুতরাং ৬০ সা' (১ ওয়াসাক) = ৪৮০ রতল। তাহলে ৫ ওয়াসাক = ২৪০০ রতল। 'রতল' হচ্ছে আরবী পরিমাপের সর্বনিম্ন একক। অধিকাংশ আধুনিক গবেষণামতে, আধুনিক মেট্রিক পদ্ধতির ওজনে ১ রতল = ৪১২.১ গ্রাম। সুতরাং ২৪০০ রতল = ৯৮৯০৪০ গ্রাম বা ৯৮৯.০৪ কিলোগ্রাম, যা প্রায় ২৫ মণ।

২) অন্যরা মদীনায় প্রচলিত 'সা'-কে স্ট্যান্ডার্ড ধরেছেন। তাদের হিসাবে, এক 'সা সমান হলো পাঁচ রতল ও এক-তৃতীয়াংশ রতল, অর্থাৎ ৫.৩৩৩..... রতল। তাহলে ৬০ সা' (১ ওয়াসাক) = ৩১৯.৯৮ রতল। তাহলে ৫ ওয়াসাক = ১৫৯৯.৯ রতল। অধিকাংশ আধুনিক গবেষণামতে, আধুনিক মেট্রিক পদ্ধতির ওজনে ১ রতল = ৪১২.১ গ্রাম। সুতরাং ১৫৯৯.৯ রতল = ৬৫৯৩১৮.৭৯ গ্রাম, বা ৬৫৯.৩১৮৭৯ কেজি, যা প্রায় যা প্রায় ১৭ মণ।

তবে ইমাম আবু হানীফা রহ. এর নিজস্ব মতানুসারে, ফল-ফসলের কোনো নিসাব নেই; অল্পবেশি যা-ই হোক যাকাত আদায় আবশ্যক। বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী হানাফি মত অনুসরণ করেন বিধায় তারা এই মতটিকেই উশরের ক্ষেত্রে মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন। এ মতটি অধিকতর সাবধানতাপূর্ণ ও হিসাবের ক্ষেত্রেও সহজতর।

উশর সংক্রান্ত কতিপয় মাসায়েল

১. ফল ও ফসলের যাকাত কখন ফরজ হবে?

উশর উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত। উৎপাদন না হলে উশর দিতে হবে না। যখনই কোনো শস্য কিংবা ফল উৎপাদিত হয়ে পরিপক্ক হবে, তখনই এর ওপর যাকাত ফরজ হবে। অতএব কোনো ফসল অপরিপক্ক থাকাবস্থায় এর ওপর যাকাত ফরজ হবে না।

সুতরাং, বছরে ফসল যতবার হবে ততবারই পৃথক পৃথকভাবে উশর আদায় করতে হবে, কেননা, যাকাতের মতো উশরে বছর পূর্ণ হওয়ার শর্ত নেই। যদি কারো এক মৌসুমে ২০০ মণ ধান উৎপন্ন হওয়ার পর তিনি উশর পরিশোধ করে দেন, তাহলে

উক্ত ফসল বছরের পর বছর ঘরে থাকলেও তাকে দ্বিতীয়বার ঐ উৎপাদনের উশর দিতে হবে না।

২. ফসল উৎপাদন করার খরচাদি উশর আদায়ের সময় বাদ দেওয়া যাবে কি?

উশরের উল্লিখিত পরিমাণ থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, ফসল উৎপাদন করার খরচাদি বাদ দিয়ে উশরের পরিমাণ ধার্য করা হয়নি; বরং মোট উৎপন্ন ফসলের উপর আরোপ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, "জমিনে প্রত্যেক উৎপন্ন ফসলে এক-দশমাংশ বা বিশভাগের এক ভাগ প্রদান করা ওয়াজিব। ফসল উৎপন্ন করার খরচাদি উশর থেকে বাদ দেওয়া হবে না। যেমন: শ্রমিকের মজুরি, হালচাষ, নালা, ড্রেন, কূপ ইত্যাদি খননের খরচাদি। কেননা ফসল উৎপন্ন করার খরচাদি বাদ দিয়ে উশরের পরিমাণ স্থির করা হয়নি; বরং মোট উৎপন্ন ফসলের উপর উশর ওয়াজিব। *(হিদায়া, ফাতহুল কাদির ২/২৫৫; রদ্দুল মুহতার ২/৩২৮; ফাতওয়া আলমগিরি ১/২৪৯)*

৩. ইজারাকৃত জমির ফসলের যাকাত আদায়ের বিধান

অধিকাংশ আলিমের মতে, যিনি জমি ইজারা, লিজ বা বন্ধক নিয়েছেন তাকেই ওশর প্রদান করতে হবে। কারণ ওশর উৎপাদনের সাথে সম্পর্কিত। অতএব, যিনি উৎপাদন করবেন ও ফসল ভোগ করবেন, তিনিই ওশর প্রদান করবেন।

এক্ষেত্রে জমির মালিক তো ফসলের মালিক নয়; তিনি জমির ইজারা বাবদ কেবল অর্থ পেয়েছেন। যদি তার অর্থের পরিমাণ নিসাব পরিমাণে পৌঁছে, তাহলে তিনি তার অর্থের যাকাত দেবেন; কিন্তু ফসলের যাকাত তাকে দিতে হবে না। তবে দুজন মিলে ফসল ভাগ করে নিলে শর্তসাপেক্ষে উভয়ের উপরই ওশর ওয়াজিব হবে।

৪. বর্গা চাষের জমির ফসলের যাকাত আদায়ের বিধান

বর্গা চাষের নিয়ম হলো, একজনের জমিতে আরেকজন চাষাবাদ করবে। অতঃপর চুক্তি অনুযায়ী ফসল ভাগাভাগি হবে। এক্ষেত্রে সাধারণ মূলনীতি হলো, জমির মালিক ও বর্গা চাষি প্রত্যেকে উৎপন্ন ফসলের নিজ নিজ অংশের উশর প্রদান করবেন। এক্ষেত্রে চাইলে ফসল ভাগাভাগি হওয়ার পূর্বে শুরুতেই মোট সম্পদ থেকে যাকাত আদায় করে দেওয়া যায়। অথবা ফসল ভাগাভাগি হওয়ার পর মোট সম্পদের মধ্যে হতে উভয়ের ভাগের অনুপাত অনুসারে উভয়ে নিজ নিজ ফসল থেকে যাকাত আদায় করলেও হবে।

৫. কোন ফসলের উপর ওশর প্রযোজ্য নয়?

পচনশীল, সংরক্ষণের অযোগ্য, ওজনযোগ্য নয়, ঔষধ বা খুশবু তৈরীতে ব্যবহৃত হয় এমন ফসলের উশর নেই। বসতবাড়ির আঙিনায় উৎপাদিত ফল-ফসল ও অমুসলিমদের ভূমির ফসলে উশর প্রযোজ্য হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মতে, "রেখে দেওয়া যায় না এমন টাটকা ব্যবহার্য শাকসবজির উপর ওশর নেই। অনুরূপভাবে পশুর খাবার ও খড়ির উপরও কোন উশর নেই।"

৬. জমির খাজনা আদায় করলেও কি ওশর প্রদান আবশ্যক?

যেসব জমি মুসলিমগণ যুদ্ধে বিজয় লাভের মাধ্যমে অর্জন করেছে অথবা অমুসলিমরা জমি রেখে পালিয়ে গেছে অথবা চুক্তির মাধ্যমে অমুসলিমদের কাছ থেকে মুসলিমগণ লাভ করেছে, সেসব জমিকে খারাজী জমি বলা হয়। যদি কোনো মুসলিম খারাজী জমির মালিক হয় এবং তাকে খারাজ তথা ট্যাক্স দিতে হয়। সেক্ষেত্রে অধিকাংশ আলিমের মতে, সেই জমির খারাজ দেওয়ার পাশাপাশি ফসলের যাকাতও প্রযোজ্য হবে অর্থাৎ মুসলিম ব্যক্তিকে সেই জমির খারাজ দিতে হবে এবং সেই জমিতে উৎপাদিত ফসলের যাকাতও দিতে হবে। কেননা খারাজ দিতে হয় জমির কারণে; ফসলের কারণে নয়। অথচ সুনির্দিষ্টভাবে ফসলের ওপর যাকাত ফরজ করা হয়েছে।

ফসলের যাকাত ফরজ করার ক্ষেত্রে কোনো জমিকে বাদ দেওয়া হয়নি। অতএব খারাজী জমিতে উৎপাদিত ফসলও যাকাতযোগ্য ফসল বলে গণ্য হবে। কেননা ফসলের ক্ষেত্রে যাকাতের বিধানটি আম তথা ব্যাপক। যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ

"হে ইমানদারগণ, তোমরা স্বীয় উপার্জন থেকে এবং যা আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করো।" *(সূরা বাকারাঃ ২৬৭)*

এছাড়া হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

"বৃষ্টি ও প্রবাহিত পানি দ্বারা সিক্ত জমিতে উৎপাদিত ফসল বা সেচ ব্যতীত উর্বরতার ফলে উৎপন্ন ফসলের ওপর উশর (ধার্য হয়)। আর সেচ দ্বারা উৎপাদিত ফসলের ওপর অর্ধ 'উশর (ধার্য হয়)।" (*সহীহ বুখারীঃ ১৪৮৩; ইবনে মাজাহঃ ১৮১৬; তিরমিজীঃ ৬৩৯)*

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীসে যেহেতু ফসলের যাকাত ফরজ করার ক্ষেত্রে কোন ধরনের জমি হতে হবে সেরকম কোনো নির্দেশনা দেওয়া হয়নি, সেহেতু সকল প্রকার জমির

ক্ষেত্রে শস্য ও ফলের যাকাত প্রযোজ্য হবে চাই সেটা সাধারণ জমি হোক অথবা খারাজী জমি হোক।

উশরি জমির পরিচয়

ইমাম আলাউদ্দীন কাসানি রহ. উশরি জমির পরিচয় দিতে গিয়ে বলেনঃ "উশরি জমি হলো আরবের সকল জমি; ওই সকল ভূমি, যার মালিকরা জমির ব্যাপারে উশরি বা খারাজির কোনো হুকুম দেওয়ার আগেই স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছে; ওই সকল ভূমি, যা যুদ্ধের মাধ্যমে জয় করা হয়েছে এবং গনিমতের হকদারদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হয়েছে; মুসলমানদের ওই সকল বাড়ি, যা তারা শস্য উৎপাদনের জন্য নির্ধারণ করে নিয়েছে। এ সমস্ত জমির সেচব্যবস্থা উশরি পানি দিয়ে করা হলে, তখন এগুলোতে উশর ওয়াজিব হবে।"

ফকিহগণের মতে, কোনো দেশ যদি শান্তিচুক্তির ভিত্তিতে বিজিত হয় এবং এর অধিবাসীগণও মুসলমান হয়ে যায় তাহলে শরী'আহ অনুযায়ী এ সকল ভূমি উশরি জমি হিসেবে সাব্যস্ত হবে এবং এর উপর উশর ওয়াজিব হবে। অনুরূপভাবে কোনো দেশ যদি যুদ্ধের মাধ্যমে বিজিত হওয়ার পর মুসলিম শাসক ওই দেশের ভূমি গনিমত বণ্টনের নিয়মানুসারে পাঁচভাগ করে চারভাগ যোদ্ধাদের বণ্টন করে দেয় এবং অপর ভাগ রাষ্ট্রীয় কোষাগারের আওতায় রেখে দেয় তাহলে যোদ্ধাদের মালিকানাধীন ভূমি উশরি হিসেবে গণ্য হবে। যেমন : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বারের ভূমি যোদ্ধাদের মধ্যে বণ্টন করে তাদের উপর উশর ধার্য করেছিলেন।

ইসলামি রাষ্ট্রের গোড়াপত্তনের সময় যে ভূমি কারও মালিকানাধীন ছিল না এবং আবাদযোগ্যও ছিল না এরূপ ভূমি যদি মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানের নির্দেশে কোনো মুসলমান আবাদ করে, তবে ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর মতে এর নিকটবর্তী ভূমি যদি উশরি হয় তাহলে এগুলোও উশরি বলে গণ্য হবে। তবে অনাবাদ জমি যদি কোনো অমুসলিম আবাদ করে তাহলে খারাজি জমি হবে। অনুরূপভাবে যেসকল দেশ যুদ্ধ করে জয় করা হয়েছে ওই দেশের বাসিন্দাগণ যদি মুসলিম শাসকের নির্দেশের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করে এবং মুসলিম শাসক যদি গনিমতের মাল বণ্টনের নিয়মে যোদ্ধাদের মাঝে ওই ভূমি বণ্টন করে দেন তবে উক্ত ভূমি উশরি হিসেবে গণ্য হবে। পাহাড়ি জমি, যেখানে

পানি পৌঁছে না, সেই ভূমিগুলোও উশরি ভূমি হিসেবে গণ্য হবে। *(জাওয়াহিরুল ফিক্বহ ২/২৪৮)*

বাংলাদেশি জমি উশরি নাকি খারাজি !

বাংলাদেশে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর মাধ্যমে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার অনেক আগে থেকেই (হিজরী প্রথম শতাব্দী থেকে) সুফি-দরবেশদের দাওয়াতে বহু মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেন। মুসলিম শাসকেরা এদেশের পুরনো ভূমি ব্যবস্থায় তেমন কোনো পরিবর্তন না করে প্রজাদের আগের ভূমিতেই বহাল রেখেছিলেন। এভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বাংলা অঞ্চলের ভূমি তিন ধরনের হয়—

১. ওই সকল মুসলমানের ভূমি, যারা আগে থেকেই স্বেচ্ছায় ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছে। এই প্রকার ভূমি উশরি।

২. অমুসলিমদের ওই সকল ভূমি, যেখানে মুসলিম সেনাপতিরা বিজয়ের পর পূর্বের মালিকদেরকেই বহাল রেখেছেন। এই প্রকার ভূমি খারাজি।

৩. ব্যক্তিমালিকানাহীন পতিত ভূমি। যেমন: বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, খাল-বিল ইত্যাদি। এই প্রকার ভূমি যদি কোনো মুসলমান আবাদ করে থাকে কিংবা সরকার তাকে দিয়ে থাকে তাহলে তা উশরি বলে গণ্য হবে; অন্যথায় খারাজি বলে গণ্য হবে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কিছু বিভ্রান্তি ছড়ানো আছে যে, ফসলের যাকাত ভূমির ইতিহাসের সাথে সম্পৃক্ত। আর আমাদের দেশের ভূমির ইতিহাস জানা নেই। তাই এতে উশরও ওয়াজিব হবে না। অথচ বাস্তবতা হলো, ভূমির ইতিহাস জানা ছাড়াই বেশ কিছু শ্রেণির ভূমির ফসলে যাকাত আবশ্যক হয়। বাংলাদেশের ভূমি উশরি না খারাজি, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের সুদীর্ঘ আলোচনার সারকথা হলো—

- পাকিস্তান হওয়ার পর অমুসলিমদের পরিত্যক্ত যেসব জমি কোনো মুসলমানকে দেওয়া হয়েছে সেটা উশরি।
- বাংলাদেশ হওয়ার পর অমুসলিমদের পরিত্যক্ত যে জমি মুসলমানকে দেওয়া হয়েছে সেটা উশরি না খারাজি তা স্বতন্ত্র গবেষণার বিষয়।
- বাংলাদেশ হওয়ার পর অন্য দেশে হিজরত করে চলে যাওয়া মুসলিমদের পরিত্যক্ত যে জমি কোনো মুসলমানকে দেওয়া হয়েছে সেটা উশরি।

- কেউ নিজ উদ্যোগে অনাবাদ জমি আবাদ করার পর সরকার তা মুসলমানকে দিলে এবং সেই জমির পার্শ্ববর্তী জমি উশরি হলে সেটাও উশরি হবে।
- সরকার কোনো অনাবাদ জমি নিজে আবাদ করে মুসলমানকে দিলে সেটা উশরি হবে।
- উপর্যুক্ত পাঁচ প্রকার জমি ছাড়া যেসব জমি পাকিস্তান হওয়ার আগে থেকেই ধারাবাহিকভাবে মুসলমানের মালিকানায় চলে আসছে এবং তার মালিকানার চেইনে কোনো অমুসলিম নেই সেগুলোও উশরি বলে গণ্য হবে এবং তার উশর আদায় করবে।
- যে জমির ব্যাপারে কোনো কিছুই জানা যায় না, সেটা মুসলমানের মালিকানায় থাকলে তা উশরি বলে গণ্য হবে।
- আর যেসব জমি কোনো বিধর্মীর হাত থেকে ক্রয় করা হয়েছে বা তার মালিকানার চেইনে কোনো পর্যায়ে অমুসলিম ছিল সেগুলো খারাজি হিসাবে গণ্য হবে এবং তার খারাজ আদায় করবে, যা প্রতিবছর একবার বর্তাবে।

অনেকে ধারণা করেন যে, বাংলাদেশের জমির খাজনা বা করো দিতে হয় বিধায় এদেশের জমির উৎপাদিত ফসলের উশর দিতে হবে না। জেনে রাখা দরকার, খাজনা বা করো এবং খারাজ এক জিনিস নয়। কারণ খারাজী জমির তিনটি শর্ত। যথাঃ

১. তা বিজিত অমুসলিম নাগরিকদের জমি হতে হবে;

২. ফিকহের দৃষ্টিতে খারাজ হবে উশরের চেয়ে পরিমাণে বেশি এবং

৩. ইসলামি সরকার খারাজ আদায় ও ইসলামি বিধানমতো ব্যয় করবে।

এ তিন শর্তের কোনোটিই আমাদের দেশে পূর্ণ হয় না। অতএব, এখানে জমির উৎপাদিত ফসলের উশর দিতে হবে না— এ বক্তব্য সঠিক নয়; বরং বাংলাদেশের জমির উৎপাদিত ফসলের উশর দিতে হবে।

প্রোথিত ও খনিজ সম্পদের যাকাত

প্রোথিত সম্পদের পরিচয়

প্রোথিত সম্পদের আরবী হলো রিকায (رِكَاز)। এটি একবচন। বহুবচনে رِكْزَان ও أَرْكِزَة. আভিধানিক অর্থে রিকায (رِكَاز) শব্দটি গুপ্তধন, আকরিক, ভূগর্ভে প্রাকৃতিকভাবে তৈরি ধাতব খনি প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

পরিভাষায় رِكَاز হলো, المَالُ المَدفُونُ فِي الجَاهِلِيَّة অর্থাৎ "জাহেলী যুগে যে সম্পদ মাটির নিচে পুঁতে রাখা হয়েছে।"

মুফতী মুহাম্মদ আমীমুল ইহসান রহ. বলেন, "ভূমিতে প্রোথিত সম্পদকেই রিকায (رِكَاز) বলে; চাই তা প্রাকৃতিক বা লুকায়িত হোক না কেন। এ অর্থের আলোকে রিকায দ্বারা মা'দিন এবং কানয উভয়কেই বুঝাবে।"

আশ-শরীফ আল-জুরজানী রহ. বলেন, "ভূমিতে প্রোথিত সম্পদকেই রিকায (رِكَاز) বলে; চাই তা প্রাকৃতিক বা লুকায়িত হোক না কেন।"

জাহেলী যুগে অমুসলিমরা মূল্যবান সম্পদ যেমন— স্বর্ণ, রূপা, জহরত, মূল্যবান পাথর, দিনার, দিরহাম ইত্যাদি মাটির নিচে গোপনে সংরক্ষণ করোত, যা رِكَاز তথা গুপ্তধন হিসাবে পরিচিত। কোনো মুসলিম যদি তার নিজের বাড়ি কিংবা জমির মধ্যে কোনো গুপ্তধন পায়, তাহলে সে উক্ত গুপ্তধনের মালিক হবে। অতএব যেহেতু গুপ্তধন পাবার মাধ্যমে মুসলিম ব্যক্তি অমুসলিম ব্যক্তির সম্পদের মালিক হওয়ার সুযোগ রয়েছে, সেহেতু গুপ্তধনের সাথে গনীমত তথা যুদ্ধের মাধ্যমে অমুসলিমদের থেকে লব্ধ সম্পদের সাথে আংশিক মিল রয়েছে। এক্ষেত্রে উক্ত প্রোথিত সম্পদের উপর যাকাত আবশ্যক। কেননা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ

"হে মুমিনগণ, তোমরা স্বীয় উপার্জন থেকে এবং যা আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করো।" *(সূরা বাকারাঃ ২৬৭)*

ইবনে কাছীর রহ. বলেন, যা মুমিনদেরকে ভূমি থেকে বের করে দেয়া হয়েছে বলতে স্বর্ণ-রৌপ্য, শস্য প্রভৃতির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্রোথিত সম্পদের নিসাব

ফকীহগণের ঐকমত্যে ভূমিতে প্রোথিত সম্পদে এক-পঞ্চমাংশ যাকাত ওয়াজিব এবং এতে নিসাব ও বছর অতিক্রান্ত হওয়ার কোন শর্ত নেই; বরং প্রাপ্ত হওয়ার পরেই এর

উপর যাকাত আবশ্যক হবে। বর্ষপূর্তির শর্তারোপ না করার কারণ হলো, তা সম্পূর্ণ বর্ধিত সম্পদ। আর বর্ষপূর্তির শর্ত আরোপ করা হয় সম্পদ বর্ধিত হওয়ার জন্য।

ইমাম আবু হানীফা রহ., ইমাম মালিক রহ., ইমাম আহমাদ রহ. এবং ইমাম শাফে'ঈ রহ. এর প্রথম মত অনুযায়ী, প্রোথিত সম্পদে নির্দিষ্ট পরিমাণ কোন নিসাব নির্ধারিত নেই। অর্থাৎ যে পরিমাণ সম্পদ উত্তোলন করা হবে, সে পরিমাণ সম্পদের উপর যাকাত প্রদান করতে হবে। প্রোথিত সম্পদ যেহেতু এক-পঞ্চমাংশ গ্রহণযোগ্য সম্পদ, তাই তার কোন নিসাব হতে পারে না। প্রোথিত সম্পদ কোনরূপ ব্যয় ও পরিশ্রম ব্যতীত লাভ হয় বিধায় এতে যাকাত ধার্যকরণে কোন কিছু বাদ দেয়ার প্রশ্ন উঠে না।

এ মতের পক্ষে দলীল হলোঃ আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

العَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالبِئْرُ جُبَارٌ، وَالمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ

"চতুষ্পদ জন্তুর আঘাত দায়মুক্ত, কূপ (খননে শ্রমিকের মৃত্যুতে মালিক) দায়মুক্ত, খনি (খননে কেউ মৃত্যুবরণ করলে মালিক) দায়মুক্ত। আর রিকাযে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব।" *(সহীহ বুখারীঃ ১৪৯৯,৬৯১২; সহীহ মুসলিমঃ ৪৩৫৭; আবু দাউদঃ ৪৫৯৩; তিরমিজীঃ ৬৪২; নাসা'ঈঃ ২৪৯৫)*

আবু হুরায়রা ও আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুমা থেকে অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ

"রিকাযে এক-পঞ্চমাংশ যাকাত প্রদান করতে হবে।" *(ইবনু মাজাহঃ ২৫০৯,২৫১০; আবু দাউদঃ ৩০৮৫)*

অতএব এ কথা সুস্পষ্ট যে, প্রোথিত সম্পদে নির্দিষ্ট পরিমাণ নিসাব নির্ধারিত হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট কোন দলীল বর্ণিত হয়নি। তাই যে পরিমাণ সম্পদ উত্তোলন করা হবে, সে পরিমাণ সম্পদের উপরই 'খুমুস' বা এক-পঞ্চমাংশ যাকাত প্রদান করতে হবে।

খনিজ সম্পদের পরিচয়

খনিজ বা ভূ-গর্ভস্থ সম্পদকে মা'দিন (مَعْدِن) বলা হয়। মা'দিন (مَعْدِن) শব্দটি একবচন, বহুবচনে مَعَادِن আভিধানিক অর্থে মা'দিন (مَعْدِن) শব্দটি খনি, উৎসমূল, খনিজ পদার্থ, ধাতু প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

শরী'আতের পরিভাষায়, المَعْدِن হলো—

اِسْمٌ لِكُلِّ مَا فِيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْخَصَائِصِ الْمُنْتَفَعِ بِهَا كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْيَاقُوْتِ وَالزَّبَرْجَدِ وَالصُّفْرِ وَالزُّجَاجِ وَالزِّيْبَقِ وَالْكُحْلِ وَالنَّفْطِ وَالْقَارِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

“মা’দিন বা খনিজ সম্পদ হলো— যেখানে এমন কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকে, যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়। যেমন— স্বর্ণ, রুপা, ইয়াকুত পাথর, মণি মুক্তা, কাঁচ, পারদ, সুরমা, আলকাতরা ও পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি।”

খনিজ পদার্থের ওপর যাকাত প্রযোজ্য হওয়ার জন্য এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া শর্ত নয়। অতএব যখন খনিজ পদার্থ পাওয়া যাবে তখনই যাকাত প্রদান করবে। হানাফি, মালেকী, শাফে’ঈ ও হাম্বলী মাযহাবসহ সকল ফকীহ ও আলিম এ অভিমত পেশ করেছেন।

খনিজ সম্পদের নিসাব

খনিজ সম্পদে নিসাব নির্ধারণের ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন-

১) ইমাম আবু হানীফা রহ. ও তাঁর অনুসারীগণের মতে, খনিজ সম্পদে নির্দিষ্ট পরিমাণ কোন নিসাব নির্ধারিত নেই। অর্থাৎ যে পরিমাণ খনিজ দ্রব্য উত্তোলন করা হবে, সে পরিমাণ খনিজ দ্রব্যের উপর যাকাত প্রদান করতে হবে। খনিজ সম্পদে এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার শর্ত নেই।

২) ইমাম শাফে’ঈ রহ., ইমাম মালিক রহ., ইমাম আহমাদ রহ., ইসহাক রহ. ও তাঁদের অনুসারীগণের মতে, খনিজ সম্পদে নিসাব নির্ধারিত হবে। স্বর্ণ ও রৌপ্যের নিসাব পর্যায়ে যে সকল হাদীস বর্ণিত হয়েছে, সেসবের সাধারণ অর্থকেই তাঁরা দলীল হিসেবে গণ্য করেছেন। যেমন- পাঁচ ওয়াকিয়ার কম রৌপ্যে ও বিশ মিছকালের কম স্বর্ণে যাকাত ধার্য হবে না। সুতরাং খনিজ সম্পদেও নিসাব নির্ধারিত হবে। তবে এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার শর্ত থাকবে না।

ইউসুফ আল-কারযাভী বলেন, “নিসাব নির্ধারণের শর্ত আরোপের অর্থ এই নয় যে, একবারে যা পাওয়া যাবে, তার নিসাব হয় কি-না তা দেখতে হবে। বরং বহুবারে যা পাওয়া যাবে তা একত্রিত করে পরিমাণ ধরতে হবে। কেননা খনিজ সম্পদ এভাবেই উদ্ধার ও উত্তোলিত হয়ে থাকে। আর কৃষি ফসল থেকে লব্ধ সম্পদে যাকাতের হিসাবও অনুরূপভাবেই করা হয়।”

খনিজ সম্পদের যাকাত

খনিজ সম্পদে কী পরিমাণ যাকাত প্রদান আবশ্যক হবে এ ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন-

প্রথম মত, ইমাম আবু হানীফা রহ. ও তাঁর অনুসারীগণের মতে, খনিজ দ্রব্যে এক-পঞ্চমাংশ যাকাত প্রদান আবশ্যক। এই মতটি অধিকতর শক্তিশালী। এ মতের স্বপক্ষে দলীলসমূহ নিম্নরূপ: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ

"আর তোমরা জেনে রাখ, গনীমতরূপে তোমরা যা কিছু পাও, তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্ তা'আলার জন্য"[1] *(সূরা আনফালঃ ৪১)*

উপর্যুক্ত বর্ণিত আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, খনিজ সম্পদেও এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ তা'আলার জন্য ওয়াজিব হবে। আর ভূমি থেকে প্রাপ্ত সম্পদও গনীমতের মালের অন্তর্ভুক্ত। হাদীসেও এর স্বপক্ষে দলীল রয়েছে।

আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

العَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالبِئْرُ جُبَارٌ، وَالمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ

"চতুষ্পদ জন্তুর আঘাত দায়মুক্ত, কূপ (খননে শ্রমিকের মৃত্যুতে মালিক) দায়মুক্ত, খনি (খননে কেউ মৃত্যুবরণ করলে মালিক) দায়মুক্ত। আর রিকায়ে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব।" *(সহীহ বুখারীঃ ১৪৯৯,৬৯১২ ;সহীহ মুসলিমঃ ৪৩৫৭; সুনানে আবু দাউদঃ ৪৫৯৩; তিরমিজীঃ ৬৪২; নাসাঈঃ ২৪৯৫)*

অপর এক হাদীসে আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ، فَقِيلَ لَهُ: مَا الرِّكَازُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: الذَّهَبُ وَالفِضَّةُ الَّذِي خَلَقَهُ اللهُ فِي الأَرْضِ يَوْمَ خُلِقَتْ

"আর ভূ-গর্ভস্থ সম্পদে এক-পঞ্চমাংশ ওয়াজিব। কেউ জিজ্ঞাসা করলো, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! ভূ-গর্ভস্থ সম্পদ কী? তিনি বললেন, স্বর্ণ ও রৌপ্য, যা ভূমি সৃষ্টির প্রাক্কালে আল্লাহ্ তা'আলা ভূমিতে গচ্ছিত রেখেছেন।" *(সুনানে দারা কুতনীঃ ২৮৪০; মুসনাদে আহমাদঃ ৮৫৪৪)*

দ্বিতীয় মত, মালেকী, শাফে'ঈ ও হাম্বলী মাযহাব অনুসারে, খনিজ দ্রব্যে এক-দশমাংশের এক-চতুর্থাংশ অর্থাৎ চল্লিশ ভাগের একভাগ যাকাত ওয়াজিব। এ মতের স্বপক্ষে দলীল হলোঃ রাবী'আ ইবনে আবী আব্দির রহমান রহ. থেকে একাধিকজন বর্ণনা করেছেন যে,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَطَعَ لِبِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ. وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرْعِ. فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا، إِلَى الْيَوْمِ إِلَّا الزَّكَاةُ

“রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফুর'আ অঞ্চলে অবস্থিত কাবালিয়া খনিসমূহ বিলাল ইবনুল হারিছ আল-মুযানীকে জায়গীর হিসেবে দিয়েছিলেন। তা থেকে অদ্যাবধি যাকাত ব্যতীত অন্য কিছু গৃহীত হয় না।” *(আবু দাঊদঃ ৩০৬১; সুনানে আল-কুবরা (বায়হাকী): ৭১৯৪)*

আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী রাদিআল্লাহু আনহু বলেন,

بَعَثَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْيَمَنِ بِذُهَيْبَةٍ فِي أَدِيمٍ مَقْرُوظٍ، لَمْ تُحَصَّلْ مِنْ تُرَابِهَا، قَالَ: فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ، بَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ، وَأَقْرَعَ بْنِ حَابِسٍ، وَزَيْدِ الْخَيْلِ، وَالرَّابِعُ: إِمَّا عَلْقَمَةُ وَإِمَّا عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ.

“আলী ইবনে আবি তালিব রাদিআল্লাহু আনহু ইয়েমেন থেকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক প্রকার (রঙিন) চামড়ার থলেতে করে সামান্য কিছু স্বর্ণ পাঠিয়েছিলেন। এখনও এগুলো থেকে সংযুক্ত মাটি পরিষ্কার করা হয়নি। আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী বলেন, অতঃপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চার জনের মাঝে স্বর্ণখণ্ডটি বণ্টন করে দিলেন। তারা হলেন, উয়াইনাহ ইবন বদর, আকরা ইবন হাবিস, যায়েদ আল-খাইল এবং চতুর্থ জন হলেন আলকামাহ নতুবা আমির ইবন আত-তুফাইল।” *(সহীহ বুখারীঃ ৪৩৫১; সহীহ মুসলিমঃ ২৩৪১)*

এ হাদীসে দেখা যাচ্ছে খনিজ পদার্থ হিসাবে প্রাপ্ত স্বর্ণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অমুসলিমের চিত্তাকর্ষণের জন্য দিয়েছেন, যা যাকাতের সাধারণ আটটি খাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত; খুমুস তথা এক-পঞ্চমাংশের খাত নয়। আর যেসব পণ্যের যাকাত আটটি সাধারণ খাতে প্রদান করা হয়, সেসব পণ্যের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হয়।

অতএব এ দৃষ্টিকোণ থেকে উপরোক্ত হাদীস দ্বারা পরোক্ষভাবে প্রমাণিত হয় যে, খনিজ পদার্থের নিসাব হলো স্বর্ণ ও রূপার নিসাবের অনুরূপ অর্থাৎ ৮৫ গ্রাম স্বর্ণ অথবা ৫৯৫ গ্রাম রূপার সমমূল্যের খনিজ পদার্থ থাকলে তার ওপর যাকাত ২.৫% ফরজ হবে।

যে ধরণের খনিজ পদার্থের উপর যাকাত ফরজ

কোন ধরনের খনিজ পদার্থের ওপর যাকাত ফরজ হবে সে ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে ইখতিলাফ রয়েছে। যেমনঃ

প্রথম অভিমত : মালেকী, শাফে'ঈ ও হাম্বলী মাযহাব অনুসারে, যেসব খনিজ পদার্থের ওপর যাকাত ফরজ হবে, সেগুলো স্বর্ণ কিংবা রূপা হওয়া শর্ত। অতএব স্বর্ণ ও রূপা ব্যতীত আর কোনো খনিজ পদার্থের ওপর যাকাত প্রযোজ্য হবে না।

দ্বিতীয় অভিমত : ইমাম আবু হানীফা রহ. ও তাঁর অনুসারীগণের মতে, ভূমি থেকে প্রাপ্ত সকল প্রকার খনিজ, যা বিভিন্নভাবে ঢালাই করা যায়, তাতে যাকাত আবশ্যক। যেমন- স্বর্ণ, রৌপ্য, লোহা, সীসা, তামা প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য। পক্ষান্তরে তরল জমাটবাঁধা খনিজ সম্পদ, যা ঢালাই করা যায় না, তার উপর কোন কিছুই ধার্য হবে না। তাঁরা অবশ্য স্বর্ণ ও রৌপ্যের উপর কিয়াস করেই এ মত ব্যক্ত করেছেন। কেননা এ দুটির উপর তো নিঃসন্দেহে ও সর্বসম্মতভাবে যাকাত ফরজ হয়েছে অকাট্য দলীল ও ইজমার ভিত্তিতে। এ মতের পক্ষে দলীল হলো— আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ

"হে মুমিনগণ, তোমরা স্বীয় উপার্জন থেকে এবং যা আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করো।" *(সূরা আল-বাকারাঃ ২৬৭)*

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশটি আম তথা ব্যাপক অর্থবোধক, যা কেবল স্বর্ণ ও রূপা নয়; বরং সকল প্রকার খনিজ পদার্থকে অন্তর্ভুক্ত করে।

ঋণের যাকাত

ঋণের পরিচয়

ঋণের আরবী প্রতিশব্দ হলো اَلدَّيْن ; যার বহুবচন اَلدُّيُوْن।

اَلدَّيْن-এর আভিধানিক অর্থ হলো اَلْقَرْض ; যাকে বাংলায় 'কর্য' বলা হয়। اَلدَّيْن-এর আরেকটি অর্থ হলো اَلْبَيْعُ إِلَى أَجَل তথা সুনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কাউকে অবকাশ দিয়ে বেচাকেনা করা অর্থাৎ বাকিতে বিক্রয় করা। যেমন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ

"হে মুমিনগণ, যখন তোমরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পরস্পর ঋণের লেনদেন করবে, তখন তা লিখে রাখবে।" *(সূরা বাকারাঃ ২৮২)*

ঋণের প্রকারভেদ

এক প্রকারের ঋণ আছে, যা উসুল হওয়ার কোনো আশা নেই। যদি দেনাদার অস্বীকার করে বা উধাও হয়ে যায় অথবা সে কোনো সম্পদ না রেখে মারা যায় বা অন্য যেকোনো কারণে তার কাছ থেকে পাওনা উসুল হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই না থাকে; এমন ঋণের বিধান হচ্ছে তার যাকাত দেওয়া ওয়াজিব নয়। তবে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে যদি এ ঋণ

উসুল হয়ে যায় তাহলে এমন ঋণের বিগত বছরগুলোর যাকাত আদায় করা জরুরী নয়। *(ফাতওয়া আলমগিরি ১/১৭৫)*

ফেরত পাওয়ার প্রত্যাশা বিবেচনায় ঋণকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ-

১. শক্তিশালী ঋণ বা দাইনে ক্বওয়ী (دَيْن قَوِي)

২. মধ্যম ঋণ বা দাইনে মুতাওয়াসসিত (دَيْن مُتَوَسِّط)

৩. দুর্বল ঋণ বা দাইনে যঈফ (دَيْن ضَعِيف)

১. দাইনে ক্বওয়ী বা শক্তিশালী ঋণ : যে ঋণ উসুল হওয়ার সম্ভাবনা শতভাগ নিশ্চিত এবং যা মূলত ব্যবসা-বাণিজ্য বা লেনদেনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় তাকে দাইনে ক্বওয়ী বা শক্তিশালী ঋণ বলে।

এ ধরণের ঋণের ক্ষেত্রে বিধান হলো, যদি তা যাকাতের নিসাব পরিমাণ হয় তাহলে তা উসুল হওয়ার পর বিগত বছরগুলোর যাকাত প্রদান করা ওয়াজিব। তবে টাকা হাতে আসার আগে প্রতিবছর উসুলযোগ্য ঋণ হিসাব করে আদায় করে দেওয়া উত্তম। *(ফাতওয়া আলমগিরি ১/১৭৫)*

২. দাইনে মুতাওয়াসসিত বা মধ্যম প্রকৃতির ঋণ : যে ঋণ কোন ব্যবসা বা বাণিজ্যিক পণ্য বিক্রির মাধ্যমে তৈরি হয়নি, বরং ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিস বা অ-বাণিজ্যিক সম্পত্তি বিক্রির বকেয়া মূল্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে তাকে দাইনে মুতাওয়াসসিত বা মধ্যম প্রকৃতির ঋণ বলে। এ জাতীয় টাকা হাতে আসার আগে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে কিনা এই ব্যাপার দুই ধরনের মত পাওয়া যায়। ইবনে সামাআ ইমাম আবু হানীফা রহ. থেকে বর্ণনা করেন যে, এ জাতীয় ঋণ হাতে আসার পরই কেবল তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে, এর পূর্বে যাকাত ফরজ হবে না। অর্থাৎ বিগত বছরগুলোর যাকাত দেওয়া লাগবে না। অন্য বর্ণনা অনুযায়ী, এ জাতীয় ঋণে যাকাত ফরজ। তবে শর্ত হলো, একসাথে নিসাব পরিমাণ ঋণ হস্তগত হতে হবে, তবেই যাকাত আদায় করা ওয়াজিব হবে।

৩. দাইনে যইফ বা দুর্বল ঋণ : দাইনে যইফ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন পাওনা, যা কোনো মালের বিনিময়ে প্রাপ্য হয়নি। যেমন- স্বামীর কাছে প্রাপ্য দেনমোহর, খোলা তালাকের বিনিময়, মিরাসের সম্পদ, ওসিয়তের মাধ্যমে প্রাপ্ত হক ইত্যাদি হলো দুর্বল ঋণ। এ ধরনের ঋণের যাকাত শুধু হস্তগত হওয়ার পরই অন্যান্য সম্পদের সাথে মিলিয়ে যাকাত দিতে হবে। বিগত বছরগুলোর যাকাত দিতে হবে না। দোকান বা

বাসাবাড়ির বকেয়া ভাড়াও এ ধরণের ঋণের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ ভাড়া হাতে না আসা পর্যন্ত বিগত দিনগুলোর যাকাত আদায় করতে হবে না।

যাকাত আদায়কালে কিস্তির টাকা বাদ দেওয়া যাবে কি না?

যদি কেউ কিস্তিতে কোন পণ্য ক্রয় করেন বা কোন লোন নিয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে ওই ব্যক্তি ঋনী হিসেবে বিবেচিত হবে। আর ঋণী ব্যক্তি তার ঋণ পরিমাণ টাকা যাকাতের হিসাব থেকে বাদ দিতে পারবেন। কিন্তু এটি যেকোন ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। ঋণ যদি মেয়াদী হয় এবং তা এক বছরের মধ্যে পরিশোধ না করতে হয় তবে সেই ঋণকে যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে বাদ দেওয়া যাবে না; বরং শুধু যাকাতবর্ষের মধ্যে যতটুকু কিস্তি বা ঋণ পরিশোধ করতে হবে ওই পরিমাণ টাকা বাদ দেওয়া যাবে। *(রদ্দুল মুহতার ২/২৬১; ফাতওয়া উসমানি ২/৭১; কিতাবুল মাসাঈল ২/২২৫)*

হারাম সম্পদের যাকাত

হারাম সম্পদ হলো সেই সম্পদ, যা হারামভাবে কারো নিকটে আসে। মালিকের অনুমতি ছাড়া অবৈধভাবে যেমন- চুরি-ডাকাতি, আত্মসাৎ, ঘুষ বা সুদের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ এবং যেসব সম্পদ শারী'আহ হারাম ঘোষণা করেছে এই দুই ধরণের সম্পদ হারাম সম্পদ বলে বিবেচিত। হারাম সম্পদ নিজেও ভোগ করা যাবেনা এবং তা থেকে যাকাতও দেওয়া যাবে না।

কোন ব্যক্তি যদি হারাম সম্পদের সাথে সম্পৃক্ত হন, তাহলে তার সম্পদের যাকাত আদায় বৈধ নয়। বরং এমতাবস্থায় সেই হারাম সম্পদকে চিহ্নিত করে তা প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দিতে হবে। যদি প্রকৃত মালিক জীবিত না থাকে, তাহলে তার ওয়ারিশদেরকে ফিরিয়ে দিবে। আর যদি কাউকেই না চিনার কারণে সম্পদ ফিরিয়ে দিতে না পারে তাহলে জনকল্যাণমূলক কাজে সওয়াবের নিয়ত ব্যতিরেকে দান করে দিবে।

হারাম সম্পদে যাকাত প্রযোজ্য না হওয়ার কারণ হলো, হারাম সম্পদ নিকৃষ্ট ও অপবিত্র। আর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হলেন পবিত্র। তাই তিনি পবিত্র ব্যতীত গ্রহণ করেন না। এছাড়া যাকাতের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো, ব্যক্তি ও তার সম্পদকে পবিত্র করা। আর যদি সেখানে অপবিত্র সম্পদ যাকাত হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তাহলে

ব্যক্তি কিংবা তার সম্পদ কোনোটিই পবিত্র হবে না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "অপবিত্র অবস্থায় সালাত এবং আত্মসাৎকৃত সম্পত্তির সাদাকা কবুল হয় না।" *(সহীহ মুসলিমঃ ৪২৩)*

সুতরাং হারাম মালের সবটাই নিকৃষ্ট যা পবিত্র হয় না। তাই এই সম্পদের উপর যাকাত আদায় করলেও যাকাত আদায় বৈধ হবে না।

যাকাতের খাতসমূহ

যাকাতের খাত সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে বলেন,

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۖ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ ۗ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

"নিশ্চয়ই সাকাদা (যাকাত) হচ্ছে ফকীর ও মিসকীনদের জন্য এবং এতে নিয়োজিত কর্মচারীদের জন্য, আর যাদের হৃদয় আকৃষ্ট করতে হয় তাদের জন্য; (তা বণ্টন করা যায়) দাস মুক্ত করার ক্ষেত্রে, ঋণগ্রস্তদের মধ্যে, আল্লাহর রাস্তায় এবং মুসাফিরদের মধ্যে। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত, আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।" (*সূরা তাওবাঃ ৬০)*

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যাকাতের মোট ৮টি খাত উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হলোঃ

১) ফকীর

২) মিসকীন

৩) আমিলীন বা যাকাতের কাজে নিয়োজিত কর্মচারী

৪) মুয়াল্লাফাতুল কুলুব বা যাদের হৃদয় আকৃষ্ট করা প্রয়োজন

৫) রিক্কব বা দাস মুক্ত করা

৬) গারিমীন বা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি

৭) ফি সাবিলিল্লাহ বা আল্লাহর রাস্তা

৮) ইবনুস সাবিল বা মুসাফির

যাকাতের এ আটটি খাত সম্পর্কে নিচে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো :

প্রথম ও দ্বিতীয় খাতঃ ফকির ও মিসকীন

ফকির ও মিসকীন শব্দ দুটি দারিদ্রকে প্রকাশ করে। দুটি খাত যদিও প্রায় কাছাকাছি শ্রেনির। তবে এ দুশ্রেণির মধ্যে কে অধিক দরিদ্র, সে ব্যাপারে আলিমদের ইখতিলাফ রয়েছে। একদল আলিমের মতে ফকীর হচ্ছে হতদরিদ্র; যার কোনো সম্পত্তি নেই। ফকীর হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে সম্পত্তি থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ যার কোনো সম্পত্তি নেই। এ মতের পক্ষে দলীল হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন-

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ

"এই সম্পদ ফকীর মুহাজিরগণের জন্য ও যাদেরকে নিজেদের ঘর-বাড়ী ও ধন-সম্পত্তি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল।" (*সূরা হাশরঃ ৮*

অন্যদিকে মিসকীন হতদরিদ্র নয়; বরং তাদের কিছু সম্পত্তি থাকে। যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ

"নৌকাটির বিষয় হলো, তা ছিল কিছু মিসকীন লোকের, যারা সমুদ্রে কাজ করোত।" *(সূরা কাহাফঃ ৭৯)*

সুতরাং ফকীর ও মিসকীনের মধ্যে সামান্য পার্থক্য থাকলেও আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের উভয় শ্রেণির জন্যই যাকাতের ব্যবস্থা রেখেছেন।

তৃতীয় খাত : আমিলীন বা যাকাতের কাজে নিয়োজিত কর্মচারী

যাকাত ব্যবস্থাপনার সাথে যুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা যাকাত তহবিল থেকে পারিশ্রমিক পাওয়ার অন্যতম দাবিদার। যদিও ব্যক্তিগতভাবে সকল সচ্ছল মুমিনকে যাকাত আদায় করতে বলা হয়েছে, কিন্তু কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশনা অনুযায়ী এই যাকাত সংগ্রহ ও বিতরণের কাজটি কোনো প্রাতিষ্ঠানিক উপায়ে করাটাই সবচেয়ে বাস্তবসম্মত, তা সরকারিভাবে হোক বা বেসরকারিভাবে। তবে অধিকাংশ আলেমদের মতে, এই ব্যবস্থাপনা বা কর্মচারীদের বেতনের পেছনে মোট সংগৃহীত যাকাতের সাড়ে বারো শতাংশ অর্থাৎ আট ভাগের এক ভাগের বেশি খরচ করা যাবে না।

যাকাত ব্যবস্থাপনার তিনটি স্তর রয়েছে। যথা—

১) যাকাত সংগ্রহ

২) যাকাত সংরক্ষণ ও হিসাব-নিকাশ

৩) যাকাত বণ্টন

অতএব যাকাত ব্যবস্থাপনায় মুসলিম শাসক কর্তৃক নিয়োজিত এ তিনটি স্তরে নিয়োজিত সকল কর্মচারী এই খাতের আওতাভুক্ত। সুতরাং যাকাত সংগ্রহকারী, যাকাত সংরক্ষণকারী ও যাকাত বণ্টনকারী প্রত্যেকেই যাকাতের কাজে নিয়োজিত কর্মচারী হিসাবে গণ্য। সকল আলিম একমত যে, এসকল কর্মচারী যাকাতের সম্পত্তি থেকে বেতন নিতে পারবেন। এটা যাকাত হিসাবে নয়; বরং পারিশ্রমিক হিসাবে।

বর্তমান যুগে বিভিন্ন যাকাত সংস্থা রয়েছে। এসব যাকাত সংস্থা পরিচালনায় বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত কর্মচারীদের বেতন যাকাত থেকে দেওয়া যাবে, যাদের মূল কাজ হবে ধনী ও সচ্ছল ব্যক্তিদের তালিকা প্রস্তুত করা, তাদের কাছ থেকে যাকাত সংগ্রহ করা, যাকাতের সম্পত্তির হিসাব-নিকাশ করা ও তা সংরক্ষণ করা, যাকাত পাওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তিদের তালিকা প্রস্তুত করা এবং তাদের নিকট যাকাত পৌঁছে দেওয়া।

শারী'আতে এমন কোনো শর্ত নেই যে, যাকাত গ্রহণ করতে হলে যাকাতের কাজে নিয়োজিত কর্মচারীকে দরিদ্র হতে হবে। অতএব ধনী অথবা দরিদ্র উভয় অবস্থাতেই তারা যাকাত থেকে বেতন নিতে পারবে। তারা তাদের পদবী অনুযায়ী অন্যান্য সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে যাকাত থেকে নিজেদের বেতন নিতে পারবেন।

যাকাত উসুলকারীদের গুণাবলি

১. বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী, যাকাত উসুলকারী মুসলিম হওয়া জরুরী। কারণ, মুসলিমদের থেকে যাকাত উসুল করা মানে তাদের উপর এক প্রকার কর্তৃত্ব করা। যেমন এতে প্রভাব খাটানো, কর্তৃত্ব করা ও বলপ্রয়োগ করার ইখতিয়ার থাকে। কোন অমুসলিমকে মুসলিমদের উপর কর্তৃত্ব করার সুযোগ দেওয়া যায় না।

২. সাবালক ও বোধশক্তিসম্পন্ন হওয়া।

৩. আমানতদার হওয়া।

৪. যাকাত উসুল করার যোগ্য হওয়া। যেমনঃ সত্যবাদী ও নেককার হওয়া।

৫. যাকাতের বিধান সম্পর্কে ইলম থাকা।

চতুর্থ খাত: মুয়াল্লাফাতুল কুলুব বা যাদের হৃদয় আকৃষ্ট করা প্রয়োজন

'মুয়াল্লাফাতু কুলুবুহুম' মানে 'তাদের ঝুঁকে যাওয়া অন্তরকে' যাকাতের একটি অংশ দাও। কোনো অমুসলিমের অন্তর ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করা জরুরি বিবেচিত হলে তাকে যাকাত দেওয়া বৈধ।

ইমাম যুহরি রহ.-কে ٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُم সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তিনি বলেন, “ইহুদি-খ্রিস্টান ধর্ম থেকে ইসলাম গ্রহণকারীগণ। তাকে প্রশ্ন করা হলো, যদি তারা ধনী হয়? তিনি বললেন, যদিও ধনী হয়।’” *(ইবনে আবি শায়বাহঃ ৩/২২৩)*

সাফওয়ান রাদিআল্লাহু আনহু বলেন,

وَاللَّهِ لَقَدْ أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَعْطَانِي، وَإِنَّهُ لَأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ، فَمَا بَرِحَ يُعْطِينِي حَتَّى إِنَّهُ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ

"আল্লাহর শপথ! রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে দান করলেন এবং এমন পরিমাণে আমাকে দান করলেন যে, তিনি আমার কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত লোক ছিলেন। অতঃপর তিনি আমাকে অবিরাম দান করতে থাকলেন, এমনকি আমার নিকটে সবচেয়ে পছন্দের লোক হয়ে গেলেন।" *(সহীহ মুসলিমঃ ৫৯১৬)*

মূসা ইবনে আনাস রহ. তার পিতা আনাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন,

مَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْإِسْلَامِ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ، قَالَ: فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ، فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ، فَقَالَ: يَا قَوْمِ أَسْلِمُوا، فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً لَا يَخْشَى الْفَاقَةَ

“রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ইসলাম গ্রহণ করার পর কেউ কিছু চাইলে তিনি অবশ্যই তা দিয়ে দিতেন। আনাস রাদিআল্লাহু আনহু বলেন, জনৈক লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আসলো। তিনি তাকে এত বেশি ছাগল দিলেন যাতে দু'উপত্যকার মাঝামাঝি স্থান পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। এরপর সে লোক তার গোত্রের নিকট গিয়ে তাদের বলল, হে আমার জাতি, তোমরা ইসলাম কবুল করো। কারণ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভাবের আশঙ্কা না করে দান করতেই থাকেন।” *(সহীহ মুসলিমঃ ৫৯১৪)*

অতএব প্রমাণিত হলো যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের স্বার্থে যাকাত প্রদানের মাধ্যমে মানুষের চিত্তাকর্ষণ করেছেন ও প্রিয়ভাজন হয়েছেন যেন ইসলামের প্রতি মানুষের সুধারণা তৈরি হয় যে, দুঃখ-দুর্দশায় সহায়তার জন্য ইসলাম এগিয়ে আসে।

অতএব, যাদের হৃদয় আকৃষ্ট করা প্রয়োজন, তারা হলেন—

১) যারা ইসলাম গ্রহণ করেননি; তবে ইসলাম গ্রহণ করবেন বলে আশা করা যায়। ইসলামের দিকে তাদের হৃদয়কে আকৃষ্ট করার জন্য তাদেরকে যাকাত দেওয়া যাবে।

২) যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন; কিন্তু ইসলামের প্রতি তাদের পর্যাপ্ত আকর্ষণ তৈরি হয়নি। ইসলামের প্রতি তাদের আকর্ষণ বৃদ্ধি করার জন্য তাদেরকে যাকাত দেওয়া যাবে।

৩) যারা খুবই ইসলাম বিদ্বেষী। তাদের ক্ষতি থেকে ইসলামকে রক্ষার জন্য কিংবা ইসলামের প্রতি তাদের বিদ্বেষ কমানোর জন্য অথবা ইসলামের প্রতি তাদের ভালোবাসা তৈরি করার জন্য তাদেরকে যাকাত দেওয়া যাবে।

আলিমদের বিশুদ্ধ মতে চিত্তাকর্ষণের খাত রহিত হয়নি; এখনও বিধান রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত বাকি থাকবে। তবে এ খাতের প্রয়োগ হবে মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ অনুযায়ী। অতএব উপরোক্ত তিনটি পরিস্থিতির যেকোনো পরিস্থিতি তৈরি হলে এবং তাদের যাকাত দেওয়ার মধ্যে মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ থাকলে, যাকাত থেকে তাদেরকে প্রদান করা যাবে।

পঞ্চম খাত : রিক্বব বা দাসমুক্ত করা

'রিক্বব' শব্দটি রাকাবাহ (رقبة) শব্দের বহুবচন। যার অর্থ গলা। আল্লাহ তা'আলার বাণী فِي الرِّقَابِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, দাস-দাসীদেরকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করা; দাস-দাসীদেরকে সম্পদ দেওয়া নয়।

যেসব দাস নিজেদের মুক্ত করার জন্য মনিবদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে, কিন্তু অর্থ পরিশোধ করতে পারছে না, তাদেরকে مُكَاتَب (মুকাতাব) বলা হয়। যেহেতু তারা অর্থ পরিশোধ না করতে পারার কারণে দাসত্বের শৃঙ্খলে আটকে রয়েছে, তাই তাদেরকে যাকাত দেওয়া যাবে যেন তারা চুক্তি অনুসারে মনিবকে অর্থ পরিশোধ করে নিজেদেরকে মুক্ত করতে পারে। এ আয়াতে যেহেতু মুকাতাব তথা চুক্তিবদ্ধ দাসকে নির্দিষ্ট করা হয়নি; বরং আমভাবে "দাস মুক্ত করা" খাত উল্লেখ করা হয়েছে, সেহেতু যেসব দাস মনিবের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়নি, তাদেরকেও যাকাতের অর্থ দিয়ে মুক্ত করা যাবে অর্থাৎ তাদেরকে মুক্ত করে দেওয়ার নিয়তে যাকাতের অর্থ দিয়ে তাদেরকে প্রথমে ক্রয় করবে, অতঃপর তাদেরকে মুক্ত করে দেবে।

➢ কাফেরদের নিকট বন্দি থাকা মুসলিমকে যাকাত থেকে ফিদিয়া দিয়ে মুক্ত করা যাবে কি?

"দাস মুক্ত করা" খাতটি কাফেরদের নিকট বন্দি থাকা মুসলিম ব্যক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ কোনো মুসলিম ব্যক্তি যদি কাফেরদের নিকট বন্দি থাকে, তাহলে

যাকাতের অর্থ দিয়ে তাকে মুক্ত করা যাবে। কাফেরদের কাছ থেকে একজন মুসলিম ব্যক্তিকে মুক্ত করা দাসকে মুক্ত করার অনুরূপ; বরং দাসকে মুক্ত করার চেয়ে কাফেরের কাছ থেকে মুসলিমকে মুক্ত করাটা আরো উত্তম। কেননা দাস কোনো না কোনো মুসলিমের অধীনে থাকে। ফলে সে হয়তো কাফেরের কাছে বন্দি থাকা মুসলিমের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ভালো অবস্থায় থাকবে। অতএব যদি কোনো মুসলিম ব্যক্তি কাফেরের কাছে বন্দি থাকে, তাহলে সেটাও একপ্রকার দাসত্বের শৃঙ্খল; ফলে সেখান থেকে তাকে মুক্ত করা অনেকাংশে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার ন্যায়।

➢ কোনো সিন্ডিকেট বা চক্র কোনো মুসলিমকে হাইজ্যাক করার পর জিম্মি করে রাখলে তাকে মুক্ত করার জন্য যাকাত থেকে ব্যয় করা যাবে কি?

যদি কোনো সন্ত্রাসী গ্রুপ, সিন্ডিকেট বা চক্র কোনো মুসলিম ব্যক্তিকে হাইজ্যাক করে নিয়ে যাওয়ার পর তাকে জিম্মি করে রাখে, তাহলে যাকাতের অর্থ থেকে মুক্তিপণ প্রদানের মাধ্যমে তাকে মুক্ত করা যাবে।

ষষ্ঠ খাতঃ গারিমীন বা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি

'গারিমীন' শব্দটি বহুবচন। একবচন হলো غارم অর্থ ঋণী। এখানে ঋণী বলতে মূলত গরিব ও অভাবী মুসলিম ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে। একজন উপার্জনশীল হোক বা বেকার হোক ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে তখনই গরিব বা অভাবী বলা যাবে, যখন তার সম্পদ ও ঋণের পার্থক্য নিসাবের চেয়ে কম হয়।

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি দুই প্রকার। যথাঃ-

১) মানুষের মাঝে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও বিবাদমান দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সম্প্রীতির ব্যবস্থা করার জন্যে হাদিয়া-তোহফা বা ইত্যকার আয়োজন করতে গিয়ে ঋণকারী ব্যক্তি। তারা ধনী হলেও তাদের যাকাতের সম্পদ দেওয়া যাবে, যেন তিনি অভীষ্ট কাজকে যথাযথভাবে আঞ্জাম দিতে পারেন।

২) যে নিজের প্রয়োজনে ঋণ করেছে। যেমন : খাদ্যক্রয়, চিকিৎসা অথবা পোশাক-পরিচ্ছদ অথবা বিবাহ অথবা ঘরের আসবাবপত্র কেনার জন্য ঋণ করেছে। অনুরূপ যার সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেছে সেও এ খাতের অন্তর্ভুক্ত, যেমন অগ্নিকাণ্ড অথবা জলোচ্ছ্বাস অথবা মাটিতে ধসে যাওয়া ইত্যাদি।

ঋণগ্রস্তকে যাকাত দেওয়ার শর্তাবলি

১) ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ করতে সামর্থ্য নয়, যদিও তার নিজের ও পরিবারের প্রয়োজনীয় সম্পদ তার রয়েছে, কিন্তু জরুরি প্রয়োজন শেষে ঋণ পরিশোধ করার কোনো অর্থ থাকে না, এরূপ ব্যক্তিদের ঋণ যাকাতের অর্থ থেকে পরিশোধ করা বৈধ।

২) যে পাপের কাজে ঋণী হবে সে যাকাত পাবে না। যদি সে তাওবা করে এবং সত্যিকার তাওবার আলামত তার মধ্যে প্রকাশ পায়, তবে তাকে যাকাত দেওয়া যাবে।

৩) কেউ যদি বৈধ কাজে প্রয়োজনের বেশি খরচ করে ঋণগ্রস্থ হয় তাকেও যাকাতের অর্থ দেওয়া যাবে না।

৪) ঋণের টাকা ঋণগ্রস্ত অথবা পাওনাদার যাকেই দেওয়া হোক, যাকাত আদায় হয়ে যাবে। ঋণগ্রস্ত ঋণ পরিশোধ না করে যাকাতের টাকা নষ্ট করে ফেলবে আশঙ্কা হলে সরাসরি পাওনাদারকে দিয়ে দেওয়াই উত্তম।

৫) কেবল সে সকল ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যাকাত পাওয়ার উপযুক্ত, যারা প্রকৃতপক্ষেই ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম নয়। সকল প্রকার ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যাকাত পাবে না; কারণ সমাজে এমন অনেক ধনী ও স্বচ্ছল ব্যক্তি রয়েছেন, যারা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে ঋণ নিয়ে থাকেন, অথচ তারা তাদের নিজেদের সম্পত্তি থেকে তা পরিশোধ করতে সক্ষম।

➢ যাকাতদাতার কাছ থেকে ঋণগ্রহণকারী ব্যক্তি যদি ঋণ পরিশোধে অক্ষম হন, তাহলে যাকাত দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাকে ঋণমুক্ত করে দেওয়া যাবে কি?

যাকাতদাতার কাছ থেকে যদি কেউ ঋণ গ্রহণ করে থাকেন এবং সেই ঋণগ্রহীতা যদি ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম হন, তাহলে তাকে যাকাত প্রদানের উদ্দেশ্যে তাকে ঋণ থেকে মুক্ত করে দেওয়া শুদ্ধ নয়। সুতরাং যাকাত আদায়ের উদ্দেশ্যে ঋণ থেকে মুক্ত করে দিলে যাকাত আদায় শুদ্ধ হবে না। ঋণগ্রহীতাকে ঋণ থেকে মাফ করে দেওয়ার মাধ্যমে যাকাত আদায় হবে না; কারণ সেক্ষেত্রে যাকাত আদায়ের নিয়তে কোনো কিছু প্রদান করা বাস্তবায়িত হয়নি।

➢ যাকাতদাতার কাছ থেকে ঋণগ্রহণকারী ব্যক্তি যদি ঋণ পরিশোধে অক্ষম হন, তাহলে তাকে যাকাত দেওয়ার পর ঋণ ফেরতের লক্ষ্যে পুনরায় তা নিয়ে নেওয়া যাবে কি?

যাকাতদাতার কাছ থেকে যদি কেউ ঋণ গ্রহণ করে থাকেন এবং সেই ঋণগ্রহীতা যদি ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম হন, তাহলে তাকে যাকাত প্রদান করার পর ঋণ ফেরত নেওয়ার উদ্দেশ্যে পুনরায় তা নিয়ে নিলে যাকাত আদায় শুদ্ধ হবে না। কারণ এটা

আল্লাহর হক। সুতরাং এমনভাবে তা আদায় করা যাবে না যেন ঘুরেফিরে যাকাতদাতার কাছেই তা ফিরে আসে। কেননা তখন ঋণগ্রহীতাকে যদি যাকাত না দেওয়া হতো, তাহলে যাকাতদাতা ঋণ ফেরত পেতো না অর্থাৎ কৌশলে তিনি একদিকে যাকাত আদায় করতে চাচ্ছেন, অন্যদিকে ঋণ ফেরত নেওয়ার মাধ্যমে নিজেও লাভবান হতে চাচ্ছেন। মূলত এটা একপ্রকার চাতুরতা। তাই এভাবে যাকাতদাতা নিজেই লাভবান হওয়া জায়েয নয় এবং এভাবে যাকাত আদায় শুদ্ধ হবে না।

➢ যাকাতদাতার কাছ থেকে ঋণগ্রহণকারী ব্যক্তি যদি ঋণ পরিশোধে অক্ষম হন, তাহলে তাকে ঋণ পরিশোধের শর্ত ব্যতিরেকে যাকাত দেওয়া যাবে কি?

যাকাতদাতার কাছ থেকে যদি কেউ ঋণ গ্রহণ করে থাকেন এবং সেই ঋণগ্রহীতা যদি ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম হন, তাহলে তাকে ঋণ পরিশোধের শর্ত অথবা ঋণ ফেরত নেওয়ার চিন্তা বা পরিকল্পনা ছাড়াই যাকাত প্রদান করলে তা শুদ্ধ হবে। কারণ সেক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা স্বাধীন, সে চাইলে প্রাপ্ত যাকাতের মাধ্যমে ঋণ পরিশোধ করতে পারে, আবার ঋণ পরিশোধ নাও করতে পারে। যাকাত পাওয়ার পর যদি ঋণগ্রহীতা স্বেচ্ছায় ঋণ পরিশোধ করে, তাহলে একদিকে যাকাত আদায়ও শুদ্ধ হবে, অন্যদিকে ঋণ পরিশোধও হবে।

সপ্তম খাত: ফি সাবিলিল্লাহ বা আল্লাহর রাস্তা

'ফি সাবিলিল্লাহ' তথা আল্লাহর রাস্তা' বলতে সাধারণত কুরআন- সুন্নাহ দ্বারা সাব্যস্ত সে সকল আমলকে বোঝায়, যার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা যায়, যা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয়, হোক সেটা ফরজ, সুন্নাত অথবা যেকোনো নফল ইবাদাত। তবে সাধারণভাবে কুরআন মাজীদে 'ফি সাবিলিল্লাহ'' পরিভাষাটি বিশেষভাবে যাকাতের ক্ষেত্রে الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ তথা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

➢ ফী সাবিলিল্লাহ খাত কি কেবল জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর খাত হিসাবে গণ্য হবে?

ফী সাবিলিল্লাহ খাত কেবল জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর খাত হিসাবে গণ্য হবে কিনা সে ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে ইখতিলাফ রয়েছে। একদল আলিমের মতে কেবল জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ কিংবা এর সাথে সম্পৃক্ত আমলসমূহ যেমন: التَّعْلِيمُ الْإِسْلَامِي বা ইসলামি শিক্ষা এবং الدَّعْوَةُ إِلَى اللَّهِ বা আল্লাহর দিকে দাওয়াহ প্রদান ইত্যাদি ফী সাবিলিল্লাহ খাতের অন্তর্ভুক্ত। অপরদিকে কোনো কোনো আলিমের মতে যেকোনো

ভালো আমল ফী সাবিলিল্লাহ খাতের অন্তর্ভুক্ত। তবে এই মতটি শক্তিশালী মত নয়। কারণ যেকোনো ভালো কাজই ফী সাবিলিল্লাহ খাতের অন্তর্ভুক্ত হলে সুনির্দিষ্ট করে যাকাতের আটটি খাত নির্ধারণ করা হতো না।

➢ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী ব্যক্তি যাকাত পাওয়ার জন্য ফকীর হওয়া শর্ত?

যারা গাজী অর্থাৎ যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেন, তারা যাকাত পাওয়ার জন্য ফকীর হওয়া শর্ত নয়। অতএব গাজী ফকীর কিংবা অসচ্ছল হোক, আর ধনী কিংবা সচ্ছল হোক, সর্বাবস্থায় তারা যাকাত গ্রহণ করতে পারবে। কারণ এটা ফী সাবিলিল্লাহ খাত; ফকীর খাত নয়। সুতরাং তারা তাদের যুদ্ধের সমরাস্ত্রসহ প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও জিহাদের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য কাজের জন্য যাকাত গ্রহণ করতে পারবে।

➢ যুদ্ধের সরঞ্জাম কেনার জন্য যাকাত হতে ব্যয় করা যাবে কি?

আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধের উদ্দেশ্যে সমরাস্ত্র ও জিহাদের অন্যান্য সরঞ্জাম কেনার জন্য যাকাত হতে ব্যয় করা যাবে। কারণ এটা জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর খাত। অতএব যুদ্ধের জন্য কেবল হাতখরচই নয়; বরং যুদ্ধের যেসব প্রস্তুতি রয়েছে এবং একজন যোদ্ধার জন্য যা কিছু দরকার, সেগুলোর জন্য এই খাত থেকে ব্যয় করা যাবে।

অষ্টম খাত : ইবনুস সাবিল বা মুসাফির

'ইবনুস সাবিল' মানে যে মুসাফির সফরে এসে নিঃস্ব হয়ে গেছেন। পথে পথিকের বিভিন্ন পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে বা সর্বস্ব হারিয়ে পথে বসে যেতে পারে, বাড়িঘর হারিয়ে বা উচ্ছেদ হয়ে সাময়িক বা স্থায়ীভাবে বসবাস করা আরম্ভ করতে পারে, নাগরিকত্বহীন অবস্থায় অভিবাসীদের বিভিন্ন দেশে যাযাবরের জীবন করতে হতে পারে। এ ধরনের সকল অর্থই 'ইবনুস সাবিল' দ্বারা গ্রহণ করা যেতে পারে। তিনি তার এলাকায় সম্পদশালী হলেও তাকে যাকাতের সম্পদ থেকে যাকাত দেওয়া যাবে।

ইবনুস সাবিল খাতে যাকাত দেওয়ার শর্তাবলি

১) যাকাতের হকদার হওয়ার জন্য মুসাফিরের সফর শরয়ী অথবা বৈধ হওয়া জরুরি। যদি পাপ কাজের উদ্দেশ্যে কেউ সফর হয় সে যাকাতের হকদার হবে না; তিনি যদি তাওবা করেন তাহলে অবশিষ্ট সফরের জন্য প্রয়োজন মোতাবেক তাকে যাকাত দেওয়া যাবে।

২) কেউ কাজের সন্ধানে অথবা বৈধ কারণে সফর করতে চায়, কিন্তু তার অর্থ নেই। শাফে'ঈ মাযহাবের মতে, তাকে যাকাত দেওয়া বৈধ। তবে অন্যান্য আলেমগণ বলেন, তাকে যাকাত দেওয়া যাবে না; কারণ 'ইবনুস সাবিল' বা মুসাফির ভিনদেশি ব্যতীত কাউকে বোঝায় না। এটিই বিশুদ্ধ মত। এখানে একটি কথা বলা যায়, ফকির ও মিসকিনদের অংশ থেকে তাকে যাকাত দেওয়া বৈধ, যদি সে গরিব হয়, যা যাকাতের একটি খাত।

যেসব খাতে যাকাত দেওয়া যাবে না

যাদেরকে যাকাত দেওয়া নিষিদ্ধ তাদেরকে যাকাত দিলে যাকাত অনাদায় থেকে যাবে। তাই কাদেরকে যাকাত দেওয়া যাবে না এটা জানা অপরিহার্য। নিচে যাদেরকে যাকাত দেওয়া যাবে না তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হলোঃ

১) নবী ﷺ-এর পরিবার-পরিজন : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবারকে যাকাত দেওয়া নিষিদ্ধ। এছাড়াও বনু হাশেমকে যাকাত দেওয়া যাবে না। বনু হাশেম হলো আলী রাদিআল্লাহু আনহুর পরিবার, আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুর পরিবার, জা'ফর ইবন আবি তালিব রাদিআল্লাহু আনহুর পরিবার এবং আকীল ও আল-হারিস ইবন আবদিল মুত্তালিব রাদিআল্লাহু আনহুমার পরিবার।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ، وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ

"যাকাতের এ অর্থ হলো মানুষের (সম্পদের) আবর্জনা। তাই এ অর্থ মুহাম্মদ ও মুহাম্মাদের বংশধরদের জন্য হালাল নয়।" *(সহীহ মুসলিমঃ ২৩৭২; আবু দাউদঃ ২৯৭৫; নাসা'ঈঃ ২৬০৯)*

২) অমুসলিম : অমুসলিমদেরকে যাকাত দেওয়া যাবে না। কেননা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যাকাতের খাতসমূহে অমুসলিমদেরকে অন্তর্ভুক্ত করেননি। তবে, চিত্তাকর্ষণের জন্য অমুসলিমদের যাকাত দেওয়ার বিষয়টি এর ব্যতিক্রম। কেননা এক্ষেত্রে কখনো কখনো তাদেরকে যাকাত দেওয়া যাবে; কিন্তু এর বাইরে আমভাবে অমুসলিমদের যাকাত দেওয়া নিষিদ্ধ। তবে যাকাতের বাইরে তাদের অন্য মানবিক সাহায্য দিয়ে সহায়তা করা জায়েয। সেক্ষেত্রে সাদাকা কিংবা ওয়াকফ হতে তাদেরকে প্রদান করা জায়েয।

৩) যেসব আত্মীয়দের খোরপোষ দেওয়া যাকাতদাতার ওপর ওয়াজিব : পরিবার কিংবা আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যাদের খোরপোষ বহন করা ওয়াজিব, তাদেরকে যাকাত দেওয়া নিষিদ্ধ। বাবা, মা, দাদা-দাদী, নানা-নানী, পুত্র-কন্যা, নাতি-নাতনি প্রমুখকে যাকাত দেওয়া যাবে না।

যেসব আত্মীয়দের খোরপোষ দেওয়া ওয়াজিব নয়, যেমন: ভাই-বোন, চাচা-চাচি, মামা-মামি, ফুফা- ফুফু, খালা- খালু, ভাতিজা-ভাতিজি, ভাগিনা-ভাগিনী প্রমুখ আত্মীয়রা যদি যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত হয়, তাহলে তাদেরকে যাকাত দেওয়া জায়েয।

এর দলীল হলো সালমান ইবন আমের রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ

“মিসকীনকে দান করার মধ্যে কেবল সাদাকার সাওয়াব রয়েছে। আর আত্মীয়-স্বজনকে দান করার মধ্যে দুটি সাওয়াব রয়েছে। দান করার সাওয়াব ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার সাওয়াব।” *(নাসা'ঈঃ ২৫৮২)*

৪) স্বচ্ছল বা ধনী ব্যক্তি : ধনী বলতে এমন ব্যক্তিকে বোঝায়, যার নিকট জীবন ধারণের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বা সম্পদ রয়েছে অথবা তার উপযুক্ত উপার্জন বা আয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। এ ধরনের ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়া যাবে না। উবাইদুল্লাহ ইবনে আদি রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত,

أَنَّ رَجُلَيْنِ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلَانِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَلَّبَ فِيهِمَا الْبَصَرَ، وَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ، فَقَالَ: إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ

“দু'জন ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তাঁর কাছে সাদাকা চাইলেন। তিনি তাদের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখলেন, তারা পরিশ্রমী। তখন বললেন, "তোমরা চাইলে আমি তোমাদের দেব। তবে ধনী ব্যক্তির জন্য এবং শক্তিমান-সক্ষমদের জন্য এতে কোনো অংশ নেই।" *(মুসনাদে আহমাদঃ ১৭৯৭২)*

এ হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান যে, সচ্ছল কিংবা ধনী ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়া যাবে না। কারণ যাকাতে তাদের কোনো অংশ নেই।

৫) উপার্জনক্ষম ব্যক্তি : যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজন অনুসারে উপার্জন করতে সক্ষম, তাদেরকেও যাকাত দেওয়া যাবে না। অর্থাৎ, নিজের ও নিজের পরিবারের খোরপোষের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও উপার্জন না করে বসে বসে যাকাত খাওয়া এমন

উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়া যাবে না এবং তাকে যাকাত দিলে যাকাত আদায় শুদ্ধ হবে না।

উবাইদুল্লাহ ইবনে আদি রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত,

أَنَّ رَجُلَيْنِ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلَانِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَلَّبَ فِيهِمَا الْبَصَرَ، وَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ، فَقَالَ: إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ

"দু'জন ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তাঁর কাছে সাদাকা চাইলেন। তিনি তাদের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখলেন, তারা পরিশ্রমী। তখন বললেন, "তোমরা চাইলে আমি তোমাদের দেব। তবে ধনী ব্যক্তির জন্য এবং শক্তিমান-সক্ষমদের জন্য এতে কোনো অংশ নেই।" *(মুসনাদে আহমাদঃ ১৭৯৭*

৬) দাস : কোনো দাসকে যাকাত দেওয়া যাবে না। কারণ দাসকে কোনো কিছু প্রদান করলে সেটা তার মনিবের হয়ে যায়। অথচ যাকাত যাকে দেওয়া হয়, তাকে সেই সম্পদের মালিকানা হস্তান্তর করাই মূল উদ্দেশ্য। তাই, কোনো দাসকে যাকাত দেওয়া যাবে না। তবে যদি কোনো দাসকে মুক্ত করার জন্য যাকাতের সম্পদ হতে প্রদান করা হয়, তাহলে তা জায়েয। কারণ এটা যাকাতের আটটি খাতের অন্তর্ভুক্ত।

৭) ধনী ব্যক্তির নাবালেগ সন্তানকে : একটি নাবালেগ শিশুর অবস্থান তার পিতার অবস্থানের সাথে সম্পৃক্ত। পিতা যদি ধনাঢ্য হন, তাহলে তার শিশুসন্তানও ধনাঢ্য বলে স্বীকৃত হবে। এক্ষেত্রে ওই শিশুকে যাকাত দেওয়া যাবে না। তবে শিশুর পিতা যদি যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত হন, তাহলে তাকে যাকাত দেওয়া যাবে। শিশুটি বালেগ হয়ে গেলে সে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করে। তখন তার পিতার অবস্থান তার নিজের অবস্থানের উপর কোন প্রভাব রাখে না।

৮) শরী'আহবিরোধী কাজে লিপ্তব্যক্তিকে : যারা গুনাহ ও পাপাচারে লিপ্ত তাদের যাকাত দেওয়া উচিত নয়। কারণ এর মাধ্যমে তাকে পাপকাজে সহায়তা করা হয়, যা খুবই অন্যায়। মহান আল্লাহ অন্যায় কাজে অন্যকে সহায়তা করতে নিষেধ করেছেন। যে ব্যক্তি গুনাহের কাজ করার কারণে ঋণগ্রস্ত হয়েছে, যেমন- মদ, ব্যভিচার, জুয়াখেলা, গানবাজনা ইত্যাদি; তাকে তাওবা করার পূর্বে যাকাত দেওয়া যাবে না। কেননা তাকে যাকাত দিলে গুনাহের কাজে সহায়তা করা হবে। *(আল মুগনী, ইবনে কুদামা ৪/১০৩)*

৯) কর্মচারীর বেতন হিসেবে : শিক্ষক বা ঘরের কাজে সাহায্যকারী, সম্পত্তি তত্ত্বাবধানকারী বা অন্য কোন কর্মচারীকে মজুরি হিসেবে যাকাত দেওয়া যায় না। তবে

মজুরির অতিরিক্ত হিসেবে তাদেরকে যাকাতের অর্থ দেওয়া যায়, যদি তারা যাকাতের হকদার হয়।

১০) মৃত ব্যক্তির দাফন-কাফন বা ঋণ পরিশোধে : যাকাত আদায় শুদ্ধ হওয়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে, হকদারকে যাকাতের অর্থের মালিক বানিয়ে দেওয়া। মৃত ব্যক্তির দাফন-কাফনে যাকাতের অর্থ ব্যয় করলে এখানে কাউকে মালিক বানানো যায় না। তাই এ ধরণের কাজে যাকাতের অর্থ ব্যয় করলে যাকাত আদায় হবে না। তবে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকার গরীব হয়ে থাকলে যাকাতের অর্থ তারা গ্রহণ করতে পারবেন ও সেই টাকা মৃত আত্মীয়ের দাফন- কাফনে খরচ করতে পারবেন।

১১) জনকল্যাণমুলক কাজে : ব্রিজ-কালভার্ট, সড়ক নির্মাণ, কূপ বা টিউবওয়েল স্থাপন, স্কুল-কলেজ বা কোন প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ইত্যাদি যে কোন জনকল্যাণমূলক কাজে যাকাতের অর্থ ব্যয় করলে যাকাত আদায় শুদ্ধ হবে না। কেননা যাকাত আদায় শুদ্ধ হওয়ার শর্তই হলো, এর হকদারকে মালিক বানিয়ে দেওয়া। এসব খাতে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে মালিক বানানো সম্ভব নয় তাই এসব জনকল্যাণমূলক কাজে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা জায়েয নেই।

রাষ্ট্রীয়ভাবে উসুলকৃত যাকাতের বিধান

যাকাত উসুল ও বন্টনের ব্যবস্থা করা ইসলামি সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। তাই কোনো রাষ্ট্রকর্তৃক জনগণের কাছ থেকে যাকাত উসুল করা মৌলিকভাবে অন্যায় নয়; বরং এভাবে যাকাত উসুলের প্রতি হাদিসেও উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। হযরত রাফে ইবনে খাদিজ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ

“ন্যায়নিষ্ঠার সাথে যাকাত উসুলকারী কর্মী তার বাড়িতে ফিরে আসা পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী গাজির মতো।” *(আবু দাউদঃ ২৯৩৬; ইবনে মাজাহঃ ১৮০৯)*

যদি কোনো রাষ্ট্রের ক্ষমতাসীনেরা ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে ইসলামি শরী'আতের অনুসারী হয় এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায়ের ঘোষণা দেয়; সেই সঙ্গে জনগণকে একথার প্রতিশ্রুতি দেয় যে-

১. যাকাতের অর্থ যথাযথ ও সঠিক খাতে ব্যয় করা হবে।

২. আমওয়ালে যাহিরা বা দৃশ্যমান সম্পদ চিহ্নিতকরণ এবং ব্যয়ের সঠিক খাত আস্থাভাজন ওলামায়ে কেরামের দ্বারা নির্ধারণ করা হবে।

৩. যাকাত আদায় এবং তা সঠিক খাতে ব্যয় করার জন্য দ্বীনদার কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হবে।

তাহলে সরকার মুসলমানদের কাছ থেকে বাধ্যতামূলকভাবে যাকাত আদায় করতে পারবে। এ ছাড়া যদি মুসলমানরা স্বেচ্ছায় সরকারি তহবিলে যাকাতের টাকা জমা দেয় তাহলেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু যদি উপর্যুক্ত শর্তাবলি সরকারের মধ্যে অনুপস্থিত থাকে, সেই সঙ্গে যাকাতদাতার যাকাতের টাকা সঠিক খাতে ব্যয় হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ থাকে তাহলে এ জাতীয় সরকারকে যাকাত দিলে যাকাত আদায় হবে না। দ্বিতীয়বার যাকাত আদায় করতে হবে। *(আহসানুল ফাতওয়া ৪/২৮৬)*

বাংলাদেশ সরকারেরও যাকাত ফান্ড আছে। তবে এ ফান্ডে যাকাতের টাকা দিলে যাকাত আদায় হবে কি না এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম বলেন, যেহেতু সরকারকে যাকাত আদায় করতে হলে কিছু শর্ত পূরণ করার অঙ্গীকার, ঘোষণা ও বাস্তবায়ন করতে হয়, বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে তা নেই। সুতরাং বাংলাদেশ সরকারের যাকাত ফান্ডে যাকাতের টাকা দিলে তা আদায় হবে না।

যাকাত সংক্রান্ত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল

রমাদান মাসে যাকাত আদায়

যাকাতের হিসাব রমাদানেই করতে হয়, রমাদানেই তা প্রদান করতে হয় প্রচলিত এই ধারণা অমূলক। তবে হাদিসে এসেছে, "রমাদানে একটি ফরজ আদায় করা অন্য সময় ৭০টি ফরজ আদায় করার সমান।" তাই আশা করা যায় রমাদানে যাকাত আদায় করলে অন্য সময়ের তুলনায় ৭০ গুণ বেশি সাওয়াব হবে। তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে, যেন যাকাতবর্ষের হিসাব ঠিক থাকে। এ ছাড়া রমাদানের আগেই যদি যাকাতবর্ষ পূর্ণ হয়ে যায় এবং যাকাতদাতার আশপাশের গরিব-দুঃখী মানুষের প্রয়োজনও থাকে সেক্ষেত্রে রমাদান পর্যন্ত অপেক্ষা না করাই বাঞ্ছনীয়; অযথা দেরি করলে গুনাহ হবে। *(মিশকাতুল মাসাবিহ ১/১৭৩)*

যাকাত আদায়ে নিয়তের ভূমিকা

যাকাতের নিয়ত হলো, এ বিশ্বাস রাখা যে, সে তার সম্পদ থেকে যা বের করোছে, তা যাকাত। অর্থাৎ যাকাতের পরিমাণ নির্ধারণ করার পর যাকাত দেওয়া কিংবা যাকাতের সম্পদ আলাদা করার সময় এ ইচ্ছা পোষণ করতে হবে ও জানা থাকতে হবে যে, এটা যাকাত। আর নিয়তের জায়গা হচ্ছে অন্তর; অতএব মুখে নয়, অন্তরে ইচ্ছা পোষণের মাধ্যমে নিয়ত করতে হবে।

নিয়ত করা যাকাত আদায়ের জন্য শর্ত। কেউ যদি যাকাতের নিয়ত না করেই যাকাতের সমপরিমাণ অথবা এর চেয়ে বহু গুণ সম্পদ দিয়ে দেওয়ার পর বলে যে, সে যাকাত দিয়েছে, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব যাকাত আদায়ের সময় অবশ্যই নিয়ত করতে হবে। অন্যথায় সেটা যাকাত হিসাবে গণ্য হবে না। এ ব্যাপারে সকল মাযহাব একমত। এর দলীল হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

وَمَا ءَاتَيْتُم مِّن زَكَوٰةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ

"আর তোমরা যে যাকাত দিয়ে থাকো আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে।" *(সূরা রূমঃ ৩৯)*

এ আয়াত দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, যাকাত আদায় করার সময় যাকাতের নিয়ত করার পাশাপাশি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যাকাত দিচ্ছে এমন নিয়ত করাও জরুরী। উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"নিশ্চয়ই সকল আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল।" *(সহীহ বুখারীঃ ১; সহীহ মুসলিমঃ ৪৮২১)*

সুতরাং যাকাত যেহেতু একটি আমল, সেহেতু এটা কবুল হওয়ার জন্য নিয়ত অপরিহার্য।

অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু কিংবা হুঁশজ্ঞানহীন ব্যক্তির পক্ষ থেকে তাদের অভিভাবকগণ যাকাত আদায় করবেন ও তাদের পক্ষ থেকে যাকাতের নিয়ত করবেন। কারণ শিশু কিংবা পাগল ব্যক্তি নিজে নিয়ত করার উপযোগী নয় আর নিয়ত ব্যতীত যাকাত শুদ্ধ হবে না।

রাষ্ট্রীয়ভাবে উসুলকৃত যাকাতে সরকারের গ্রহণই মূল মালিকের নিয়তের বিকল্প হিসেবে গণ্য হবে। সুতরাং তার নিয়ত না পাওয়া গেলেও যাকাত আদায় হওয়ার ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধক হবে না। *(ফাতওয়া উসমানি)*

তাই সরকার যদি জোড়পূর্বক যাকাত গ্রহণ করে এবং তা সঠিক খাতে ব্যয় করে তাহলেই যাকাত আদায় হয়ে যাবে। কেননা সরকারের যাকাত গ্রহণ করার অধিকার আছে। তাই সরকারের গ্রহণই মূল মালিকের হস্তান্তরের সমপর্যায়ের। *(রদ্দুল মুহতার ২/২৯০)*

যাকাত আদায়ে চন্দ্রবর্ষ হিসাব জরুরী

যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে এক বছর পূর্ণ হওয়া বলতে হিজরী এক বছর পূর্ণ হওয়াই শরী'আতের বিধান। এক্ষেত্রে ইংরেজী বছর গণনা গ্রহনযোগ্য হবে না। কেননা, ইংরেজী বছর ৩৬৫ দিনে পূর্ণ হয়; অপরদিকে হিজরী বছর পূর্ণ হয় ৩৫৪ দিনে। এই দুইয়ের মাঝে ১১ দিনের ব্যবধান হওয়াতে শরী'আহ দরিদ্রদের কল্যাণে হিজরী বছরকেই প্রাধান্য দিয়েছে। *(ফাতওয়া শামি, ৩/১৭৫)*

যাকাত আদায় বিলম্ব করার বিধান

যাকাত ফরজ হওয়ার পর যথাসম্ভব দ্রুত যাকাত আদায় করা ওয়াজিব। গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়া যাকাত আদায়ে বিলম্ব করা যাবে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন,

وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ

"আর আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করো তোমাদের কারো মৃত্যু আসার পূর্বেই।" *(সূরা মুনাফিকূনঃ ১০)*

এ আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যাকাত যথাসম্ভব দ্রুত আদায় করা ওয়াজিব। কেননা কেউ জানে না যে, কখন তার মৃত্যু এসে যাবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরো বলেন,

وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ

"আর তোমরা যাকাত দাও।" *(সূরা বাকারাঃ ১১০)*

এ আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সাধারণভাবে যাকাত দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, যা বিলম্ব না করে তাৎক্ষণিকভাবে নির্দেশ পালনের হুকুম প্রদান করে। কিন্তু এক্ষেত্রে যদি অনেক বিলম্ব করে যাকাত দেওয়া হয়, তাহলে তা নির্দেশ অমান্য হয়েছে বলে গণ্য হবে। অতএব কেউ যদি সময়-সুযোগ থাকার পরও ইচ্ছাকৃতভাবে অবহেলাবশত যাকাত আদায়ে বিলম্ব করে, তাহলে তা জায়েয নয়।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন,

وَسَارِعُوٓاْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ

"আর তোমাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও জান্নাতের দিকে দ্রুত অগ্রসর হও।" *(সূরা আলে ইমরানঃ ১৩৩)*

তিনি আরো বলেন,

فَٱسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَٰتِ

“সুতরাং তোমরা ভালো কাজে প্রতিযোগিতা করো।” *(সূরা বাকারাঃ ১৪৮)*

হাদীসেও দ্রুত যাকাত আদায়ের নির্দেশনা পাওয়া যায়। যেমন- উকবাহ ইবনুল হারিছ রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন,

صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ، فَأَسْرَعَ، ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ خَرَجَ، فَقُلْتُ أَوْ قِيلَ لَهُ، فَقَالَ: كُنْتُ خَلَّفْتُ فِي الْبَيْتِ تِبْرًا مِنَ الصَّدَقَةِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُبَيِّتَهُ، فَقَسَمْتُهُ

“একদিন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসরের সালাত আদায় করে দ্রুত ঘরে প্রবেশ করলেন। অতঃপর বিলম্ব না করে বের হয়ে আসলেন। আমি বললাম বা তাঁকে বলা হলো, এমনটি করার কারণ কী? তখন তিনি বললেন, “ঘরে সাদাকার একখণ্ড সোনা রেখে এসেছিলাম, কিন্তু রাত পর্যন্ত তা ঘরে থাকা আমি পছন্দ করিনি। কাজেই তা বণ্টন করে দিয়ে এলাম।” *(সহীহ বুখারীঃ ১৪৩০)*

এ হাদীসে লক্ষণীয় যে, সাধারণ সাদাকা আদায়ে বিলম্ব করা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অপছন্দ করেছেন। অতএব দ্রুত আদায়ের ক্ষেত্রে সাধারণ সাদাকার চেয়ে যাকাত আরো বেশি উপযুক্ত।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এ কথা সুস্পষ্ট যে, মৌলিকভাবে যাকাত আদায়ে ইচ্ছাকৃতভাবে বিলম্ব করার অনুমতি নেই। তবে যদি অধিক কল্যাণের জন্য কিছুটা বিলম্ব করার প্রয়োজন হয় কিংবা যাকাত পাওয়ার অধিক হকদার ব্যক্তিকে যাকাত দিতে কিছুটা বিলম্ব হয় অথবা নিজ এলাকায় যাকাত পাওয়ার উপযুক্ত কেউ না থাকায় অন্য এলাকায় পৌঁছে দিতে কিছুটা বিলম্ব হয়, সেক্ষেত্রে যাকাত আদায়ে কিছুটা বিলম্ব করার অনুমতি রয়েছে। তাই অধিক কল্যাণ, প্রয়োজন কিংবা পরিস্থিতির কারণে কিছুটা বিলম্বে যাকাত দেওয়া জায়েয। অন্যথায় তাড়াহুড়োর কারণে ভুল জায়গায় যাকাত দেওয়া হয়ে যেতে পারে।

একাধিক বছরের যাকাত জমা হয়ে গেলে তার বিধান

যাকাত ফরজ হওয়ার পরেও কেউ যদি একাধিক বছর যাকাত না দিয়ে থাকেন, তাহলে তাকে পূর্বের প্রত্যেক বছরের যাকাত দিতে হবে। এক্ষেত্রে কেবল পূর্বের এক বছরের যাকাত দিলে তা যথেষ্ট হবে না। এ ব্যাপারে সকল মাযহাবের আলিমগণ একমত। কেননা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى

“আর আল্লাহর ঋণ তো পরিশোধিত হবার সবচেয়ে বেশি দাবীদার।” *(সহীহ মুসলিমঃ ২৫৮৪)*

অতএব যাকাত এমন এক প্রকার দায়, যা প্রদান না করা পর্যন্ত এর দায় থেকে মুক্ত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

বছরের মাঝখানে সম্পদ নিসাব থেকে কমে গেলে

যদি কারও সম্পদ বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই নিসাব থেকে কমে যায়, কিন্তু বছর শেষে আবার নিসাব পরিমাণ সম্পদ ফিরে আসে, তাহলে বছর পূর্ণ হওয়ার তারিখে সব সম্পদের যাকাত দিতে হবে। মাঝখানে নিসাব থেকে কমে গেলেও তা ধর্তব্য হবে না। কেননা যাকাত আদায়ের সুবিধার্থে শরী'আতের বিধান হলো, বছরের প্রথম ও শেষদিন দেখাই যথেষ্ট। এক্ষেত্রে শেষদিন তার সকল সম্পদ হিসাব করে যাকাত আদায় করতে হবে। যদি বছরের মাঝখানে অনেক বেশি সম্পদের মালিক হয়ে বছর শেষে নিসাব পরিমাণ থেকে কমে যায় সেক্ষেত্রে তার উপর যাকাত ফরজ হবে না।

বছরের মাঝখানে নতুন সম্পদ অর্জিত হলে

কারো কারো ধারণা, বছরের মাঝখানে যে নতুন সম্পদ অর্জিত হয় তার উপর নতুন করে পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত না হলে এর যাকাত দিতে হয় না। এ ধারণা মোটেও সঠিক নয়। কারণ বছরের শুরুতে ও শেষে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিকানা থাকলেই বছর পূর্ণ হওয়ার তারিখে যে পরিমাণ সম্পদের মালিকানা থাকবে সবগুলোর যাকাত আদায় করা আবশ্যক। বছরের মাঝখানে নতুন অর্জিত সম্পদের উপর পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হওয়া জরুরী নয়। যাকাতের বছর পূর্ণ হওয়ার এক দিন আগেও যদি যাকাতযোগ্য কোন সম্পদ অর্জিত হয়, তাহলে অন্যান্য সম্পদের সাথে এ সম্পদেরও বছর অতিক্রান্ত হয়েছে বলে ধরা হবে।

বছরের মাঝখানে সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেলে

বছরের মাঝখানে কারো সম্পদ সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়ে গেলে বা ধ্বংস হয়ে গেলে বছর শেষে তার কাছে নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকলেও যাকাত আদায় ওয়াজিব হবে না। এক্ষেত্রে সে যখন পুনরায় নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হবে তখন থেকে নতুন করে বছরের হিসাব ও যাকাতের হিসাব করা হবে। *(ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৩/১৮১; বাদাউস সানি ২/৯৮)*

নিসাবের মালিক হওয়ার তারিখ জানা না থাকলে বিধান

কারও যদি নিসাবের মালিক হওয়ার তারিখ জানা না থাকে বা ভুলে যায় সেক্ষেত্রে একটি সম্ভাব্য তারিখ ঠিক করে নিতে হবে। অতঃপর প্রত্যেক বছর সেই তারিখটিই

যাকাত দেওয়ার তারিখ হিসেবে নির্ধারণ করে নিবে। অবশ্য প্রথম বছর যাকাত প্রদান করার সময় সতর্কতাস্বরূপ একটু বেশি প্রদান করতে হবে।

যাকাত আদায়ের পূর্বে মৃত্যু হয়ে গেলে করণীয়

কারো ওপর যাকাত ফরজ হওয়ার পর সে যদি যাকাত আদায়ের পূর্বেই মারা যায়, তবুও তার ওপর থেকে যাকাত মাফ হবে না; বরং তার সম্পদ থেকে যাকাত বের করতে হবে, এক্ষেত্রে সে অসিয়ত করুক অথবা না করুক, সর্বাবস্থায় তার রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে যাকাত প্রদান করতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন,

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ

"অসিয়ত পালনের পর, যা দ্বারা সে অসিয়ত করেছে অথবা ঋণ পরিশোধের পর।" *(সূরা নিসাঃ ১১)*

উল্লেখ্য যে, যাকাত হচ্ছে গরীবের হক, তাই বাকি থাকা যাকাত এক প্রকার ঋণ, যা মৃত্যুর পরও পরিশোধ করতে হবে। এছাড়া হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا ؟ فَقَالَ: لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ، أَكُنْتِ قَاضِيَهُ عَنْهَا ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى

"এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল, আমার মা মারা গেছেন এবং তার এক মাসের সিয়াম বাকি আছে। আমি কি তার পক্ষ থেকে এটা আদায় করে দিব? তখন তিনি বললেন, "যদি তোমার মায়ের ওপর ঋণ থাকতো, তাহলে তুমি কি তা তার পক্ষ থেকে পরিশোধ করে দিতে?" সে বলল, হ্যাঁ। এবার তিনি বললেন, "তাহলে আল্লাহর ঋণ তো পরিশোধিত হবার সবচেয়ে বেশি দাবীদার।" *(সহীহ মুসলিমঃ ২৫৮৪)*

সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, যাকাত আদায়ের পূর্বে মৃত্যু হলে তার রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে যাকাত আদায় করে দিতে হবে, কারণ এটা এমন এক প্রকার ঋণ বা দায়, যা স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ধনীদের ওপর ফরজ করেছেন।

ফিক্সড ডিপোজিটে যাকাত

নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিট আকারে যে টাকা জমা রাখা হয় তা যদি নিসাব পরিমাণ হয় অথবা অন্য টাকার সাথে মিলে নিসাব পূর্ণ হয় তাহলে এ টাকারও যাকাত দিতে হবে। অবশ্য ফিক্সড ডিপোজিটের যাকাত প্রতি বছরই দেওয়া বাধ্যতামূলক নয়; বরং ডিপোজিটের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর টাকা হাতে এলে বিগত বছরগুলোর যাকাত একসাথে আদায় করার সুযোগ আছে। কেউ যদি মেয়াদ শেষ

হওয়ার আগেই প্রতি বছর যাকাত অগ্রীম দিয়ে দিতে চান, তবে সেটাও দেওয়া যাবে এবং যাকাত আদায় হয়ে যাবে। *(আদ্দুররুল মুখতার ৩/২৩৬; ফাতওয়া কাযিখান ১/২৫৩; ফাতওয়া আলমগিরি ১/১৭৫)*

কারেন্ট ও সেভিংস একাউন্টে যাকাতের বিধান

কারেন্ট ও সেভিংস একাউন্টে জমাকৃত টাকার উপরও নিসাব পূর্ণ হলে যাকাত আদায় করা ফরজ। তবে এ ধরণের একাউন্টের টাকা যেহেতু যখন ইচ্ছা ওঠানো যায় তাই এর যাকাত বছরপূর্ণ হওয়ার পরপরই আদায় করে দিতে হবে। অযথা দেরি করলে গুনাহ হবে। ব্যাংক-লকারে রাখা যাকাতযোগ্য সম্পদের ক্ষেত্রেও একই বিধান। *(ফাতওয়া আলমগিরি ১/১৭০)*

ডিপিএসে যাকাতের বিধান

ডিপিএস হলো, ডিপোজিট পেনশন স্কিম (Deposit Pension Scheme)। এই ধরণের একাউন্টে প্রতিমাসে বা নির্দিষ্ট কয়েকদিন পরপর নিয়মিত টাকা জমা দিয়ে নির্দিষ্ট মেয়াদ যেমন: ৩/৫/৭/১০ বছর পূর্তির পর একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভসহ টাকা তুলে নেওয়া যায়। মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগে টাকা উঠিয়ে নিলে লাভ বা সুদ কম পাওয়া যায়। মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর নিলে লাভ বেশি পাওয়া যায়। কোনো কোনো ব্যাংকে এটা APS নামে পরিচিত।

শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে ডিপিএস খোলা ও তা থেকে লাভ নেওয়া নাজায়েয। তবে কেউ যদি ডিপিএসে টাকা রাখে এবং তা নিসাব পরিমাণ হয় তাহলে এর যাকাত দিতে হবে। অবশ্য ফিক্সড ডিপোজিটের মতো এই ক্ষেত্রেও টাকা হাতে আসার পর যাকাত দেওয়ার সুযোগ আছে। *(আদ্দুররুল মুখতার ৩/২৩৬; ফাতওয়া কাযিখান ১/২৫৩; ফাতওয়া আলমগিরি ১/১৭৫)*

বিমা বা ইন্সুরেন্সে যাকাতের বিধান

লাইফ ইন্সুরেন্স বা বিমা কোম্পানিতে যেসব টাকা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে জমা রাখা হয় সেগুলো যদি নিসাব পরিমাণ হয়ে যায় তাহলে তার উপর যাকাত ফরজ। ব্যাংকে জমাকৃত টাকার মতো এগুলোরও যাকাত দিতে হবে। তবে বিমা কোম্পানিতে যেসব টাকা গাড়ি, দোকান, ফ্যাক্টরি ইত্যাদির নিরাপত্তার খাতিরে রাখা হয়, যা গ্রাহকের কাছে কোনো দুর্ঘটনায় আক্রান্ত হওয়া ছাড়া ফেরত আসে না; এজাতীয় বিমার টাকায় যাকাত ফরজ নয়। *(ফাতওয়া আলমগিরি ১/১৭৩)*

প্রভিডেন্ট ফান্ডে যাকাতের বিধান

সরকারি বা বেসরকারি কর্মচারীদের মাসিক বেতন থেকে তার ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সরকার বা কোম্পানি কর্তৃক নির্দিষ্ট হারে বেতনের কর্তিত অংশ ও তার উপর বর্ধিত অংশের সমন্বিত তহবিলকে প্রভিডেন্ট ফান্ড বলে। আর বেসরকারি চাকুরিজীবী যে পরিমাণ টাকা ফান্ডে জমা রাখে তার সমপরিমাণ টাকা সরকারের পক্ষ থেকে কন্ট্রিবিউট করা হয় তাই এটি কন্ট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ট ফান্ড নামে পরিচিত। যেমন এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীরা এ সুবিধা পেয়ে থাকেন। সাধারণত, সরকারি চাকুরিজীবীদের কাছ থেকে বাধ্যতামূলক ৫% এবং স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অনধিক ২৫% পর্যন্ত টাকা এ ফান্ডে জমা রাখা যায়। এর সাথে সরকারের পক্ষ থেকে ১৩% সুদ যোগ হয়।

প্রভিডেন্ট ফান্ড দুই প্রকার। যথাঃ-

১. বাধ্যতামূলক প্রভিডেন্ট ফান্ড : বাধ্যতামূলক প্রভিডেন্ট ফান্ড বলা হয়, যে বেতনাংশ কেটে রাখার ব্যাপারে কর্মচারীর কোনো এখতিয়ার নেই। সরকার বা কোম্পানি বাধ্যতামূলকভাবে নিজস্ব নিয়ম অনুযায়ী কর্মচারীর নামে তহবিল জমা রাখে। বাংলাদেশে সাধারণত বেতনের ৫% কেটে রাখা হয়। ইমাম আবু হানীফা রহ. এর মতে, এ ফান্ডের ক্ষেত্রে বিগত দিনের যাকাত ওয়াজিব হবে না।

তবে বর্তমানে বাধ্যতামূলক ফান্ডে কর্মচারীদের মধ্যে কেউ কেউ স্বেচ্ছায় আরও কিছু টাকা বাড়িয়ে রাখার ব্যাপারে কোম্পানিতে আবেদন করে থাকে। এক্ষেত্রে তার অতিরিক্ত জমা রাখা ফান্ডের মধ্যে যাকাতের বিধান চালু হবে, যদিও তা হস্তগত না হয়। আর অতিরিক্ত ফান্ডের উপর যেই সুদ আসবে তা গ্রহণ করা যাবে না কিংবা গ্রহণ করলেও সওয়াবের নিয়ত ছাড়া সাদাকা করে দিতে হবে। *(ফাতওয়া রহিমিয়া ৫/১৪৭)*

২. স্বেচ্ছায় প্রণোদিত প্রভিডেন্ট ফান্ড : স্বেচ্ছায় প্রণোদিত প্রভিডেন্ট ফান্ড বলা হয়, যে ফান্ড গ্রহণে সরকার বা কোম্পানির পক্ষ থেকে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। বরং কর্মচারীর স্বীয় এখতিয়ারে একটি নির্ধারিত অংশ বেতন থেকে কেটে রাখা হয়। এ ফান্ডের উপর ভিত্তি করে সুদের নামে যা কিছু দেওয়া হয় তা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা এর সাথে সুদের সাদৃশ্য রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে মূল টাকার উপর বিগত দিনের যাকাতও ওয়াজিব হবে। *(আহসানুল ফাতওয়া ৪/২৬০)*

দোকান বা বাড়িভাড়ার অ্যাডভান্সে যাকাতের বিধান

বর্তমানে যেকোন দোকান বা বাসাবাড়ি ভাড়া নিতে হলে দোকানের মালিক অথবা বাড়িওয়ালাকে অগ্রিম কিছু টাকা দিতে হয়। আমাদের দেশে অগ্রিম টাকা নেওয়ার প্রসিদ্ধ দু'টি পদ্ধতি রয়েছেঃ-

১. দোকান-মালিক ও বাড়িওয়ালা অগ্রিম ভাড়া হিসেবে অ্যাডভান্স নেন। এই পদ্ধতিতে তারা ভাড়ার হার একটু কমিয়ে দিয়ে সেটা অ্যাডভান্স থেকে কেটে নেন। এক্ষেত্রে ভাড়াটিয়ার জন্য পরবর্তীতে বাড়িওয়ালার কাছে কোনো টাকা দাবি করার সুযোগ থাকে না। এই অগ্রিম ভাড়ার মালিক বাড়িওয়ালা। তাই এই পদ্ধতিতে অ্যাডভান্সের যাকাত বাড়িওয়ালাকেই দিতে হবে।

২. অ্যাডভান্সের আরেকটি পদ্ধতি হলো, যেখানে ভাড়াটিয়া তার বাড়িওয়ালাকে জামানত হিসেবে অগ্রিম টাকা দেয়। এই টাকা ফেরতযোগ্য অর্থাৎ নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে ভাড়াটিয়া বাসা ছেড়ে যাওয়ার সময় বাড়িওয়ালা সেই টাকা ভাড়াটিয়াকে ফেরত দেন। এটা মূলত একটা আমানত, যা খরচ করা বাড়িওয়ালার জন্য জায়েয নেই। বাড়িওয়ালা যদি এই টাকা খরচ করা ব্যতীত নিজের হেফাজতে রাখেন তাহলে তার উপর এই টাকার যাকাত ওয়াজিব হবে না; বরং ফেরত পাবার পর ভাড়াটিয়া বিগত বছরগুলোর যাকাত দিয়ে দিবেন। কিন্তু যদি বাড়িওয়ালা এই টাকায় হস্তক্ষেপ করেন তাহলে তার উপর এই টাকার যাকাত ওয়াজিব হবে। যে বছর এই টাকা ভাড়াটিয়াকে ফেরত দিবেন সে বছর এর যাকাত দিতে হবে না। *(কিতাবুন নাওয়াযেল ১২/৩০৪, ১২/৩০৭)*

কোনো উদ্দেশ্যে জমানো টাকায় যাকাতের বিধান

আল্লামা ইবনে আবেদিন শামি রহ. বলেন:

اِنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي النَّقْدِ كَيْفَمَا أَمْسَكَهُ لِلنَّمَاءِ أَوْ لِلنَّفَقَةِ.

"নগদ অর্থে যাকাত ওয়াজিব। চাই তা বৃদ্ধির জন্য রাখা হোক অথবা খরচের জন্য।" *(ফাতওয়া শামি ২/২৬২)*

এই মূলনীতি অনুযায়ী, বাড়ি নির্মাণের জন্য জমানো টাকা, সন্তানের বিয়ের জন্য জমানো টাকা, সন্তানের উচ্চশিক্ষার জন্য জমানো টাকা প্রভৃতি যেকোন উদ্দেশ্যে জমানো টাকাও শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বলে বিবেচিত। তাই এসব উদ্দেশ্যে জমানো টাকা যদি নিসাব পরিমাণ হয়ে একবছর অতিবাহিত হয় তাহলে ওই টাকার যাকাত দেওয়া ফরজ। *(ফাতওয়া উসমানি ২/৫৮; কিফায়াতুল মুফতি ৪/২৫৮, ফাতওয়া শামি ২/২৬৭)*

হজ্বের উদ্দেশ্যে জমানো টাকায় যাকাতের বিধান

হজ্বের জন্য জমানো টাকা নিসাব পরিমাণ হয়ে এক বছর অতিবাহিত হলে অথবা তার অন্য যাকাতযোগ্য সম্পদ মিলে নিসাব পূর্ণ হলে যাকাত ফরজ হবে। (ফাতওয়া শামি ৩/১৭৯)

তবে যদি হজ্ব করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি হজ এজেন্সির কাছে অগ্রীম টাকা জমা দিয়ে দেন, তাহলে ওই টাকার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। (ফাতওয়া কাসেমিয়ান ১০/৩০৩)

ব্যবহারিক কাপড়ে যাকাত ফরজ নয়

পরিধানের কাপড়- যেমন: শাড়ি, থ্রি-পিস, গজকাপড়, জামা, পায়জামা, টুপি, লুঙ্গি, পাঞ্জাবি, জুব্বা, কটিসহ যেসব জামা-কাপড় ব্যবহার করা হয় তা যতো বেশি পরিমাণেই হোক বা যত মূল্যবানই হোক তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে না। তবে বিক্রির উদ্দেশ্যে প্রস্তুতকৃত পোশাক ব্যবসার সম্পদ বলে বিবেচিত হবে এবং বাজারমূল্য হিসাবে সেগুলোর যাকাত আদায় করতে হবে। তেমনি যদি কারও পোশাকে সোনা-রুপার কাজ করা থাকে তাহলে এই সোনা-রুপার যাকাত অন্যান্য যাকাতযোগ্য সম্পদের সাথে অবশ্যই আদায় করতে হবে। *(আদ্দুররুল মুখতার ৩/১৮২; আল বাহরুর রায়েক ২/৩৬১)*

যাকাতযোগ্য সম্পদ বন্ধক থাকলে যাকাত ফরজ নয়

কেউ যদি তার যাকাতযোগ্য কোনো সম্পদ কারও নিকট বন্ধক রাখেন তাহলে এই বন্ধকী সম্পদে যাকাত ফরজ হবে না। উক্ত সম্পদ হাতে আসার পর বন্ধক থাকাকালীন বিগত দিনগুলোরও যাকাত দেওয়া লাগবে না। *(রদ্দুল মুহতার ৩/১৮০)*

যাকাতের অনুপযুক্ত কাউকে যাকাত দিয়ে ফেললে তার বিধান

যদি কেউ অন্য কাউকে নিজ ধারণা অনুযায়ী যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত ও সঠিক ক্ষেত্র মনে করে যাকাত দিয়ে ফেলে; আর পরবর্তীতে জানতে পারে যে, সে তারই (শরয়ী) ক্রীতদাস বা সে কাফের ইত্যাদি। তবে যাকাত আদায় হবে না। পুনরায় যাকাত আদায় করতে হবে। কেননা ক্রীতদাসের নিজস্ব কোন মালিকানা নেই তার মালিকানা মূলতঃ মালিকেরই মালিকানা, আর কাফের তো যাকাতের কোন খাতই নয়, বিধায় যাকাত আদায় হবে না।

অবশ্য যদি যাকাত দেয়ার পরে জানা যায় যে, সে ব্যক্তি সাইয়্যেদ বংশের বা হাশেমী বা নিজ বাবা, ছেলে, স্বামী, স্ত্রী... তবে এসব ক্ষেত্রে পুনঃ যাকাত দেয়ার প্রয়োজন নেই। যেহেতু যাকাতের অর্থ যাকাত দাতার মালিকানা হতে বের হয়ে সওয়াবের ক্ষেত্রে পৌঁছে

গেছে। আর যাকাতের খাত নির্ধারণের সময় যে ভ্রান্তি অন্ধকার কিংবা ভুল বুঝার কারণে হয়; সেটা মাফ। *(আদ্দুররুল মুখতার ২/৯২ ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম ৬/২২৭)*

যাকাতের টাকা চুরি হয়ে গেলে বিধান

যাকাতের জন্য আলাদা করে রাখা টাকা যদি চুরি হয়ে যায় বা কোনোভাবে নষ্ট হয়ে যায় তাহলে পুনরায় যাকাত আদায় করা লাগবে। কারণ যাকাত আদায় শুদ্ধ হওয়ার জন্য কোনো গরীবকে মালিক বানিয়ে দেওয়া শর্ত, যা চুরি হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। এমনকি চোর যদি গরীবও হয় তবু যাকাত আদায় হবে না। কারণ মালিক তাকে স্বেচ্ছায় মালিক বানিয়ে দেয়নি। *(ফাতওয়া আলমগিরি ১/১৮২; ফাতওয়া তাতারখানিয়া ৩/২৪০; কাযিখান ১/২৬২)*

উপহার নাম দিয়ে যাকাত আদায়ের বিধান

শরী'আহ অনুযায়ী, যদি কেউ যাকাতের নিয়ত করে অন্য কোন নামে বা বাহানায় যাকাত প্রদান করে তাহলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। কারণ যাকাতগ্রহীতার যাকাতের টাকা সম্পর্কে অবগত হওয়া শর্ত নয়, যাকাতগ্রহীতা যাকাত খাওয়ার উপযুক্ত হওয়াই মূল শর্ত। *(রদ্দুল মুহতার ৩/১৮৭; আল বাহরুর রায়েক ২/২১০)*

বরং আত্মীয় হোক বা অন্য কেউ, তাকে যাকাতের নামে না দেওয়াই উত্তম। কেননা এতে সে নিজেকে নিয়ে হীনমন্যতায় ভুগতে পারে। তাই ধনী ব্যক্তির উচিত অন্য নামে গরীবদের যাকাত দেওয়া। সারপ্রাইজ, গিফট, সালামি, হাদিয়া, বখশীশ এ জাতীয় যে কোন নামেই যাকাত প্রদান করা হোক না কেন, যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

একজন ব্যক্তিকে কী পরিমাণ যাকাত দেওয়া উচিত

যাকাতের টাকা প্রদানের ক্ষেত্রে দাতা স্বাধীন। ইচ্ছে করলে তিনি উপযুক্ত যেকোনো একজনকেই পুরো টাকা দিতে পারেন অথবা চাইলে কয়েকজন দরিদ্র মানুষের মাঝেও তা বণ্টন করে দিতে পারেন। যাকাত বছরের যেকোনো একটা সময়েও দিতে পারেন। আবার একাধিক সময়েও দিতে পারেন। অথবা অল্প অল্প করে একাধিক সময়েও তা প্রদান করতে পারেন। অবশ্য, একজন হকদারকে এতো বেশি দেওয়া মাকরূহ, যে পরিমাণ মালের কারণে সে শরিয়াহর দৃষ্টিতে ধনী তথা যাকাত গ্রহীতার অযোগ্য হয়ে যায়। আর উত্তম হচ্ছে, একজনকে ন্যূনতম এ পরিমাণ প্রদান করা, যা তার ওই দিনের খরচের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। *(রদ্দুল মুহতার ২/৩৫৩)*

পেশাদার ফকির মিসকিনকে যাকাত প্রদান

পেশাদার ফকির মিসকিন বা এ জাতীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠী যারা নিজেদের অবস্থা ও উক্তি দিয়ে নিজেদেরকে যাকাতের উপযুক্ত খাত বলে প্রকাশ করে এবং যাকাত ও সদকা চেয়ে বেড়ায়, তাদের বাহ্যিক অবস্থা দ্বারা যদি তাদেরকে যাকাতের উপযুক্ত বলেই মনে হয়, তাহলে তাদেরকে যাকাত দেওয়া যাবে। বাস্তব অবস্থার চুলচেরা বিশ্লেষণ জরুরি নয়। তবে বাহ্যিক দৃষ্টিতে যাকাতের হকদার হওয়ার প্রবল ধারণা হতে হবে। যাকাতদাতা হকদার মনে করে দেওয়ার পর যদি জানা যায় তারা প্রকৃত অর্থে যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত ছিলো না, তাহলেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে। অবশ্য, যদি তারা অমুসলিম প্রমাণিত হয়, তাহলে যাকাত আদায় হবে না এবং পুনরায় যাকাত আদায় করতে হবে। *(রদ্দুল মুহতার)*

ত্বলিবুল ইলমকে যাকাত দেওয়ার বিধান

ত্বলিবুল ইলমকে যাকাত দেওয়া জায়েয, যদিও তারা কামাই রোজগার করার সামর্থ্য রাখে। কেননা ইসলামি জ্ঞান শিক্ষা করা এক প্রকার জিহাদ। আর আল্লাহর পথে জিহাদ হচ্ছে যাকাতের একটি খাত। তাকে যাকাতের টাকা দিয়ে ইলমের প্রয়োজনীয় কিতাবাদি খরিদ করে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু শিক্ষার্থী যদি শুধুমাত্র দুনিয়াবী শিক্ষায় সম্পূর্ণরূপে ব্রতী থাকে তবে তাকে যাকাত দেওয়া যাবে না। *(ফাতওয়া আরকানুল ইসলাম)*

যাকাত বনাম সুদ

অর্থনৈতিক ভারসাম্যের দিক থেকে যাকাতের গুরুত্ব অত্যন্ত প্রকট। পাশ্চাত্য অর্থনীতির মেরুদণ্ড সুদ কিন্তু ইসলামি অর্থনীতির মেরুদণ্ড যাকাত। সুদ শোষণ ও বঞ্চনার হাতিয়ার। এতে ধনী লোকেরা অভাবগ্রস্থ লোকদেরকে সুদের ভিত্তিতে ঋণ দেয়। ফলে তারা নিজেদের মূলধন ফিরিয়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত অর্থ নেয়, যা ঋণ গ্রহীতার মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ও রক্ত পানি করে উপার্জন করা। এই অতিরিক্ত টাকা নিয়ে ঋণ গ্রহীতাকে বিনিময়ে কিছুই দেয় না। ঋণগ্রহীতা নিজের উপার্জিত টাকা কোনরূপ বিনিময় না পেয়েই দিতে বাধ্য হয়। ফলে ধনী আরও ধনী হয় এবং দরিদ্র আরও দরিদ্র হয়ে যায়।

এই প্রেক্ষিতে যাকাতের অবদান পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, যাকাত দেওয়ার মাধ্যমে যেহেতু সরাসরি ধনীদের নিকট থেকে দরিদ্রদের নিকট সম্পদ হস্তান্তরিত হয়, ফলে একদিকে ধন-সম্পদের এককেন্দ্রিকতা কমতে থাকে। আর সেই সম্পদেই দরিদ্রদের নিকট প্রত্যক্ষভাবে পৌঁছে তাদের দারিদ্রতা ও অভাব মোচন করে। দরিদ্ররা ক্রয়ক্ষমতা লাভ করে। পণ্য দ্রব্যের ব্যাপক ক্রয়-বিক্রয়ের ফলে ব্যাপক উৎপাদন হয় ও কল-কারখানা চলে। ফলে শ্রমিক নিয়োগ হয় ও বেকারত্ব হ্রাস পায়।
অতএব বলা যায়, সুদ হলো দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উপর মারাত্মক এক অভিশাপ। অপরদিকে যাকাত হচ্ছে দারিদ্র সমস্যার একমাত্র স্বাভাবিক ও কার্যকরো সমাধান।

যাকাত বনাম ট্যাক্স

ট্যাক্স যাকাতের বিকল্প নয়। সরকারকে খাজনা বা ট্যাক্স প্রদান করলে যাকাত মওকুফ হবে না। অথবা যাকাতের কিছু অর্থ ট্যাক্স হিসেবে দিয়ে দেওয়া জায়েয হবে না। যাকাত ও ট্যাক্স-এর মধ্যে মৌলিক ও গুণগত পার্থক্য রয়েছে।
যাকাত একটি ইবাদত। যে জন্য এতে নিয়ত করা জরুরি এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য ছাড়া যাকাত কবুল হয় না। এর জন্য নিসাব, পরিমাণ ও খাত নির্ধারিত রয়েছে। অমুসলিমদেরকে অথবা সামষ্টিক জনকল্যাণ মূলক কাজে যাকাত প্রদান করা যায় না। নির্দিষ্ট মুসলিম দরিদ্র ব্যক্তিকে মালিক বানিয়ে যাকাত দিতে হয়। প্রকৃত হকদার এবং মালিক হওয়ার যোগ্য লোককেই এটা দেওয়া যায়। যাকাত ফরজ হওয়ার জন্য অর্থ সম্পদের একটি পরিমাণ নির্ধারিত আছে এবং সে পরিমাণের ওপর একবছর অতিবাহিত হওয়ার শর্ত রয়েছে। সকল সম্পদে যাকাত ফরজ হয় না; কয়েক প্রকার সম্পদে যাকাত ফরজ হয়। এর যাবতীয় আহকাম কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। তাই এতে সামান্য পরিমাণ পরিবর্তন ও সংশোধনের অবকাশ নেই।
এর চেয়ে ব্যতিক্রমী হলো ট্যাক্স। যা আদায় করা ইবাদত নয় বরং সরকারকে সহযোগিতা বা সরকারের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা, যোগাযোগ সুবিধা ও অন্যান্য উপকারিতার বিনিময়ে প্রদান করা হয়। এর জন্য কোনো নিসাব নেই। নেই কোনো বিশেষ ধরনের সম্পদ। নিয়ত ও ইখলাসের কোনো প্রশ্নও থাকে না ট্যাক্স-এর ক্ষেত্রে। এর জন্য নির্ধারিত কোনো পরিমাণ ও খাত নেই। যে কারণে সরকার যখন যেমন ইচ্ছা

এর পরিমাণ ও ব্যবহারের ক্ষেত্র নির্ধারণ করে থাকে। অনেক সময় এই ট্যাক্স অস্বাভাবিক বা অযৌক্তিক হলে নাগরিকদের জন্য জুলুমের মতো হয়ে দাঁড়ায়।

সদকাতুল ফিতর

সদকা অর্থ দান। আর ফিতর অর্থ হলো ভঙ্গ করা। একত্রে 'সদকাতুল ফিতর' অর্থ ভঙ্গ করার দান। এর অপর নাম যাকাতুল ফিতর।

পরিভাষায়, "নিসাব পরিমাণ মালের মালিকের উপর ঈদুল ফিতরের দিন সুবহে সাদিকের সময় যে সদকা আদায় করা ওয়াজিব হয়, তাকে সদকাতুল ফিতর বলে।"

মূলত পবিত্র মাহে রমাদানের রোজা পালনের মাধ্যমে আল্লাহপাক বান্দার প্রতি যে অফুরন্ত অনুগ্রহ দান করেছেন তার কৃতজ্ঞতা হিসেবে এবং রোজা পালনের মূল উদ্দেশ্য সাধনে যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েছে তার ক্ষতি পূরণ হিসেবে সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব করা হয়েছে। সদকাতুল ফিতর রমাদানের ক্ষতিপূরক, যেভাবে সিজদায়ে সাহু নামাজের ক্ষতিপূরক।

অতএব, নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়ার কারণে প্রতিবছর যে যাকাত ফরজ হয় যাকাতুল ফিতর সেটার অন্তর্ভুক্ত নয়। যাকাতুল ফিতর এমন সাদাকা যা রমাদানের সিয়াম সমাপ্তির মাধ্যমে ফরজ করা হয়েছে। তবে ফিতরা ওয়াজিব হওয়ার জন্য রোজা রাখা শর্ত নয়। রোজা না রাখলেও তার উপর ফিতরা আদায় করা ওয়াজিব।

সদকাতুল ফিতরের বিধান

সদকাতুল ফিতর সকল মুসলিমের ওপর ফরজ। কেননা আবদুল্লাহ ইবন উমার রাদিআল্লাহু আনহুমা বলেন,

فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

"মুসলিমদের মধ্য হতে গোলাম, স্বাধীন, পুরুষ, নারী, অত্যন্ত ছোট ও প্রাপ্ত বয়স্কের ওপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাকাতুল ফিতর হিসেবে খেজুর থেকে অথবা যব থেকে এক সা পরিমাণ ফরজ করেছেন এবং লোকজন ঈদের সালাতের

জন্য বের হওয়ার পূর্বেই তা পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।" *(সহীহ বুখারীঃ ১৫০৩; সহীহ মুসলিমঃ ৯৮৪; নাসা'ঈঃ ২৫০৪)*

এছাড়াও আবু সা'ঈদ আল-খুদরী রাদিআল্লাহু আনহু বলেন,

كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ، وَكَبِيرٍ، حُرٍّ، أَوْ مَمْلُوكٍ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ

"রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় আমরা ছোটো, বড়ো, স্বাধীন, কৃতদাস প্রত্যেকের পক্ষ হতে এক সা খাদ্য অথবা এক সা পনির অথবা এক সা যব অথবা এক সা খেজুর অথবা এক সা কিসমিস দ্বারা যাকাতুল ফিতর আদায় করতাম।" *(সহীহ মুসলিমঃ ২১৭৪)*

এসব হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, সদকাতুল ফিতর প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ।

সদকাতুল ফিতরের উদ্দেশ্য

আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুমা বলেন,

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.

"রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাকাতুল ফিতর ফরজ করেছেন সিয়াম পালনকারীর বেহুদা কথাবার্তা ও অশ্লীলতার কাফফারা হিসাবে এবং মিসকীনদের খাদ্যের জন্য। যে ব্যক্তি ঈদের সালাতের পূর্বে (মিসকীনদের নিকট) পৌঁছে দেবে, তা যাকাতুল ফিতর হিসাবে কবুল করা হবে। আর যে ব্যক্তি ঈদের সালাতের পর (মিসকীনদের নিকট) পৌঁছে দেবে, তা সাদাকা হিসাবে গণ্য হবে।" *(আবু দাউদঃ ১৬০৯; ইবনে মাজাহঃ ১৮২৭)*

এ হাদীসে যাকাতুল ফিতরের দুটি হিকমত বর্ণিত হয়েছে। যথা—

১) সিয়াম পালনকারীর অনর্থক কথা-কাজ ও অশ্লীলতার কাফফারা আদায়ের জন্য। কেননা সিয়াম কেবল পানাহার ও যৌনাচার থেকে বিরত থাকা নয়; বরং মিথ্যা বলা, মিথ্যা কাজ, ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদি পরিহার করাও সিয়ামের অন্তর্ভুক্ত। আর যেহেতু মাঝেমধ্যে ইচ্ছায়- অনিচ্ছায় মানুষ এসবে লিপ্ত হয়ে যায়, তাই সিয়াম পালনকারীর পবিত্রতা অর্জনের জন্য এসবের কাফফারা হিসাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমাদানের সিয়াম পালন শেষে যাকাতুল ফিতর ফরজ করেছেন।

২) ঈদের দিন যেন ধনী-গরিব নির্বিশেষে সকলেই খাবার পায় এবং কেউ যেন অভুক্ত না থাকে, সেজন্য যাকাতুল ফিতর একটি চমৎকার উপলক্ষ। এর মাধ্যমে ঈদের আনন্দে ধনী-গরিব সকলেই শামিল হতে পারে। ফলে সমাজে একটি সুন্দর-আনন্দময় পরিবেশ তৈরি হয়।

সদকাতুল ফিতর কি দ্বারা আদায় করতে হবে?

হাদিসে সদকাতুল ফিতর হিসেবে খেজুর, কিশমিশ, পনির, যব ও ভুট্টার কথা উল্লেখ থাকলেও ফিতরা কেবল এসব খাদ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে এগুলো মদিনাবাসীর প্রধান খাদ্য ছিল বলেই হাদিসে এগুলোর নাম এসেছে। তাই সাধারণ মানুষের প্রধান খাদ্য, যেমন- চাল, ডাল, গম, আলু প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য দ্বারা যাকাতুল ফিতর আদায় করা জায়েয।

আবু সা'ঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন-

كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ، وَكَبِيرٍ، حُرٍّ، أَوْ مَمْلُوكٍ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ

"রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় আমরা ছোটো, বড়ো, স্বাধীন, কৃতদাস প্রত্যেকের পক্ষ হতে এক সা' খাদ্য অথবা এক সা' পনির অথবা এক সা' যব অথবা এক সা' খেজুর অথবা এক সা' কিসমিস দ্বারা যাকাতুল ফিতর আদায় করতাম।" *(সহীহ মুসলিমঃ ২১৭৪)*

শরী'আতের বিধান অনুযায়ী, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম সবসময় খাদ্য দিয়েই ফিতরা আদায় করতেন। সে যুগে মুদ্রা বা অর্থ সচল থাকা সত্ত্বেও তারা কখনো টাকা দিয়ে ফিতরা দেননি। যেহেতু ফিতরার মূল উদ্দেশ্য মিসকিনদের খাদ্যের ব্যবস্থা করা, তাই খাদ্য দিয়েই তা আদায় করা সংগত, কারণ অর্থ দিলে তা অন্য উদ্দেশ্যে ব্যয় হয়ে যেতে পারে।

টাকা দিয়ে ফিতরা আদায়ের ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। একদল আলেম মনে করেন যে, টাকা দিয়ে যেহেতু খাদ্য কেনা যায় তাই এটি জায়েজ, অন্যদিকে বহু আলেমদের মতে অর্থ দিয়ে ফিতরা আদায় করা জায়েজ নয় এবং এতে ফিতরা আদায়ই হবে না। কারণ এটি একটি নির্ধারিত ইবাদত যা খাদ্য দিয়ে আদায়ের জন্য শরী'আতের স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। তবে কোনো অঞ্চলে খাদ্য না পাওয়া গেলে বা পৌঁছানো সম্ভব না হলে বিকল্প হিসেবে অর্থ দেওয়া যেতে পারে।

সদকাতুল ফিতরের পরিমাণ

আবদুল্লাহ ইবন উমার রাদিআল্লাহু আনহুমা বলেন,

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، قَالَ: «فَعَدَلَ النَّاسُ إِلَى نِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ

"রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (প্রত্যেক) পুরুষ, নারী, স্বাধীন এবং গোলাম ব্যক্তির ওপর এক 'সা' করে খেজুর বা এক 'সা'' করে যব সাদাকাতুল ফিতর হিসাবে ফরজ করেছেন।" রাবী বলেন, 'তারপর লোকেরা অর্ধ 'সা' গমকে তার সমান সাব্যস্ত করেছে।" *(নাসা'ঈঃ ২৫০১)*

এভাবে বহু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাকাতুল ফিতরের পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন এক সা'। তিনি অর্ধ সা'-কে যাকাতুল ফিতরের পরিমাণ নির্ধারণ করেননি।

যাকাতুল ফিতর আদায়ের ক্ষেত্রে মদীনায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে 'সা' ব্যবহার করতেন, সেটিই একমাত্র গ্রহণযোগ্য। 'সা' মূলত কোনো ওজনের একক নয়, এটি একটি নির্দিষ্ট পরিমাপের পাত্র হওয়ায় খাদ্যশস্যের ধরন ভেদে এর ওজনে কম-বেশি হয়ে থাকে। এ কারণে এর ওজন নিয়ে মূলত তিনটি মতামত রয়েছে। ১. ২ কেজি ৪০ গ্রাম; ২. ২ কেজি ৪০০ গ্রাম (প্রায় ২.৫ কেজি) এবং ৩. প্রায় ৩ কেজি। সৌদি আরবের সর্বোচ্চ ফাতাওয়া কমিটি (আল-লাজনা আদ-দায়িমা) ৩ কেজি ওজনের পক্ষে মত দিয়েছে। তবে উল্লেখিত তিনটি পরিমাণের যেকোনো একটি দিয়ে ফিতরা আদায় করা জায়েয। যেহেতু সা' এক ধরণের পাত্র, তাই খাদ্যভেদে এটি কমবেশি বিভিন্ন ওজনের খাদ্য ধারণ করে। এজন্য সতর্কতা হিসেবে ৩ কেজি খাদ্য দিয়ে যাকাতুল ফিতর আদায় করাই সবচেয়ে উত্তম ও সঙ্গত।

আবার, যাকাতুল ফিতরের ক্ষেত্রে 'অর্ধ সা' খাদ্য দেওয়া সুন্নাহ নয়। আমীরে মু'আবিয়া রাদিআল্লাহু আনহু এর শাসনামলে গম অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান ছিল বলে এক সা খেজুরের তুলনায় অর্ধ সা গমের দাম অনেক বেশি ছিল। মূলত এই কারণেই তৎকালীন সময়ে কেউ কেউ গমের ক্ষেত্রে অর্ধ সা-কে যাকাতুল ফিতরের পরিমাণ হিসেবে নির্ধারণ করেছিলেন। তাই মৌলিকভাবে 'এক সা' খাদ্য প্রদান করাই সুন্নাহ।

সদকাতুল ফিতর প্রদানের সময়কাল

ঈদের সালাত আদায়ের পূর্বেই সদকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব। কেননা আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহুমা বলেন,

«فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ».

"রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাকাতুল ফিতর ফরজ করেছেন সিয়াম পালনকারীর অনর্থক কথা-কাজ ও অশ্লীলতার কাফফারা হিসাবে এবং মিসকীনদের খাদ্যের জন্য। যে ব্যক্তি ঈদের সালাতের পূর্বে (মিসকীনদের নিকট) পৌঁছে দেবে, তা যাকাতুল ফিতর হিসাবে কবুল করা হবে। আর যে ব্যক্তি ঈদের সালাতের পর (মিসকীনদের নিকট) পৌঁছে দেবে, তা সাদাকা হিসাবে গণ্য হবে।" *(আবু দাউদঃ ১৬০৯; ইবনে মাজাহঃ ১৮২৭)*

সুতরাং ঈদের সালাতের পূর্বে যাকাতুল ফিতর প্রদান করা ওয়াজিব এবং এর চেয়ে দেরি করা নিষেধ। আর সাহাবীগণ ঈদের একদিন বা দুদিন আগেও যাকাতুল ফিতর আদায় করতেন। অতএব ২৮ রমাদানের রাত থেকে যাকাতুল ফিতর বণ্টন করা যেতে পারে।

সদকাতুল ফিতরের নিসাব

কারো জীবিকা নির্বাহের জরুরী উপকরণ- আবাসগৃহ, পরিধেয় বস্ত্র, খাদ্যদ্রব্য, ঘরের সরঞ্জামাদি এবং সেবা নেওয়ার গোলাম ছাড়া সাড়ে সাত তোলা সোনা বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা বা এর সমমূল্যের কোনো সম্পদের মালিক থাকলে তার উপর সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হবে। সদকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার জন্য বর্ধনশীল মাল হওয়া শর্ত নয় কিংবা পূর্ণ একবছর অতিবাহিত হওয়াও শর্ত নয়; বরং ঈদুলফিতরের দিন সুবহে সাদিকের সময় উপর্যুক্ত পরিমাণ মালের মালিক থাকলে সদকাতুলফিতর ওয়াজিব হবে। অপ্রয়োজনীয় যেসব দ্রব্য শুধুই প্রদর্শনের জন্য ঘরে রাখা হয়েছে এবং পুরো বছর ব্যবহার হয় না, সেগুলোও নিসাবের মধ্যে গণ্য হবে।

সদকাতুল ফিতর আদায়ের খাত

যাকাত আদায়ের ৮টি খাতই সদকাতুল ফিতর আদায়ের খাত। যাদেরকে যাকাত দেওয়া যাবে তাদেরকে ফিতরাও দেওয়া যাবে। আর যাদেরকে যাকাত দেওয়া যাবে না, তাদেরকে ফিতরাও দেওয়া যাবে না। সদকাতুল ফিতরেও কোন অভাবীকে মালিক বানিয়ে দেওয়া জরুরী। তাই মসজিদে বা অন্য কোন জনকল্যাণমূলক কাজে তা ব্যবহার করা জায়েয নেই। *(ফাতওয়া আলমগিরি ১/১৯৪)*

তথ্যসূত্র:-

গ্রন্থপঞ্জি

১. আহকামে রমজান ও জাকাত- মুফতি আজম মুহাম্মাদ আবদুস সালাম চাটগামী রহ.
২. ফিকহুয যাকাত- ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী
৩. যাকাত: হ্যান্ডবুক- ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী
৪. যাকাতের আধুনিক মাসাঈল- মুফতি মুহাম্মাদুল্লাহ আরমান
৫. জাকাত ক্যালকুলেটর- হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলি থানভি, মুফতি মোহাম্মদ তাকি ওসমানি
৬. যাকাত ফিতরার বিধি-বিধান- মুফতী ওয়ালীয়ুর রহমান খান
৭. আহকামে যাকাত- মুফতী আযম মুফতী মুহাম্মাদ রফী উসমানী, শায়খুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
৮. ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যাকাতের বিধান- জাস্টিস আল্লামা মুফতী তাকী উসমানী
৯. যাকাতের বিধিবিধান- সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট (সি জেড এম) প্রকাশিত

পিডিএফ

১. ইসলামের যাকাতের বিধান ১ম ও ২য় খণ্ড- আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী
২. ফাতওয়া আরকানুল ইসলামঃ যাকাত- মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল উসাইমীন
৩. যাকাত- মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম
৪. প্রোথিত ও খনিজ সম্পদের যাকাত : একটি পর্যালোচনা- ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, মো. আশরাফুল ইসলাম

ওয়েবসাইট

১. https://www.hadithbd.com/
২. https://ihadis.com/
৩. https://www.alkawsar.com/bn/
৪. https://ahlehaqmedia.com